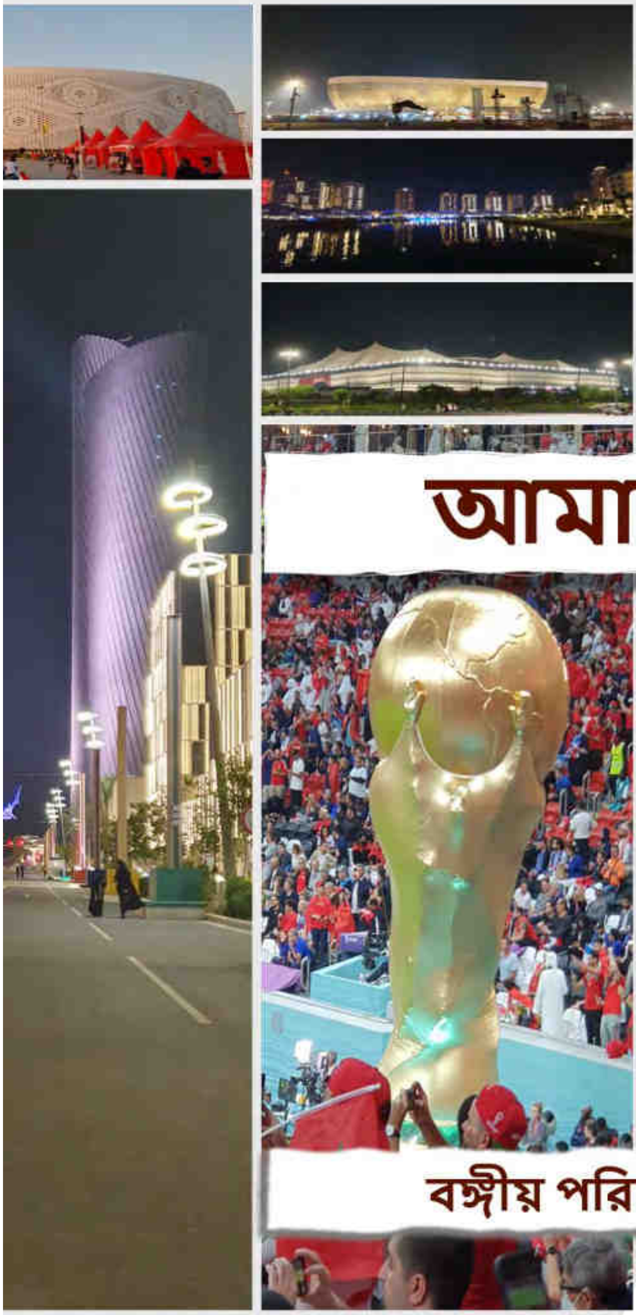

আমাদের কথা

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার | ২০২২

আমাদের কথা

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার

Affiliated to Indian Cultural Centre, Qatar
Under the agies of Embassy of India, Qatar

২০২২

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার – কার্যনির্বাহী সমিতি
২০২২

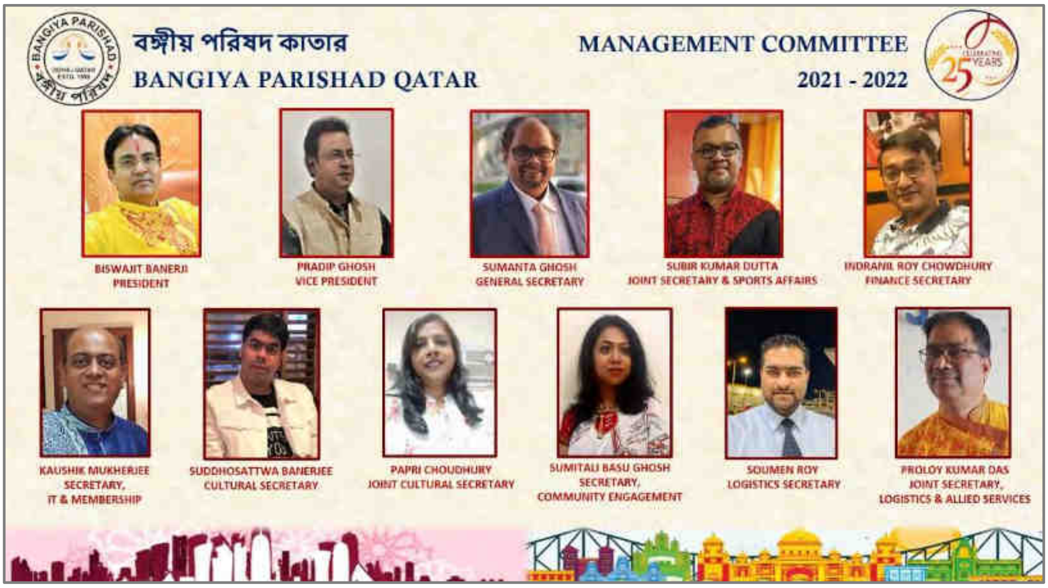
বঙ্গীয় পরিষদ কাতার
BANGIYA PARISHAD QATAR
MANAGEMENT COMMITTEE
2021 - 2022
BISWAJIT BANERJI
PRESIDENT
PRADIP GHOSH
VICE PRESIDENT
SUMANTA GHOSH
GENERAL SECRETARY
SUBIR KUMAR DUTTA
JOINT SECRETARY & SPORTS AFFAIRS
INDRANIL ROY CHOWDHURY
FINANCE SECRETARY
KAUSHIK MUKHERJEE
SECRETARY,
IT & MEMBERSHIP
SUDDHOSATTWA BANERJEE
CULTURAL SECRETARY
PAPRI CHOUDHURY
JOINT CULTURAL SECRETARY
SUMITALI BASU GHOSH
SECRETARY,
COMMUNITY ENGAGEMENT
SOUMEN ROY
LOGISTICS SECRETARY
PROLOY KUMAR DAS
JOINT SECRETARY,
LOGISTICS & ALLIED SERVICES

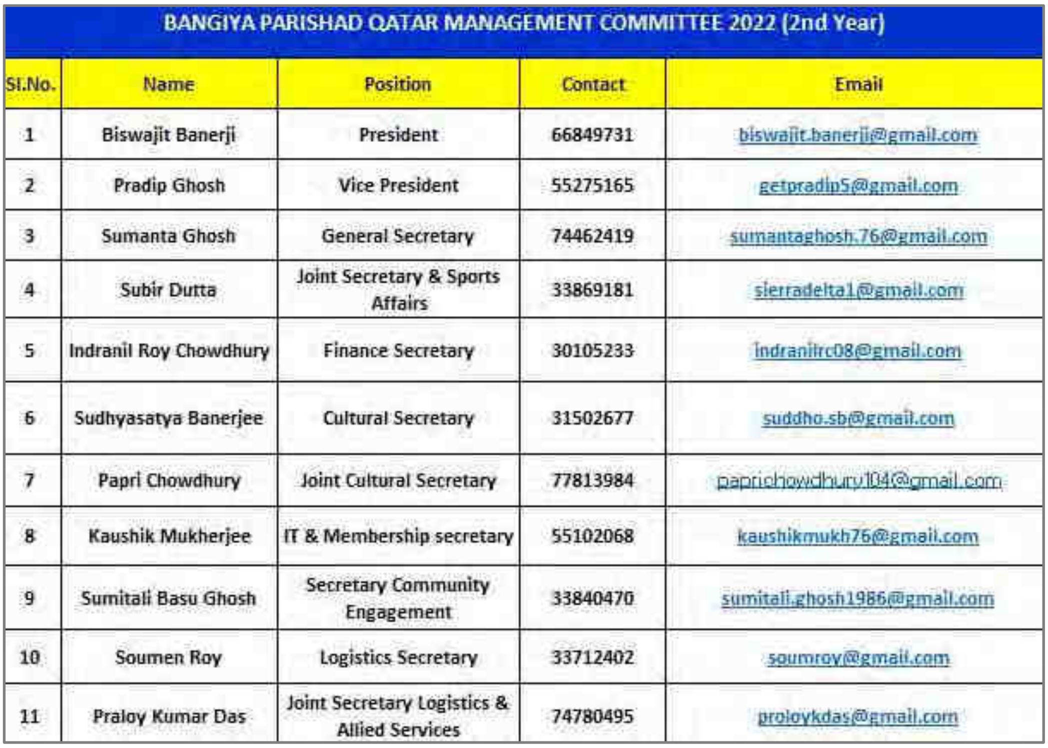

BANGIYA PARISHAD QATAR MANAGEMENT COMMITTEE 2022 (2nd Year)

Sl.No.	Name	Position	Contact	Email
1	Biswajit Banerji	President	66849731	biswajit.banerji@gmail.com
2	Pradip Ghosh	Vice President	55275165	getpradip5@gmail.com
3	Sumanta Ghosh	General Secretary	74462419	sumantaghosh.76@gmail.com
4	Subir Dutta	Joint Secretary & Sports Affairs	33869181	sierradelta1@gmail.com
5	Indranil Roy Chowdhury	Finance Secretary	30105233	indranilrc08@gmail.com
6	Sudhyasatya Banerjee	Cultural Secretary	31502677	suddho.sb@gmail.com
7	Papri Chowdhury	Joint Cultural Secretary	77813984	paprichowdhury104@gmail.com
8	Kaushik Mukherjee	IT & Membership secretary	55102068	kaushikmukh76@gmail.com
9	Sumitali Basu Ghosh	Secretary Community Engagement	33840470	sumitali.ghosh1986@gmail.com
10	Soumen Roy	Logistics Secretary	33712402	soumroy@gmail.com
11	Praloy Kumar Das	Joint Secretary Logistics & Allied Services	74780495	proloykdas@gmail.com

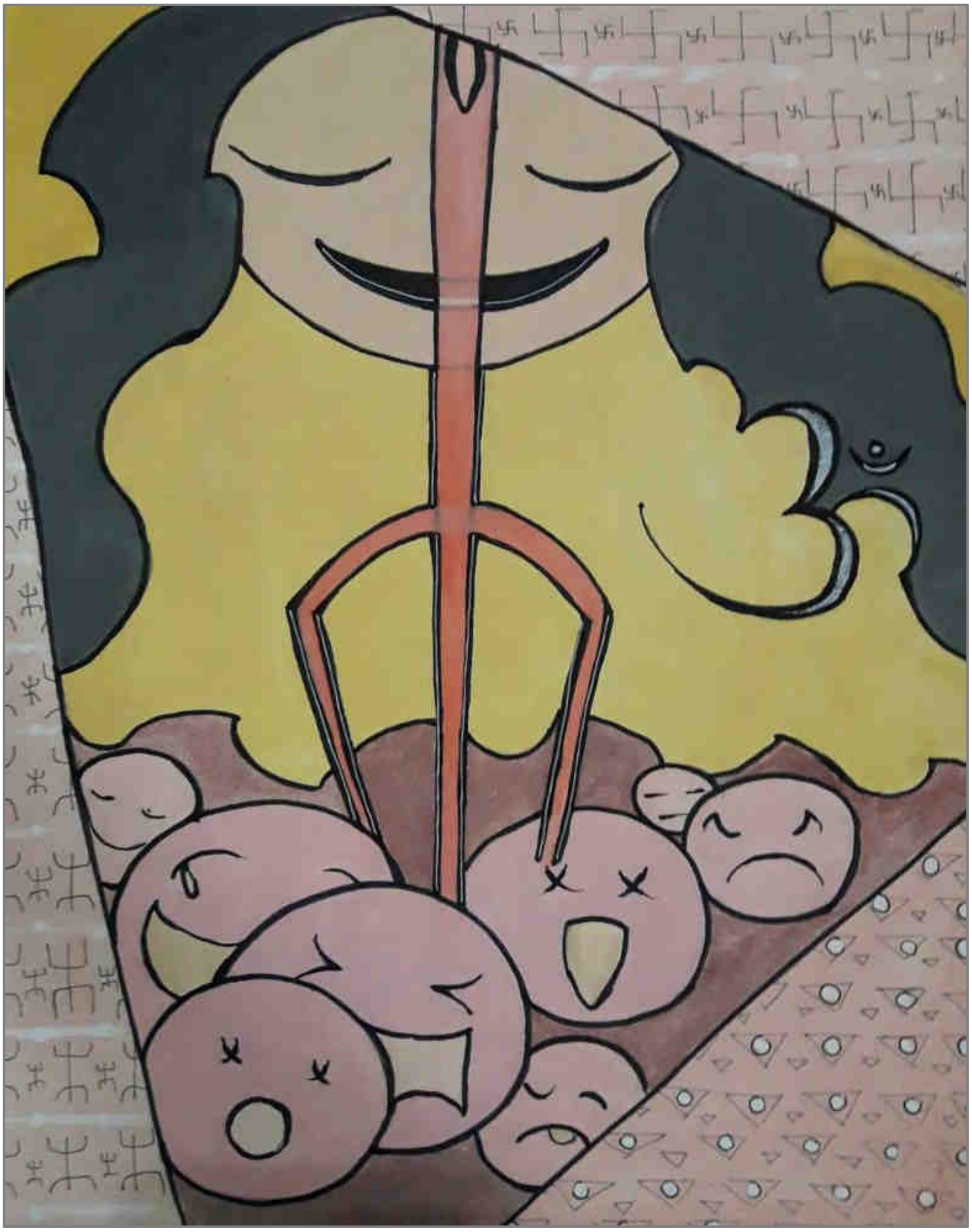

চিত্র-শিল্পী: প্রত্যুষা ঘোষ

সভাপতির কলম

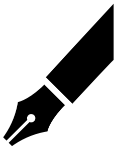

আমরা আমাদের দুই বছরের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি। আমাদের সকল BPQ সদস্যদের সদয় সহযোগিতায় এবং আশীর্বাদে আমরা সফলভাবে আমাদের মেয়াদ শেষ করতে পেরেছি। এই দুই বছরে আমরা আমাদের সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বঙ্গীয় পরিষদ কাতারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আমরা জি সা-রে-গা-মা-পা বিজয়ী শিল্পী অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম যিনি তার মায়াবী কন্ঠে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।

আমরা "আজাদী কা অমৃত মহোৎসব" এর সাথে যুক্ত হওয়ার বিশেষাধিকার ও সম্মান পেয়েছি এবং আমাদের "স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর" উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছি। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে স্মরণ করতে পেরে আমাদের হৃদয় গর্বে উৎফুল্লিত হয়েছে। আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস, দৃঢ়তা, আবেগ এবং সংকল্পকে গভীরভাবে সম্মান করি। ৭৫ বছর পরেও আমরা তাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞ। আমাদের এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা ভারতীয় দূতাবাস কাতার এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ এর সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান । ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি লাইভ দেখা এবং ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২ এর অধীনে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অংশ হওয়া আমাদের সকলের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ফিফা বিশ্বকাপ ফ্যান জোনে বঙ্গীয় পরিষদ কাতার এর সদস্যরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে এবং আমাদের পারফরম্যান্স সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রশংসা করেছেন। আমাদের ২-য় হোম কাতার বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে। আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে কাতার এই প্রথম ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ইভেন্টের আয়োজক। এই কৃতিত্বের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ১২ বছরের কঠোর প্রচেষ্টা সত্যি স্বার্থক। কাতার সমগ্র বিশ্বকাপ ইভেন্ট তাদের পুরানো রীতিনীতি ও নিয়ম কে বজায় রেখে পরিচালনা করেছে যেটা নিয়ে কাতারের পরবর্তী প্রজন্ম গর্ববোধ করবে। অবশেষে ১৮ই ডিসেম্বর একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিশ্বকাপ ফাইনালে, আর্জেন্টিনা দীর্ঘ ৩৬ বছর পর ট্রফি জিতেছে। সামগ্রিকভাবে, এটি দুর্দান্তভাবে পরিচালিত এবং সংগঠিত বিশ্বকাপ ছিল যার জন্য আমরা সবাই গর্বিত। এ যেন "ফুটবল-এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করার" এক অভূতপূর্ব প্রয়াস।

অবশেষে আমি আমার সমস্ত পূর্বসূরি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সমস্ত BPQ সদস্য এবং আমার সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের অক্লান্ত সমর্থন, পরামর্শ এবং নির্দেশনা যা এই দুই বছরে সত্যিই আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে।

পরিশেষে, আমি আপনাদেরকে সতর্ক করতে চাই যে, আরেকটি নুতন করোনা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, দয়া করে কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং নিরাপদে থাকুন ও সুস্থ থাকুন।

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী
সভাপতি
বঙ্গীয় পরিষদ কাতার

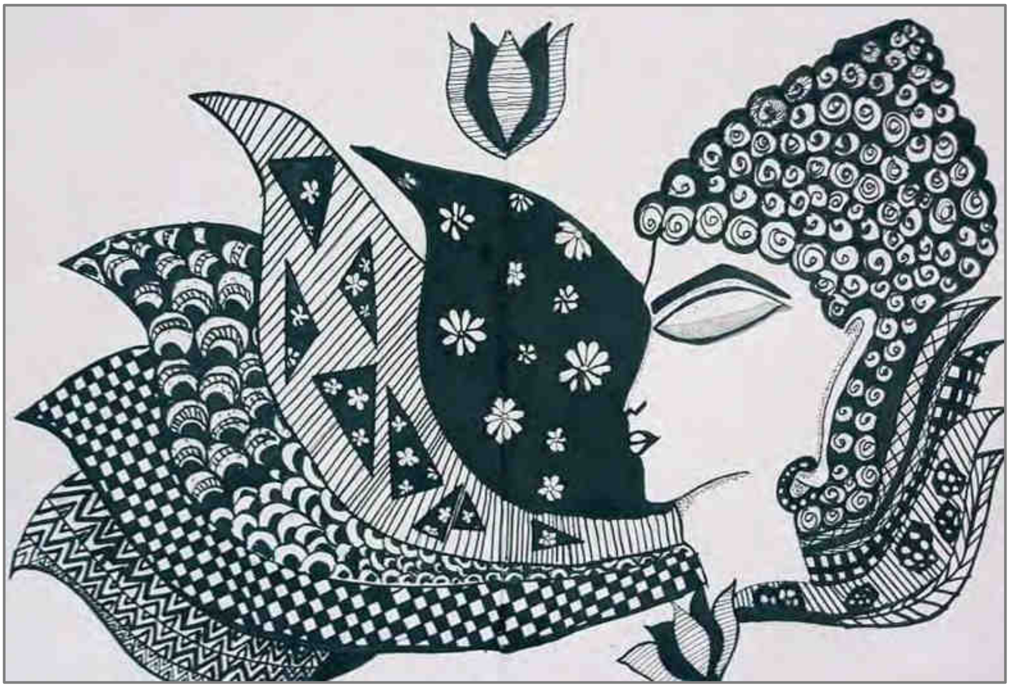

শিল্পী: সঞ্জীনা ব্যানার্জী

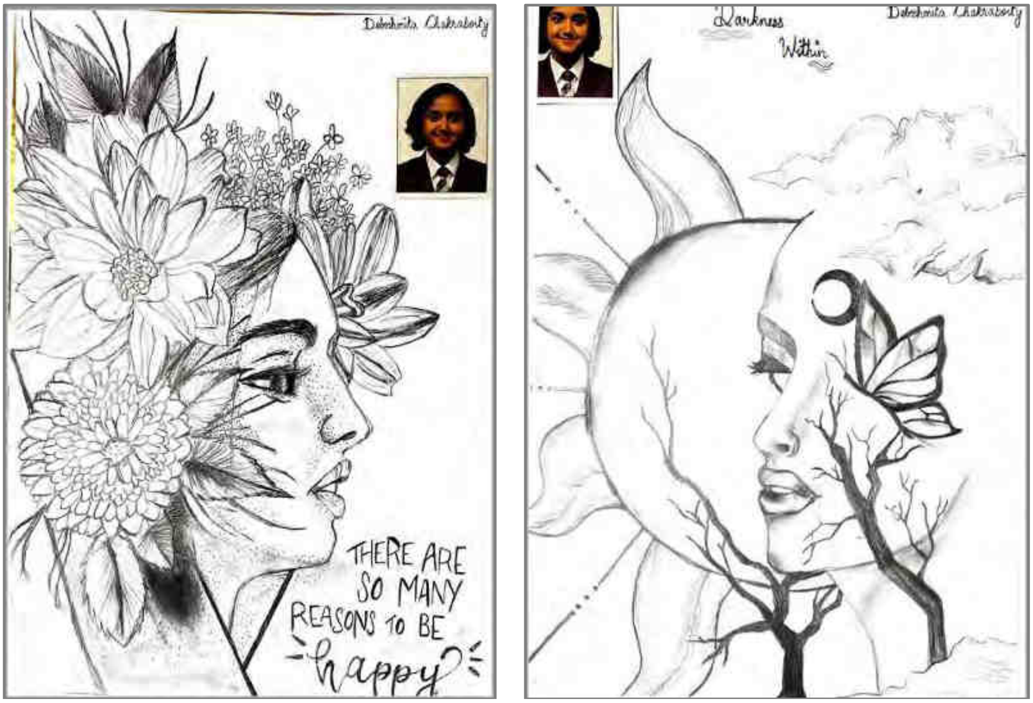
Debshmita Chakraborty
THERE ARE SO MANY REASONS TO BE happy
Darkness Within
Debshmita Chakraborty

শিল্পী: দেবস্মিতা চক্রবর্তী

সম্পাদকীয়

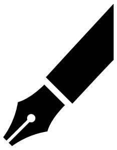

'আমাদের কথা' - এর এই সংস্করণটি একটু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কাতারের এবং কাতারে বসবাসকারী সকল বাঙালীদের জন্যে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের দলিল। একধারে আমরা, বঙ্গীয় পরিষদ কাতার যেমন আমাদের ২৫ বছর পূর্ণ করলাম, তেমনি সকল বিশ্ববাসী দেখলেন এক অভূতপূর্ব ফুটবল মহামেলা, আমাদেরই এই কাতারে। এই মিলনমেলায় আমরা দেখা পেলাম কত আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন, কিংবা তৈরী করলাম নতুন বন্ধু... নতুন বন্ধুরা কেউ বা জাপান, কেউ বা আর্জেন্টিনা নয়তো ক্রোয়েশিয়া বা মরক্কোর। তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চললাম ট্রেনে-বাসে-মাঠে-স্টেডিয়ামে, গুনগুনিয়ে উঠলাম...

"Look who we are, we are the dreamers
We make it happen, 'cause we believe it
Look who we are, we are the dreamers
We make it happen 'cause we can see it"

এই ফুটবল বিশ্বকাপ যেন আমাদের খুব কাছের, এর স্বপ্ন যেন আমাদের স্বপ্ন, এর অঙ্গীকার আমাদের অঙ্গীকার; এর পরিশ্রম, নিন্দা, গ্লানি, অহংকার সবটাই... সবটাই আমাদের। এ যেন আমরাই বিশ্ববাসীকে কাছে প্রমাণ করে দিয়েছি স্বপ্নকে বিশ্বাস করে তাকে রূপায়ণ করতে আমরাই পারি।

কাতারের বিশ্বকাপ সত্যি এক নতুন যুগের সূচনা করলো... এ প্রমাণ করে দিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা সকলেরই ওপরে বিরাজ করে মনুষত্ব। তার সাথে ভালোবাসা, পরিশ্রম, ইচ্ছে - এর সম্মিলিত শক্তি মানব সভ্যতাকে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৈরী। এই বিষয়ে বিখ্যাত বাঙালী দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ সীল মহাশয়ের বক্তব্য বিশেষত প্রাসঙ্গিক:

"We are assisting at a solemn function, the conferring of a new charter, the charter of the modern conscience, on each race and nation as a member of the world-system.... From this watch-tower of Humanity, we seem to hear the measureless tread of generations behind and before, to witness the universal march and procession of Humanity, at the opening of a new era... " – Keynote speech at the first session of the First Universal Races Congress of 1911 on 26 July 1911 in London

এই বিশ্বকাপ স্পষ্ট করে দেখালো মরক্কোর মতো দেশ অদম্য মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, আর্জেন্টিনার মতো দল হেরে গিয়েও উঠে এসে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে, ফ্রান্স খাদের কিনারা থেকেও ফিরে আসার চেষ্টা করতে পারে, খর্বকায় হয়েও জাপান দীর্ঘদেহী জার্মানী কে হারিয়ে দিতে পারে...এ যেন আমাদেরই জীবন কাহিনী... ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে, সদিচ্ছে নিয়ে, পরিশ্রম করে আমরা ব্যাক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে এগিয়ে চলেছি। আর আমাদের এই যাত্রাপথকে ধরে রাখার প্রয়াস 'আমাদের কথা'-তে।

আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সকল লেখক, লেখিকা, শিল্পীদের, তারা সকল ব্যাস্ততার মধ্যে তাদের লেখা দিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করেছি ২০২২-এর সংস্করণটিকে একটু নতুন চিত্রমন্ডিত-রূপ দিতে। ছবিগুলোর দ্বায়িত্ব একান্তই লেখকের। আমি দাবি করবো না এই সংস্করণ ত্রুটিহীন, কোনো রয়ে যাওয়া ভুল নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

আশা করি এই সংস্করণ আপনাদের ভালো লাগবে; হয়তো রয়ে যাবে আপনাদের লাইব্রেরিতে...হয়তো কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে তাকে; কৌতূহলভরে জানতে পারবে আপনাদের জীবন, আমাদের যাত্রা, বিশ্বকাপের প্রেক্ষাপট... এই আশাতেই তুলে দিচ্ছি 'আমাদের কথা' ২০২২...

- সুমন্ত ঘোষ

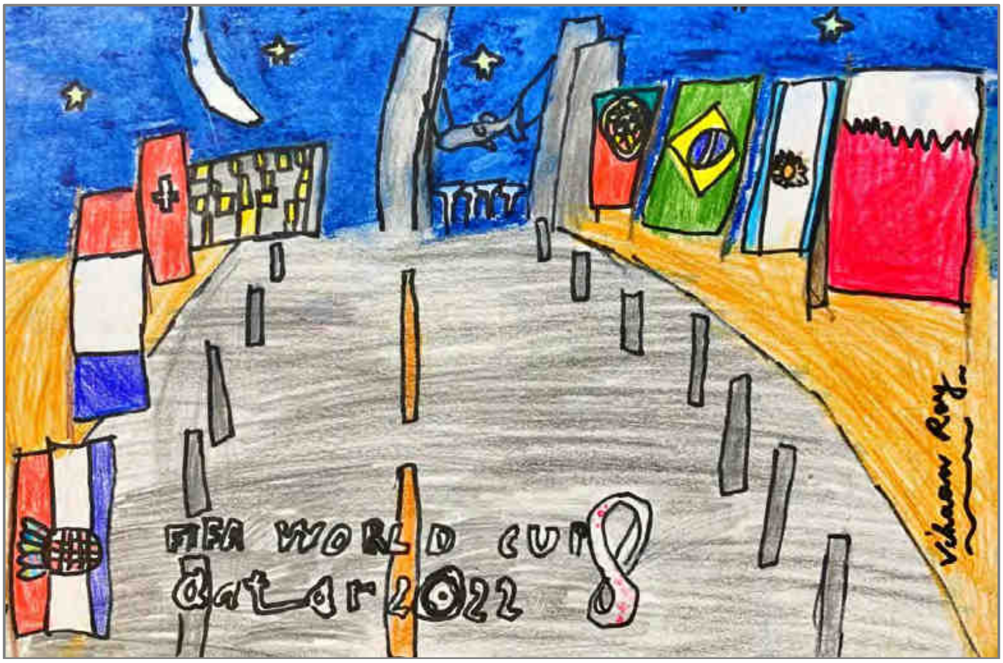
FIFA WORLD CUP
Qatar 2022
Vihaan Roy

শিল্পী: ভিহান রায়

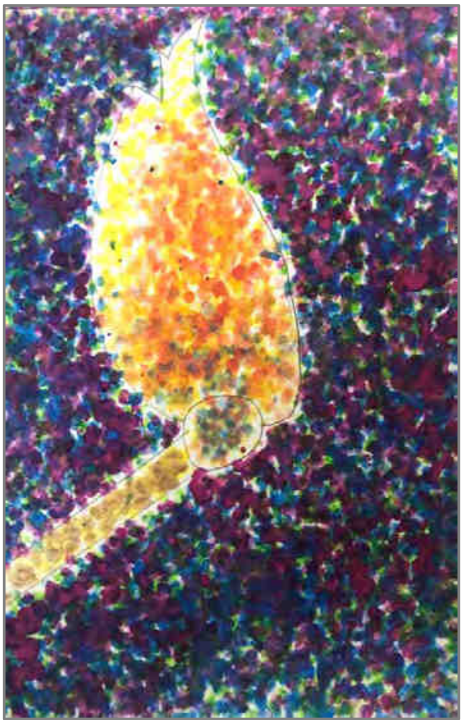

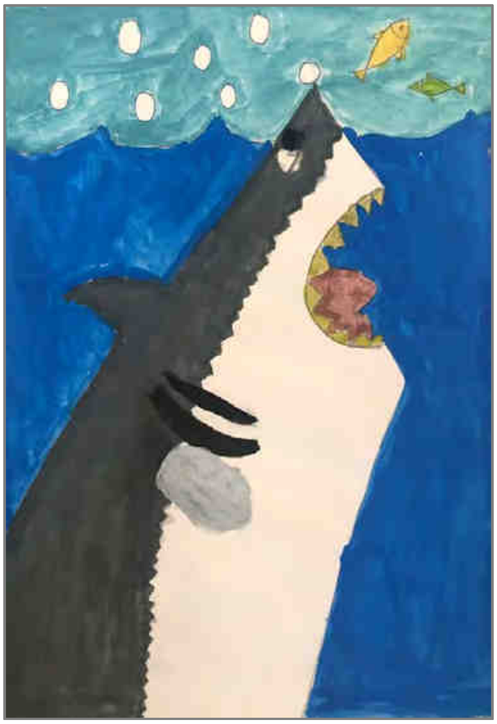

শিল্পী: শ্রীজাত ঘোষ

সূচীপত্র

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার– কার্যনির্বাহী সমিতি ২০২২	১
সভাপতির কলম	৩
সম্পাদকীয়	৫
সূচীপত্র	৭

আত্মকথা

হাত ধরে	কৌশিক মুখার্জী	৯
A Home Away from Home	Gautam Bhattacharyya, Ambassador of Sweden to Qatar, and Dr. Devika Rangachari	১৩
স্মৃতির এক ঝলক	তরুণ চক্রবর্তী	১৫
পরিবর্তন	রিনিকি ঘোষ	১৭
কাতারের সুন্দর সাজ- তখন আর এখন	অনিতা বসু	১৮

বাঙালীর প্রিয় ফুটবল

এক ঝলকে বিশ্বকাপ	শ্রীরূপা মিত্র	১৯
Ignite the Sky! On a High!	Avik Datta Gupta	২২
ভাগ্যবান	রাজা দে	২৫
Witnessing History in the Making : FIFA World Cup 2022, Qatar	Mugdha Roy	২৭
বিশ্বকাপের অনুভূতি	অরূপ কুমার চক্রবর্ত্তী	৩০
FIFA 22 – A World without Border	Soumick Bhattacharya	৩৩
জার্সি নম্বর শূন্য	সৌজন্য বিশ্বাস	৩৫
Football: Truly Unites Everyone	Aeindri Ghosh	৩৮
My FIFA World Cup Experience	Anik Ghosh	৪১
তোমারে সেলাম	সৌম্যা সিকদার	৪৩

দর্শন

কবিতা— পাঠ, আবৃত্তি ও মঞ্চ	তুষার কান্তি মন্ডল	৪৬
The Economic Effects: FIFA World Cup on Qatar	Shreyas Ghosh	৫১
Back to RAAGAS	Suddhosattwa Banerjee	৫৪
What Lessons Can We Learn from a Dictator?	Soumyajit Ghosh	৬১

ভ্রমণ

রক্তমুখে ওরা @ মিকুমি	শিল্পী চক্রবর্তী	৬৭
গোরোনগোরো ক্রেটার	আদৃতা চক্রবর্তী	৬৯

এক ঝলকে ২০২২

সমাজের কল্যাণে...	৭৩
ক্রীড়াঙ্গনে...	৭৪
সংস্কৃতির বন্ধনে...	৭৫
শিরোনামে...	৭৬

চিত্র-শিল্পী

শ্রেয়াস ঘোষ, প্রচ্ছদ
অভ্রনীল সাহা, ১৪

অঙ্কন-শিল্পী

ভিহান রায়, ৬
শ্রীজাত ঘোষ, ৬, ৮
ঋষিকা দাস, ১৬, ৬২
রাভ্যা দে, ১৮, ৫৩
অগস্ত্য নন্দী, ১৮, ৬১
সম্প্রীতি চৌধুরী, ২৪, ৩৪
শ্রীদাত্রী ব্যানার্জী, ৬১, ৬৬
আর্থিত ঘোষ, ৬৩, ৬৪
সানভি শ, ৬৫
প্রত্যুষা ঘোষ, ২
সঞ্জীনা ব্যানার্জী, ৪
দেবস্মিতা চক্রবর্তী, ৪
সুমিতালী বসু ঘোষ, ৫২
সুস্মিতা দাশগুপ্ত, ৪৬, ৪৯, ৫৮

হাত ধরে

কৌশিক মুখার্জী

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার ২৫ বছর ধরে মহিমান্বিত হয়েছে অনেক গুণীজনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় ও পরিশ্রমে। এই পরিষদ পরিচালনায় কার্যকারী সমিতির দান অনন্য। আমরা চেষ্টা করলাম ওনাদের নাম লিপিবদ্ধ রূপে রেখে যেতে।

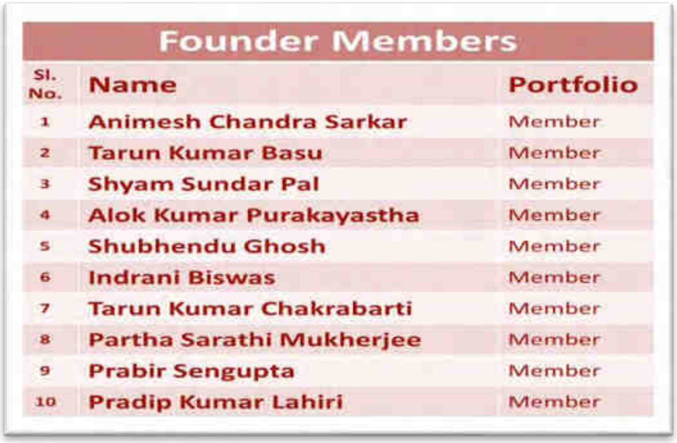

Founder Members

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Animesh Chandra Sarkar	Member
2	Tarun Kumar Basu	Member
3	Shyam Sundar Pal	Member
4	Alok Kumar Purakayastha	Member
5	Shubhendu Ghosh	Member
6	Indrani Biswas	Member
7	Tarun Kumar Chakrabarti	Member
8	Partha Sarathi Mukherjee	Member
9	Prabir Sengupta	Member
10	Pradip Kumar Lahiri	Member

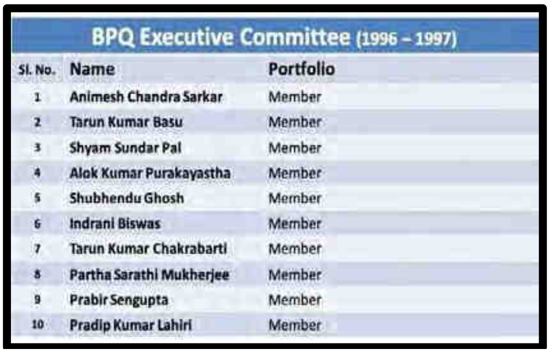

BPQ Executive Committee (1996 – 1997)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Animesh Chandra Sarkar	Member
2	Tarun Kumar Basu	Member
3	Shyam Sundar Pal	Member
4	Alok Kumar Purakayastha	Member
5	Shubhendu Ghosh	Member
6	Indrani Biswas	Member
7	Tarun Kumar Chakrabarti	Member
8	Partha Sarathi Mukherjee	Member
9	Prabir Sengupta	Member
10	Pradip Kumar Lahiri	Member

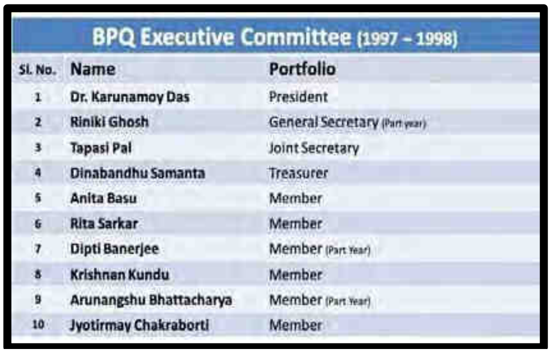

BPQ Executive Committee (1997 – 1998)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Dr. Karunamoy Das	President
2	Riniki Ghosh	General Secretary (Part year)
3	Tapasi Pal	Joint Secretary
4	Dinabandhu Samanta	Treasurer
5	Anita Basu	Member
6	Rita Sarkar	Member
7	Dipti Banerjee	Member (Part Year)
8	Krishnan Kundu	Member
9	Arunangshu Bhattacharya	Member (Part Year)
10	Jyotirmay Chakraborti	Member

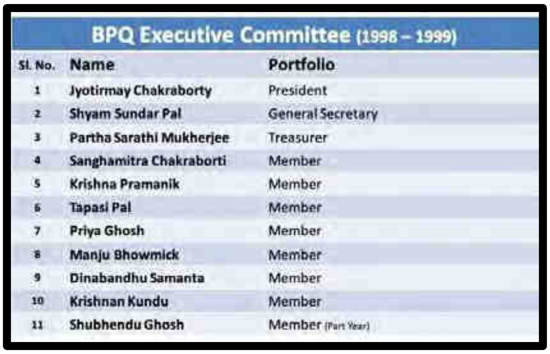

BPQ Executive Committee (1998 – 1999)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Jyotirmay Chakraborty	President
2	Shyam Sundar Pal	General Secretary
3	Partha Sarathi Mukherjee	Treasurer
4	Sanghamitra Chakraborti	Member
5	Krishna Pramanik	Member
6	Tapasi Pal	Member
7	Priya Ghosh	Member
8	Manju Bhowmick	Member
9	Dinabandhu Samanta	Member
10	Krishnan Kundu	Member
11	Shubhendu Ghosh	Member (Part Year)

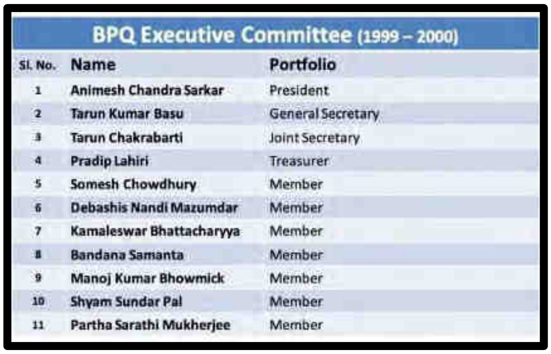

BPQ Executive Committee (1999 – 2000)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Animesh Chandra Sarkar	President
2	Tarun Kumar Basu	General Secretary
3	Tarun Chakrabarti	Joint Secretary
4	Pradip Lahiri	Treasurer
5	Somesh Chowdhury	Member
6	Debashis Nandi Mazumdar	Member
7	Kamaleswar Bhattacharyya	Member
8	Bandana Samanta	Member
9	Manoj Kumar Bhowmick	Member
10	Shyam Sundar Pal	Member
11	Partha Sarathi Mukherjee	Member

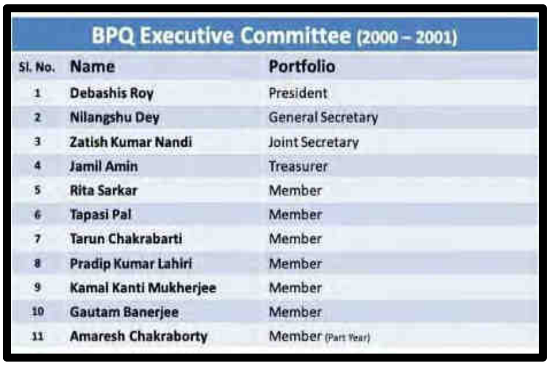

BPQ Executive Committee (2000 – 2001)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Debashis Roy	President
2	Nilangshu Dey	General Secretary
3	Zatish Kumar Nandi	Joint Secretary
4	Jamil Amin	Treasurer
5	Rita Sarkar	Member
6	Tapasi Pal	Member
7	Tarun Chakrabarti	Member
8	Pradip Kumar Lahiri	Member
9	Kamal Kanti Mukherjee	Member
10	Gautam Banerjee	Member
11	Amaresh Chakraborty	Member (Part Year)

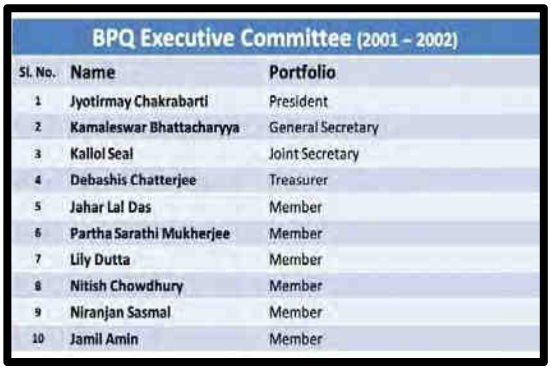

BPQ Executive Committee (2001 – 2002)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Jyotirmay Chakrabarti	President
2	Kamaleswar Bhattacharyya	General Secretary
3	Kallol Seal	Joint Secretary
4	Debashis Chatterjee	Treasurer
5	Jahar Lal Das	Member
6	Partha Sarathi Mukherjee	Member
7	Lily Dutta	Member
8	Nitish Chowdhury	Member
9	Niranjan Sasmal	Member
10	Jamil Amin	Member

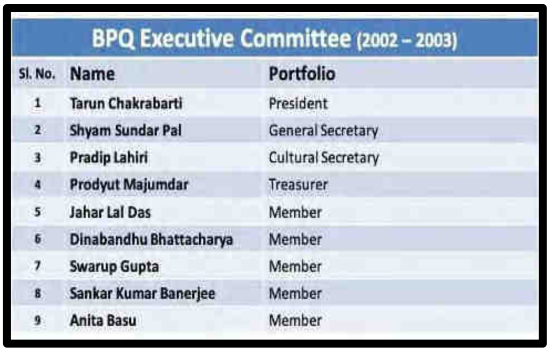

BPQ Executive Committee (2002 – 2003)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Tarun Chakrabarti	President
2	Shyam Sundar Pal	General Secretary
3	Pradip Lahiri	Cultural Secretary
4	Prodyut Majumdar	Treasurer
5	Jahar Lal Das	Member
6	Dinabandhu Bhattacharya	Member
7	Swarup Gupta	Member
8	Sankar Kumar Banerjee	Member
9	Anita Basu	Member

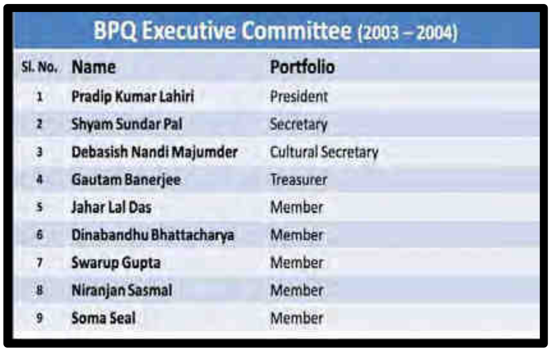

BPQ Executive Committee (2003 – 2004)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Pradip Kumar Lahiri	President
2	Shyam Sundar Pal	Secretary
3	Debasish Nandi Majumder	Cultural Secretary
4	Gautam Banerjee	Treasurer
5	Jahar Lal Das	Member
6	Dinabandhu Bhattacharya	Member
7	Swarup Gupta	Member
8	Niranjan Sasmal	Member
9	Soma Seal	Member

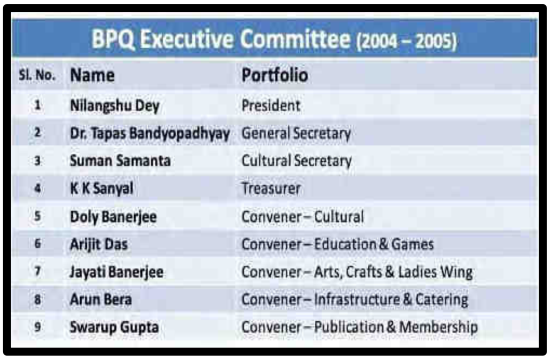

BPQ Executive Committee (2004 – 2005)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Nilangshu Dey	President
2	Dr. Tapas Bandyopadhyay	General Secretary
3	Suman Samanta	Cultural Secretary
4	K K Sanyal	Treasurer
5	Doly Banerjee	Convener – Cultural
6	Arijit Das	Convener – Education & Games
7	Jayati Banerjee	Convener – Arts, Crafts & Ladies Wing
8	Arun Bera	Convener – Infrastructure & Catering
9	Swarup Gupta	Convener – Publication & Membership

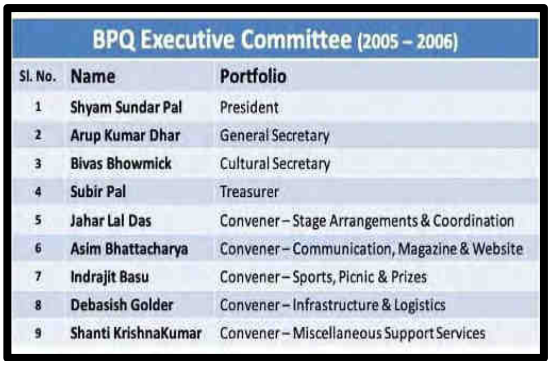

BPQ Executive Committee (2005 – 2006)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Shyam Sundar Pal	President
2	Arup Kumar Dhar	General Secretary
3	Bivas Bhowmick	Cultural Secretary
4	Subir Pal	Treasurer
5	Jahar Lal Das	Convener – Stage Arrangements & Coordination
6	Asim Bhattacharya	Convener – Communication, Magazine & Website
7	Indrajit Basu	Convener – Sports, Picnic & Prizes
8	Debasish Golder	Convener – Infrastructure & Logistics
9	Shanti KrishnaKumar	Convener – Miscellaneous Support Services

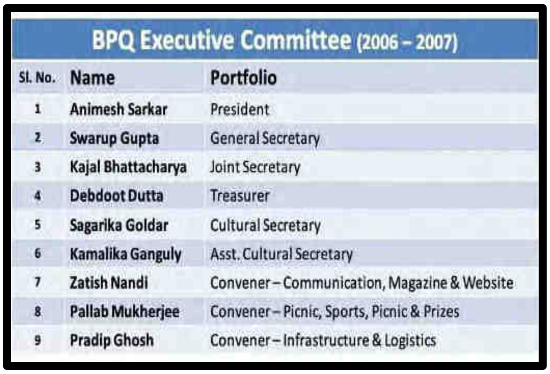

BPQ Executive Committee (2006 – 2007)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Animesh Sarkar	President
2	Swarup Gupta	General Secretary
3	Kajal Bhattacharya	Joint Secretary
4	Debdoot Dutta	Treasurer
5	Sagarika Goldar	Cultural Secretary
6	Kamalika Ganguly	Asst. Cultural Secretary
7	Zatish Nandi	Convener – Communication, Magazine & Website
8	Pallab Mukherjee	Convener – Picnic, Sports, Picnic & Prizes
9	Pradip Ghosh	Convener – Infrastructure & Logistics

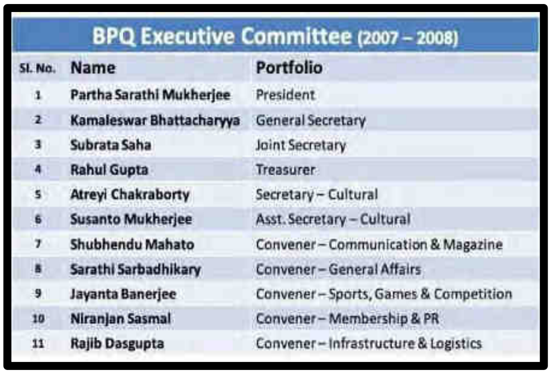

BPQ Executive Committee (2007 – 2008)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Partha Sarathi Mukherjee	President
2	Kamaleswar Bhattacharyya	General Secretary
3	Subrata Saha	Joint Secretary
4	Rahul Gupta	Treasurer
5	Atreyi Chakraborty	Secretary – Cultural
6	Susanto Mukherjee	Asst. Secretary – Cultural
7	Shubhendu Mahato	Convener – Communication & Magazine
8	Sarathi Sarbadhikary	Convener – General Affairs
9	Jayanta Banerjee	Convener – Sports, Games & Competition
10	Niranjan Sasmal	Convener – Membership & PR
11	Rajib Dasgupta	Convener – Infrastructure & Logistics

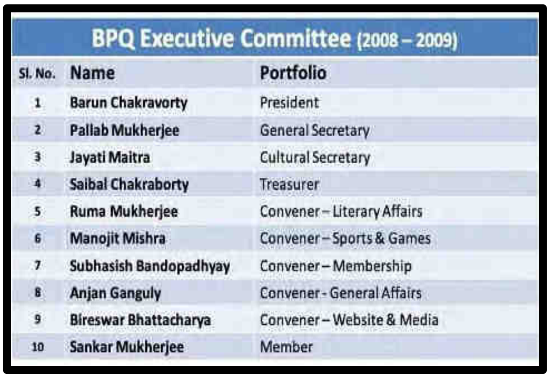

BPQ Executive Committee (2008 – 2009)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Barun Chakravorty	President
2	Pallab Mukherjee	General Secretary
3	Jayati Maitra	Cultural Secretary
4	Saibal Chakraborty	Treasurer
5	Ruma Mukherjee	Convener – Literary Affairs
6	Manojit Mishra	Convener – Sports & Games
7	Subhasish Bandopadhyay	Convener – Membership
8	Anjan Ganguly	Convener - General Affairs
9	Bireswar Bhattacharya	Convener – Website & Media
10	Sankar Mukherjee	Member

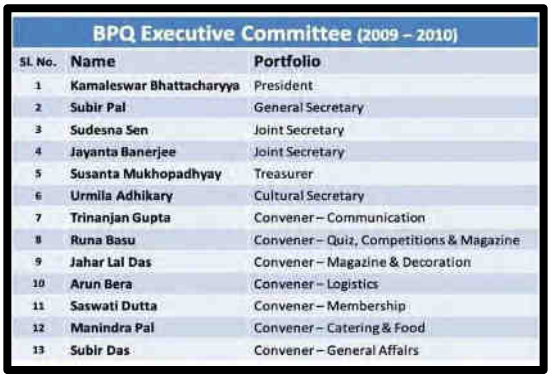

BPQ Executive Committee (2009 – 2010)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Kamaleswar Bhattacharyya	President
2	Subir Pal	General Secretary
3	Sudesna Sen	Joint Secretary
4	Jayanta Banerjee	Joint Secretary
5	Susanta Mukhopadhyay	Treasurer
6	Urmila Adhikary	Cultural Secretary
7	Trinanjan Gupta	Convener – Communication
8	Runa Basu	Convener – Quiz, Competitions & Magazine
9	Jahar Lal Das	Convener – Magazine & Decoration
10	Arun Bera	Convener – Logistics
11	Saswati Dutta	Convener – Membership
12	Manindra Pal	Convener – Catering & Food
13	Subir Das	Convener – General Affairs

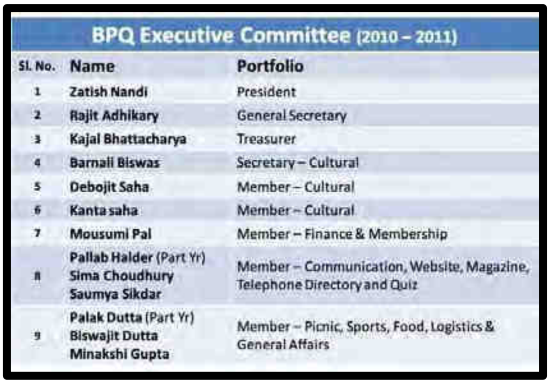

BPQ Executive Committee (2010 – 2011)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Zatish Nandi	President
2	Rajit Adhikary	General Secretary
3	Kajal Bhattacharya	Treasurer
4	Barnali Biswas	Secretary – Cultural
5	Debojit Saha	Member – Cultural
6	Kanta saha	Member – Cultural
7	Mousumi Pal	Member – Finance & Membership
8	Pallab Halder (Part Yr) Sima Choudhury Saumya Sikdar	Member – Communication, Website, Magazine, Telephone Directory and Quiz
9	Palak Dutta (Part Yr) Biswajit Dutta Minakshi Gupta	Member – Picnic, Sports, Food, Logistics & General Affairs

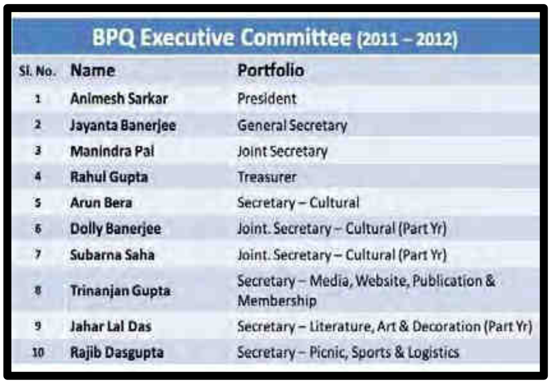

BPQ Executive Committee (2011 – 2012)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Animesh Sarkar	President
2	Jayanta Banerjee	General Secretary
3	Manindra Pal	Joint Secretary
4	Rahul Gupta	Treasurer
5	Arun Bera	Secretary – Cultural
6	Dolly Banerjee	Joint. Secretary – Cultural (Part Yr)
7	Subarna Saha	Joint. Secretary – Cultural (Part Yr)
8	Trinanjan Gupta	Secretary – Media, Website, Publication & Membership
9	Jahar Lal Das	Secretary – Literature, Art & Decoration (Part Yr)
10	Rajib Dasgupta	Secretary – Picnic, Sports & Logistics

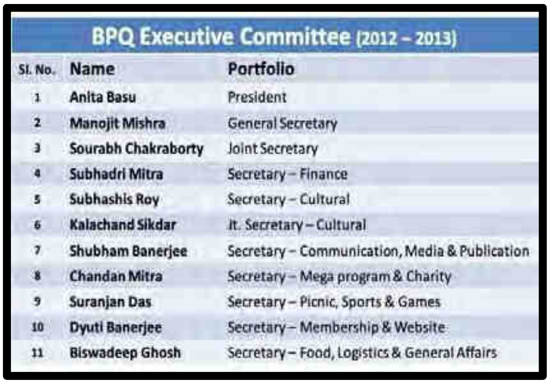

BPQ Executive Committee (2012 – 2013)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Anita Basu	President
2	Manojit Mishra	General Secretary
3	Sourabh Chakraborty	Joint Secretary
4	Subhadri Mitra	Secretary – Finance
5	Subhashis Roy	Secretary – Cultural
6	Kalachand Sikdar	Jt. Secretary – Cultural
7	Shubham Banerjee	Secretary – Communication, Media & Publication
8	Chandan Mitra	Secretary – Mega program & Charity
9	Suranjan Das	Secretary – Picnic, Sports & Games
10	Dyuti Banerjee	Secretary – Membership & Website
11	Biswadeep Ghosh	Secretary – Food, Logistics & General Affairs

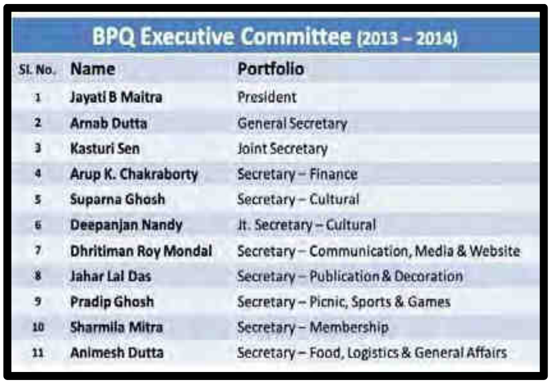

BPQ Executive Committee (2013 – 2014)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Jayati B Maitra	President
2	Arnab Dutta	General Secretary
3	Kasturi Sen	Joint Secretary
4	Arup K. Chakraborty	Secretary – Finance
5	Suparna Ghosh	Secretary – Cultural
6	Deepanjan Nandy	Jt. Secretary – Cultural
7	Dhritiman Roy Mondal	Secretary – Communication, Media & Website
8	Jahar Lal Das	Secretary – Publication & Decoration
9	Pradip Ghosh	Secretary – Picnic, Sports & Games
10	Sharmila Mitra	Secretary – Membership
11	Animesh Dutta	Secretary – Food, Logistics & General Affairs

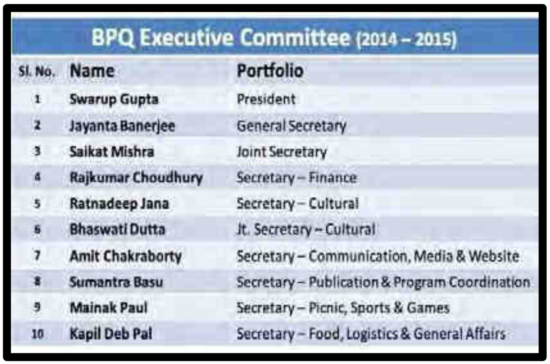

BPQ Executive Committee (2014 – 2015)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Swarup Gupta	President
2	Jayanta Banerjee	General Secretary
3	Saikat Mishra	Joint Secretary
4	Rajkumar Choudhury	Secretary – Finance
5	Ratnadeep Jana	Secretary – Cultural
6	Bhaswati Dutta	Jt. Secretary – Cultural
7	Amit Chakraborty	Secretary – Communication, Media & Website
8	Sumantra Basu	Secretary – Publication & Program Coordination
9	Mainak Paul	Secretary – Picnic, Sports & Games
10	Kapil Deb Pal	Secretary – Food, Logistics & General Affairs

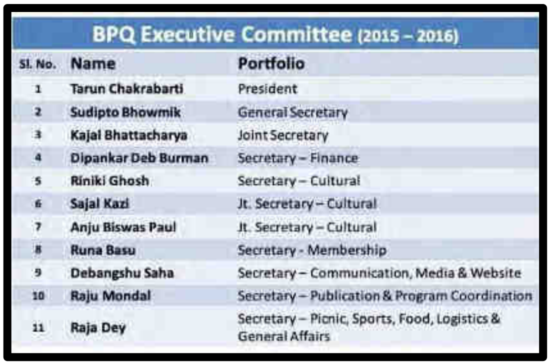

BPQ Executive Committee (2015 – 2016)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Tarun Chakrabarti	President
2	Sudipto Bhowmik	General Secretary
3	Kajal Bhattacharya	Joint Secretary
4	Dipankar Deb Burman	Secretary – Finance
5	Riniki Ghosh	Secretary – Cultural
6	Sajal Kazi	Jt. Secretary – Cultural
7	Anju Biswas Paul	Jt. Secretary – Cultural
8	Runa Basu	Secretary - Membership
9	Debangshu Saha	Secretary – Communication, Media & Website
10	Raju Mondal	Secretary – Publication & Program Coordination
11	Raja Dey	Secretary – Picnic, Sports, Food, Logistics & General Affairs

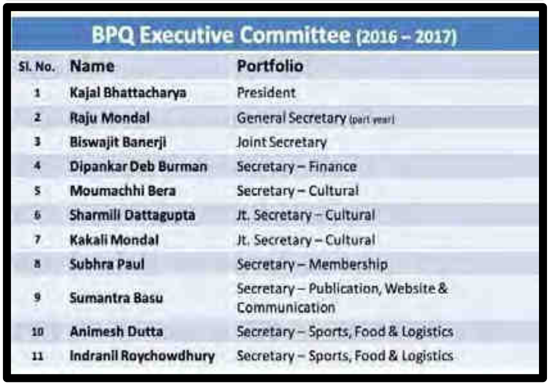

BPQ Executive Committee (2016 – 2017)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Kajal Bhattacharya	President
2	Raju Mondal	General Secretary (part year)
3	Biswajit Banerji	Joint Secretary
4	Dipankar Deb Burman	Secretary – Finance
5	Moumachhi Bera	Secretary – Cultural
6	Sharmili Dattagupta	Jt. Secretary – Cultural
7	Kakali Mondal	Jt. Secretary – Cultural
8	Subhra Paul	Secretary – Membership
9	Sumantra Basu	Secretary – Publication, Website & Communication
10	Animesh Dutta	Secretary – Sports, Food & Logistics
11	Indranil Roychowdhury	Secretary – Sports, Food & Logistics

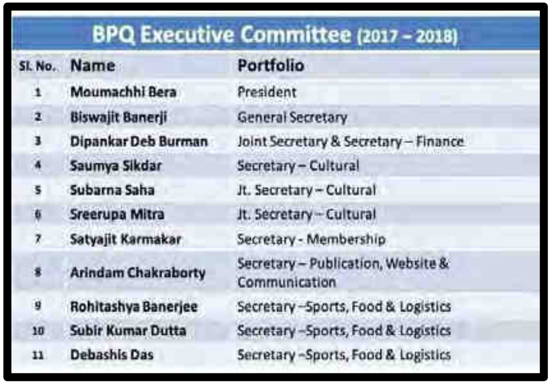

BPQ Executive Committee (2017 – 2018)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Moumachhi Bera	President
2	Biswajit Banerji	General Secretary
3	Dipankar Deb Burman	Joint Secretary & Secretary – Finance
4	Saumya Sikdar	Secretary – Cultural
5	Subarna Saha	Jt. Secretary – Cultural
6	Sreerupa Mitra	Jt. Secretary – Cultural
7	Satyajit Karmakar	Secretary - Membership
8	Arindam Chakraborty	Secretary – Publication, Website & Communication
9	Rohitashya Banerjee	Secretary –Sports, Food & Logistics
10	Subir Kumar Dutta	Secretary –Sports, Food & Logistics
11	Debashis Das	Secretary –Sports, Food & Logistics

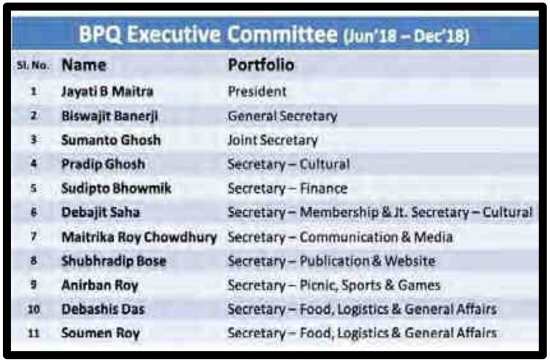

BPQ Executive Committee (Jun'18 – Dec'18)

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Jayati B Maitra	President
2	Biswajit Banerji	General Secretary
3	Sumanto Ghosh	Joint Secretary
4	Pradip Ghosh	Secretary – Cultural
5	Sudipto Bhowmik	Secretary – Finance
6	Debajit Saha	Secretary – Membership & Jt. Secretary – Cultural
7	Maitrika Roy Chowdhury	Secretary – Communication & Media
8	Shubhradip Bose	Secretary – Publication & Website
9	Anirban Roy	Secretary – Picnic, Sports & Games
10	Debashis Das	Secretary – Food, Logistics & General Affairs
11	Soumen Roy	Secretary – Food, Logistics & General Affairs

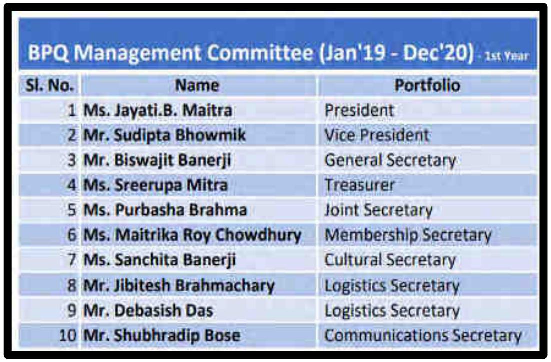

BPQ Management Committee (Jan'19 - Dec'20) - 1st Year

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Ms. Jayati.B. Maitra	President
2	Mr. Sudipta Bhowmik	Vice President
3	Mr. Biswajit Banerji	General Secretary
4	Ms. Sreerupa Mitra	Treasurer
5	Ms. Purbasha Brahma	Joint Secretary
6	Ms. Maitrika Roy Chowdhury	Membership Secretary
7	Ms. Sanchita Banerji	Cultural Secretary
8	Mr. Jibitesh Brahmachary	Logistics Secretary
9	Mr. Debasish Das	Logistics Secretary
10	Mr. Shubhradip Bose	Communications Secretary

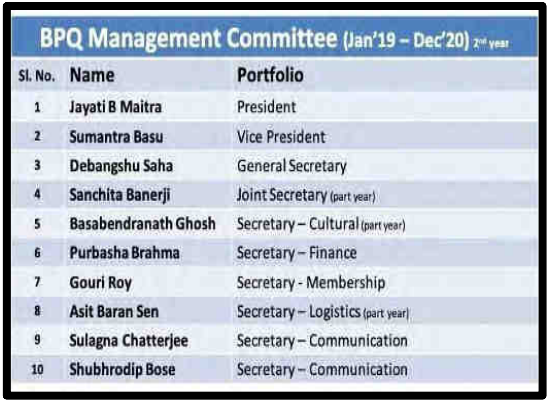

BPQ Management Committee (Jan'19 – Dec'20) 2nd year

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Jayati B Maitra	President
2	Sumantra Basu	Vice President
3	Debangshu Saha	General Secretary
4	Sanchita Banerji	Joint Secretary (part year)
5	Basabendranath Ghosh	Secretary – Cultural (part year)
6	Purbasha Brahma	Secretary – Finance
7	Gouri Roy	Secretary - Membership
8	Asit Baran Sen	Secretary – Logistics (part year)
9	Sulagna Chatterjee	Secretary – Communication
10	Shubhrodip Bose	Secretary – Communication

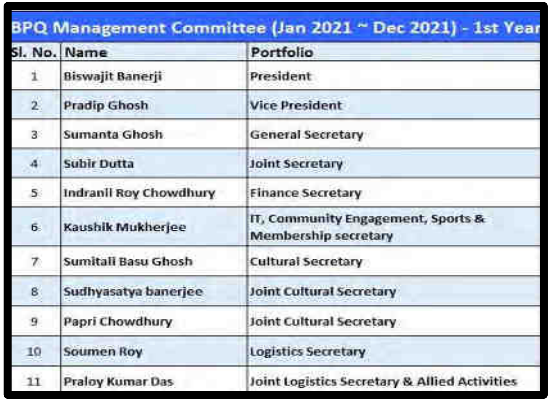

BPQ Management Committee (Jan 2021 ~ Dec 2021) - 1st Year

Sl. No.	Name	Portfolio
1	Biswajit Banerji	President
2	Pradip Ghosh	Vice President
3	Sumanta Ghosh	General Secretary
4	Subir Dutta	Joint Secretary
5	Indranil Roy Chowdhury	Finance Secretary
6	Kaushik Mukherjee	IT, Community Engagement, Sports & Membership secretary
7	Sumitali Basu Ghosh	Cultural Secretary
8	Sudhyasatya banerjee	Joint Cultural Secretary
9	Papri Chowdhury	Joint Cultural Secretary
10	Soumen Roy	Logistics Secretary
11	Praloy Kumar Das	Joint Logistics Secretary & Allied Activities

A Home Away from Home

Gautam Bhattacharyya, Ambassador of Sweden to Qatar, and Dr. Devika Rangachari

We have now been in Doha for four months. It has been a very intense period, with the FIFA World Cup naturally dominating our lives, framing our initial time here with anticipation and celebration. For a month, it seemed the whole universe had zoomed in on Qatar! As we move on to a new year, it is but natural to reflect upon our first impressions, and also on life ahead, post the World Cup zing!

For a diplomat, moving between countries and continents is a natural part of the job. Our own experience includes a posting in Chile and two postings in Delhi. In my case, coming from a Bengali immigrant background in Sweden, straddling different and distinct cultures, languages and religions has been part of my life since childhood. When coming to a new place, one immediately starts negotiating unknown ways of living and looking for like-minded people to form a bond with.

The fact of the matter is that Qatar is quite unlike any other society that we are familiar with, whether Sweden or India. One of the most striking features is that our social life is mostly contained within the expatriate communities – whether Westerners or Indians. At work and at home, from morning till evening, most of the people we interact with are non-Qataris. It is, therefore, but natural to seek out those of our cultural affinity.

One of our first encounters with community life here was through the Bangiya Parishad of Qatar. We were fortunate to have been invited in the very first week of our stay to a cultural event and it ended up being one of our most memorable evenings so far in Doha. The warmth and friendliness with which we were instantly enveloped went a long way towards making us feel at home in what is, after all, an alien land. We have been back, thereafter, to attend other BPQ and ICC events, notably the Deepavali musical extravaganza as well as the Bong Shuttlers badminton tournament, all of which were memorable in their own way.

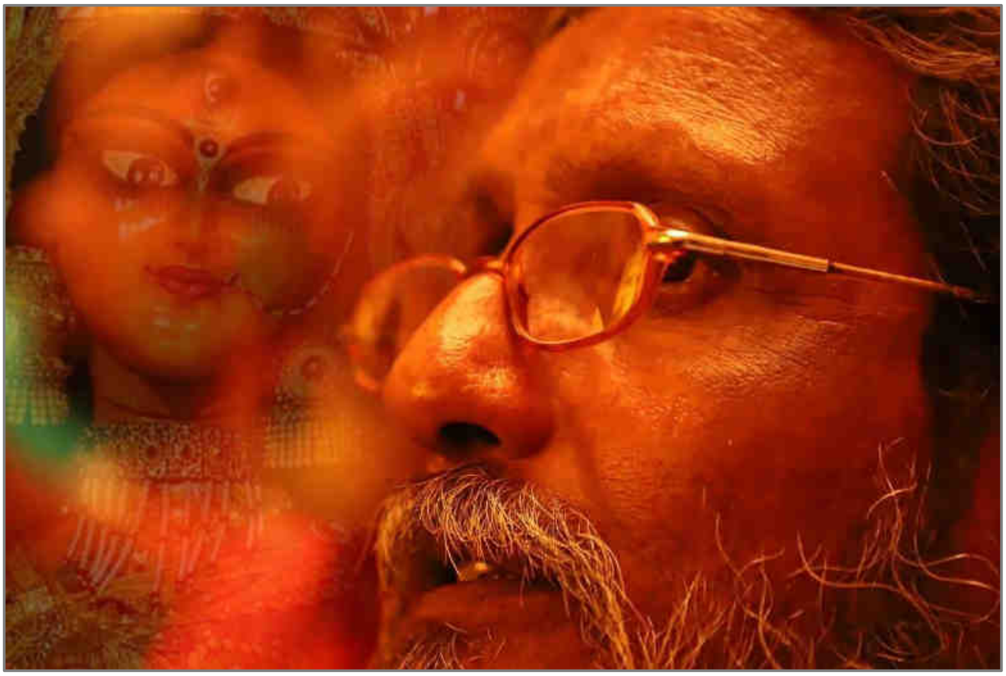

চিত্র-শিল্পী : অভ্রনীল সাহা

For us, hailing from different parts of India and also from two different countries, it is striking how naturally and seamlessly the BPQ families have embraced their situation, adapted to the new environment and readily welcome others into their midst. It is no easy task to grow roots in a new land and form a strong sense of culture and community, given that Qatar is not a permanent destination for immigrants. At one point, whether after five, ten or twenty-five years, most immigrants to Qatar eventually go back to their countries of origin or move on to places that allow permanent settlement. It has been quite fascinating to hear personal accounts of people who have seen the transformation of Doha and Qatar over the years, who have seen their children born and brought up in this country but to have eventually moved on for higher studies in India or elsewhere.

Perhaps it is this sense of impermanence that brings us together so strongly – we all know that we will eventually disperse into different corners of the world yet we have this precious bond of togetherness and shared Bengali culture that will always represent a home away from home - for you and us alike.

Wishing all BPQ members a very Happy 2023!

স্মৃতির এক ঝলক

তরুণ চক্রবর্তী

পুরানো স্মৃতি থেকে কিছু লেখার অনুরোধ পেয়ে লিখতে গিয়ে বিবর্ণ লাগছে অনেক কিছু। ৮/৯ বছর আগে ফিরে দেখাতে শ্রদ্ধেয় অনিমেষ সরকারদার বৃস্তিত স্মৃতিচারণ মানে পড়ছে এখন। প্রায় চার দশকের কাতারের পাইতারি গুটিয়ে দেশে এলেও অনেক মধুর স্মৃতি এখনো আমাদের মনে। চোখের সামনে CITY IN MAKING নয় COUNTRY IN MAKING দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। এটা একটা বিশেষ প্রাপ্তি।

১৯৮২ তে ছোটখাটো এয়ারপোর্টে নেমে কিছুটা আশাহত হলেও ভালো লেগেছিলো কয়েক মাসের মধ্যে ওখানের বেশ কিছু বাঙালি পরিবারের সাথে পরিচিত হয়ে। দুর্গাপূজার আগে চাকরিতে যোগ দিতে এসে দেশে ঘনিষ্ঠদের যখন খুব মিস করছিলাম, তখন হটাৎ করে লক্ষী পূজার দিন সুযোগ এল প্রবীর সেনগুপ্তদার বাড়িতে অনেক বাঙালি পরিবারের সাথে পরিচিত হওয়ার। ৩৫-৪০ টা বাঙালি পরিবার ছিলেন তখন এদেশে। বেশিরভাগ থাকতেন মিসাইদ অঞ্চলে। প্রকাশ্যে কোনো অনুষ্ঠান ও পূজার্চনা নিষিদ্ধ ছিল। বড় অনুষ্ঠানের জন্য সরকারি অনুমতির প্রয়োজন হত। অবশ্য ভারতীয় দূতাবাসের ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান হত কোনো বড় হোটেলের অডিটোরিয়ামে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলায় কিছু প্রোগ্রাম হত তাতে। দুর্গাপূজার সময় মিসাইদ ক্লাবে বিচিত্রা অনুষ্ঠান ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্তা থাকতো, কোনো রকম আইন বাঁচিয়ে। স্বভাবতই সকালের মধ্যে সংগঠন তৈরির একটা অদম্য ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। আমেরিকা ও ফ্রান্সের কালচারাল উইং ছিল দূতাবাসের অঙ্গ হিসাবে।

এরই মাঝে ১৯৯১ তে তৎকালীন রাষ্ট্রদূতের প্রচেষ্টায় INSTITUTE OF ENGINEERS এর QATAR CHAPTER প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলাম আমরা। তারপরে ১৯৯৪ সালে শুরু হলো বঙ্গীয় পরিষদ কাতার, যা ১৯৯৬ তে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারের ছত্রছায়ায় এল আইনানুগভাবে। তারপরের সবটাই ইতিহাস। সকালের প্রচেষ্টায় আজ নুতন মাত্রায় পৌঁছে গেছে আমাদের বঙ্গীয় পরিষদ। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের পর পর তিন বছর দূর্গা পূজার কথা না লিখলে বৃত্তটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে. আডবাণীর দোহা সফরের সময় ভারতীয় হিন্দুদের জন্য প্রেয়ার হলের অনুমতি দেন কর্তৃপক্ষ। সেই সুযোগ নিয়ে আমরা পুরোদস্তুর পুরোহিত দিয়ে পূজা করাতে পেরেছিলাম। এক বছর কলকাতা থেকে অভিজ্ঞ পুরোহিত ও আনা হয়েছিল। আনা হয়েছিল ফাইবার গ্লাসের প্রতিমা ও। প্রতিদিন ফুল/বেলপাতা ইত্যাদি আনা হত দেশ থেকে। রীতিমতো সংকল্প করে, চন্ডীপাঠ ও ভোগ ইত্যাদি সহ পূজা হয়েছিল আমাদের। সে ছিল যেন এক পারিবারিক পূজা।

এবার আমি তখনকার দেখা কাতারের কথায় , আজকের কাতারে বসে ৪০ বছর আগের কাতারের ছবিটা ভাবাও কঠিন। গত প্রায় এক দশকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে দেশটা। এটা প্রধানত আগের আমীর ও বর্তমান আমীরের দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনার ফলশ্রুতি।

তার ও আগে যখন খনিজ তেলের সন্ধান মিলেছে , তখনকার কাতারের সামাজিক ছবি পেয়েছিলাম এক সহকর্মী প্রয়াতঃ সাদ রশিদ আল কুয়ারির কাছ থেকে। ওর আদি বাড়ি ছিলো আল ঘড়িয়ার কাছাকাছি।ওর সাথে যাতায়াতের সুবাদে জেনেছিলাম অনেককিছু।

শিল্পী: ঋষিকা দাস

কাতারের আদি বাসিন্দারা প্রধানতঃ সেটেল করেছিল দোহার আশেপাশে যতটা, তার থেকে বেশি কাতারের উত্তর দিকে। কারণ ছিল কিছু মিষ্টি জলের প্রাপ্তি ও মরু গাছপালার অস্তিত্ব। সাদের কথায় আল সামালের কাছাকাছি একটা ক্যানেল ও ছিল , যা এখন শুকিয়ে গেছে। সমুদ্রের মাছ ও মুক্তোর ঝিনুক সংগ্রহ ছিল প্রধান আয়ের উৎস। বেশিরভাগ সেটেলমেন্ট সমুদ্রের কাছাকাছি ছিল। যাতায়াতের জন্য উটের উপর নির্ভর করতে হত। আল থানি পরিবার ছাড়াও কয়েকজন শেখের অবশ্য গাড়ি ছিল।

আমার সহকর্মীর আদি বাড়ি ওরা টিকিয়ে রেখেছে আজ ও। বাড়িটা অনেকটাই আমাদের গ্রামের মাটির বাড়ির মতো। তখন ছিল খেজুর ও সমগোত্রীয় পাতার ছাউনি। সপ্তাহান্তে সপরিবারে ওরা দুদিন কাটিয়ে আসতো ঐ বাড়িতে। বাড়ির কাছেই ওদের পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থল। আর একটু দূরে ছোট একটা মসজিদ। ওটা নাকি ওর বাবার প্রতিষ্ঠিত। ঘরের মধ্যে খুব সাধারণ আসবাবপত্র। একটা কাঠের সিন্দুক দেখালো যাতে ওর মা জামা কাপড় রাখতেন। নিজ হাতে সেলাই/রিপু করার খ্যাতি ছিল তাঁর। ওর কাছ থেকে শুনলাম ভারত থেকে আসা জাহাজের অপেক্ষায় ওরা দিন গুনতো। সংগ্রহ করা মুক্তো ও শুটকি মাছ ইত্যাদির খদ্দের ছিল ওই জাহাজের ব্যবসায়ীরা। সেই সঙ্গে চাউল /গম বা তেল ইত্যাদি পাওয়া যেত সেসব জাহাজ থেকে।

পুরুষানুক্রমে ওরা ছিল PEARL DIVER । PEARL DIVING এর খুঁটিনাটি জেনেছিলাম ওর থেকে, সেসঙ্গে মহাজনদের কাছে মুক্তো বিক্রির পদ্ধতিও। ওর ছেলেবেলাতেই দুখানা অয়েল ওয়েলের কমার্শিয়াল অপারেশন শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সাহেবরা লোকাল ইয়ং ছেলেদের ট্রেনিং দিয়ে ছোট খাটো টেকনিক্যাল কাজে লাগাতেন। সাদ রাশিদ আল কুয়ারি প্রাথমিক ভাবে এই রকম একটা কাজের সুযোগ পায় ও জীবনধারা বদলে ফেলে। সে এক অন্য কাহিনী।

ছেলেবেলায় কি কষ্টের জীবন ওদের কাটাতে হয়েছে , আজকের দিনে ভাবা সত্যিই মুশকিল। সকলের বাড়িতে ছাগল/ভেড়া রাখতে হত , দুধ ও মাংসের জন্য। বাড়িতে অতিথি এলে তাদের আপ্যায়নের জন্য কোনো এক পালিত পশুর জবাই হতো।

ছোটদের কাছে যা ছিল খুব কষ্টের। কথাগুলো বলতে গিয়ে ওর গলা ধরে আসছিলো। খনিজ তেল প্রাপ্তির পরে বিশাল প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার কাতারে নুতন যুগের সূচনা করলো। আমরা দেখলাম নুতন এক কাতারকে ।।

পরিবর্তন

রিনিকি ঘোষ

আজ জটিলতা পূর্ণ জীবনে...
যা কিছু পুরাতন,তাই নাকি এন্টিক্।
ব্যস্ততাময় রোজনামচায় ভাবনার
স্থান স্বল্প পরিসর।
পরিবর্তনের হাওয়ায়...
কল্পনা আজ অকেজো
আসবাব মাত্র।।

হারিয়ে গেছে সব সুক্ষ্ম অনুভূতি,
যাদুঘরে স্থান নিয়েছে চিঠি।
নেই সেই দীর্ঘ মধুর অপেক্ষা,
নেই সেই চিঠি পাওয়ার অস্থিরতা ।
নেই সেই আদরে জড়ানো...
কথার আবেগ,
নেই সেই সুগন্ধী কাগজে...
প্রেমের আবেশ।।

দীর্ঘ পত্রে ছিল প্রাণের পরস,
ছিল হাতের ছোঁয়া।
ছিল চোখের জল আর মনের ভাষা
উজাড় করা ভালোবাসা।
হারিয়ে গেছে প্রিয়জনের প্রিয় পত্র,
যার ছত্রে ছত্রে ছিল...
কত আদেশ -উপদেশ,
যা আজ আধুনিকতার....
প্লাবনে লুপ্তপ্রায়।।

যন্ত্র জীবনে আছে শুধু .....
যান্ত্রিক শুভেচ্ছা বিনিময়।
দু-এক অক্ষরে সারা.... SMS
Whatsapp এ Video call,
বড়োজোর বর্তমান প্রজন্মের....
হাত ধরে লেখা...email
যাতে দরকারি শব্দের সম্ভার !
আবেগ খুঁজে নেওয়ার প্রয়াস মাত্র।।

চিঠি পত্র লুপ্ত আজ...
আধুনিকতার চাপে।
কোথায় সেই স্পর্শকাতর মন...
কোথায় সেই অনুভূতি প্রবণ জীবন !
সে সব আজ অচল পয়সা জমানোর
মতো বিলাসিতা মাত্র।
কোথায় বা সময়,
আবেগকে দেবার প্রশ্রয়....
অনুভূতি ‘র গভীরতাকে খুঁজে
দেখার সময়।।

স্বল্প সময়...স্বল্প কথায়...স্বল্প শব্দে...
মনকে বেঁধে রাখার পূর্ণ প্রচেষ্টা।
ব্যাস্ততাময় জীবনে...
মনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ।
চিঠিপত্র আজ ইতিহাসের...
পাতায় আবদ্ধ ।
উচ্চমানের চিঠি সংগ্রহশালায়
সুসজ্জিত।।

কাতারের সুন্দর সাজ - তখন আর এখন

অনিতা বসু

"৩৫ বছর আগে কর্মসূত্রে যখন আমরা কাতারের মাটিতে পা রাখি, তখন ভাবিনি কাতারে বিশ্বকাপ দেখার সাক্ষী হতে পারব। আমার অবুঝ মনটা সব সময় বলতো, না আমরা দেখবই ফুটবল বিশ্বকাপ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর তোমাদের ভালোবাসা নিয়ে বিশ্বকাপ দেখতে আসতে পেরেছি।

আমি বলতে চাই কিছুই ছিল না কাতারে,কি করে ছোট্ট একটা দেশ এত মহা আয়োজন করলো ওদের দেখে পৃথিবীর সব মানুষের শেখা উচিত ।একতা থাকলে আর পরিশ্রম করলে সব জিনিস সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন করা যায়। একটা ছোট্ট দলকেও বিরাট রূপে গড়ে তোলা যায়। আমাদের কাতারের বঙ্গীয় পরিষদ সেই সার্থক দল । জন্ম থেকে কাতারে আমাদের দুই মেয়েকে বড়ো করে তোলা,কখনো ভাবিনি আমার বড় কন্যা দশ বছর ধরে কাতারের ফুটবলের সাথে জড়িত। এটা আমাদের বিশাল পাওয়া। অনেক কিছু শিখতে পেরেছে। ছোট্ট আমেরিকাতে কর্মসূত্রে অনেক কিছু শিখতে পারছে। আমরা এসে সব কিছু দেখে আপ্লুত।

চলো সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে হাতধরে আমরা আমাদের কাতারের বঙ্গীয় পরিষদের কথা পৃথিবীর সারা প্রান্তে পৌঁছে দি। সবাই কে অনেক ভালোবাসা।"

তোমাদের সবার - অনিতাদি

শিল্পী: রাভ্যা দে

শিল্পী: অগস্ত্য নন্দী

এক ঝলকে বিশ্বকাপ

শ্রীরূপা মিত্র

সমাদৃত এশিয়া

বিশ্বকাপে শেষ হয়ে গেল
এশিয়ার অভিযান...
তবে মুগ্ধ করেছে আরব,
ইরান, কোরিয়া ও জাপান।
বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দেশকে
হারিয়ে দিয়েছে তারা..
জাপানের প্রদর্শন এদের মধ্যে
সবচেয়ে নজরকাড়া।
অনভিজ্ঞতার জন্যই হলো তাদের
ক্রোটদের কাছে হার..
সারা ম্যাচে ভালো খেলেও;
চাপে পড়ে ডোবালো টাইব্রেকার।
অন্য খেলায় কোরীয়দের
হারালো নেইমারের দেশ..
প্রথমার্ধেই ৪ গোল খেয়ে তাদের
প্রত্যাবর্তনের আশা শেষ।
তবুও এই চারটি দেশের খেলা
করেছে হৃদয় স্পর্শ..
আদৌ কখনো এই পর্যায়ে
খেলবে কি ভারতবর্ষ?

বলো বিশ্বকাপের জয়, বলো ফুটবলের জয়...

বাপিদা বনাম কানুদা

চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশের
লড়াই শেষ আটে...
সমর্থকদের জয়োল্লাসে জমজমাট
পরিবেশ আল বায়েতে।
শুরু থেকেই ইংরেজদের রেখেছিল
ফরাসিরা চাপে..
নিরন্তর আক্রমণ শাণাচ্ছিল
গ্রিজম্যান-রাবিও-এমবাপে।
১৭ মিনিটে দূরপাল্লার শটে
চুয়োমেনির গোলটি অনবদ্য...
মনে হচ্ছিল অ্যাস্টেরিক্সের দেশ
আজ হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য।
ধীরে ধীরে ইংরেজরা
হাতে নিল খেলার রাশ...
পেনাল্টি থেকে সমতায়
ফিরিয়ে হ্যারি কেন দিল আশ্বাস।
অলিভার জিহুর দুরন্ত হেডে
ফ্রান্স এগোলো পুনর্বার..
শেষ লগ্নে পেনাল্টির নিদান
দিল রেফারি দেখে VAR।
সম্মুখ সমরে কানুদা
আর তার ক্লাব সতীর্থ গোলকিপার...
তবে চাপের মুখে পারলো না
সে তার দেশকে করতে উদ্ধার।

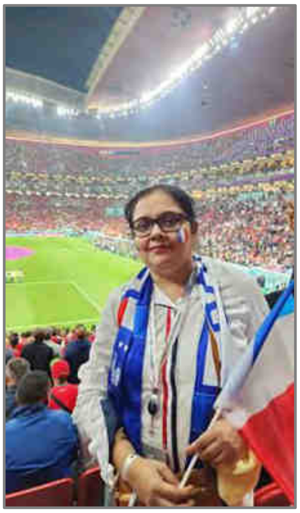

অপ্রতিরোধ্য এই বিশ্বকাপে বাপিদার জয়রথ...
নায়ক থেকে খলনায়ক হয়ে শেষ হল কানুদার যাত্রাপথ।।

বলো বিশ্বকাপের জয়, বলো ফুটবলের জয়...

চমক শেষ ফাইনালে দেশঁ

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফরাসিরা ছিল প্রবল চাপে...
মরক্কো আবার কি চমক দেয় এবারের বিশ্বকাপে।
এপর্যন্ত টুর্নামেন্টে তারাই ছিল অপরাজিত দল..
তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হজম করল প্রথম গোল।
অতঃপর উনাহি-জাইসদের ফরাসি গোলে মুহুর্মুহু আক্রমণ..
কোনাতে-ভারান তৎপর জমাট করতে তাদের রক্ষণ।
অ্যাটলাস সিংহরা করল অসংখ্য সুযোগের অপচয়...
আর ফ্রান্স কে রক্ষা করল অধিনায়ক লরিঁর বাহুদ্বয়।
হাকিমি তার ক্লাব সতীর্থ এমবাপে কে দিল রুখে...
পরিবর্ত মুয়ানির দ্বিতীয় গোলটি কফিনে শেষ পেরেকটি দিল ঠুকে।
নিরন্তর উঠে-নেমে অনবদ্য খেললো আঁতোয়া গ্রিজম্যান...
পুনর্বার ফ্রান্সের ফাইনালে যাওয়ায় ভোলা যাবে না তার অবদান।
বিশ্বকাপে বিশ্বকে চমকে দিয়ে মরক্কো নিল বিদায়..
সিংহ বিক্রমে লড়াই করে তারা জিতেছে সকলের হৃদয়।।

বলো বিশ্বকাপের জয়, বলো ফুটবলের জয়...

স্বপ্ন পূরণ

মেসির বিশ্বকাপ জেতার আশায় বিশ্বের আপামর জনগণ...
সুসজ্জিত লুসেইল স্টেডিয়ামে ফাইনালের মহারণ।
ছত্রিশ বছর ধরে অধরা বিশ্বকাপ জয়..
শুরু থেকেই মেসির দলের মধ্যে ছিল জেতার প্রত্যয়।
অধিকাংশ সময়ই খেলায় তাদের প্রাধান্য ছিল বেশি..
পেনাল্টি থেকে দলকে যথারীতি এগিয়ে দিল মেসি।
এমবাপে তখনো বোতলবন্দি, সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ গ্রিজম্যান...
এরই মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ মুভে দি-মারিয়া বাড়ালো ব্যবধান।
দ্বিতীয়ার্ধেও মাঠ জুড়ে নীল-সাদারা করছিল বিরাজ...
কোমান নামার পর ফরাসি আক্রমণে বাড়লো সামান্য ঝাঁঝ।

দশ মিনিটের অপেক্ষায় বিশ্বকাপ তখন
উঠবে মেসির হাতে...
পেনাল্টি থেকে গোল করে
ফরাসিদের অক্সিজেন দিল এমবাপে।
অতঃপর বিশ্ববাসী দেখল
ফাইনালের চরম নাটকীয়তা...
এমবাপের অসাধারণ ভলিতে
ফরাসিরা ফেরালো সমতা।
ভেসে উঠছিল ১৯৮৬ সালের
ফাইনালের স্মৃতি...
মারাদোনার মতো মেসিরও কি
হবে একই পরিণতি।
অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে
মেসির দুরন্ত গোল..
আর্জেন্টিনা সমর্থকরা তখন
জয়ের আনন্দে পাগল।
তখনো জানা ছিল না অদৃষ্টের
কি নিদারুণ পরিহাস...
হ্যাটট্রিক করে এমবাপে
বিপক্ষ শিবিরে ছড়ালো ত্রাস।
১৬ বছর পর কাপ জয়ের মীমাংসায়
আবার টাইব্রেকার...
ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে যুযুধান
দু দলের দুই গোলকিপার।
টাইব্রেকারে নীল-সাদাদের
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি একটিও শট...
কোমানের শট বাঁচিয়ে মার্টিনেজ
পুনর্বার দেখালো তার দাপট।
এমবাপের অসাধারণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও
ব্যর্থ ফরাসি বিপ্লব...
মার্টিনেজের বাহুদ্বয় সুনিশ্চিত করল
আর্জেন্টিনার বৈভব।
এল সে কাঙ্খিত জয়,
হলো প্রতীক্ষার অবসান...
বেদুইনের দেশে আর্জেন্টিনা
পেল বিশ্বসেরার সম্মান।
সেরা খেলোয়াড় হিসেবে 'গোল্ডেন বল'
মেসি পেল এই বিশ্বকাপে...
অসাধারণ খেলে 'গোল্ডেন বুট'
সম্মানে ভূষিত হলো এমবাপে।
চাক্ষুষ দেখলাম বিশ্বকাপের কি অসামান্য
আয়োজন করেছে কাতার..
'দ্য বিউটিফুল গেম'-এর জন্য প্রতীক্ষা
আরো বছর চার।
রাত জেগে খেলা দেখা
হলো এক মাস...
আর ছিল এই অধমের
ছড়া লেখার প্রয়াস।।

বলো বিশ্বকাপের জয়, বলো ফুটবলের জয়।।

Ignite the Sky! On a High!

Avik Datta Gupta

Miracle you could call it folks!
You have got to see a bit more,
With Messi's clones in the Metro!
We've never seen before.

This World Cup year has beckoned,
The whole world to our shores,
We offered our convivial warm welcome
With all our ever open doors!

With colourful flags waving!
Within a many hundred thousand fans,
And the little football got rolling!
A decade ago, with a soulful of aspired plans.

We have made those Eight World Class stadiums!
For Sixty Four great matches to play,
With Thirty Two teams fighting it all out,
Where only one will win anyway!

"Bonjour", we said to Mbappe's Le Bleu!
"Bom dia" to CR7 and Neymar!
Born to create the visions of ourselves!
Since the time we came to Qatar.

Some sported the Yellow Canarinhos jersey!
Of their soul's favourite team!
While many wore La Albiceleste !
Of the team within their dream!

Seleção Os Navegadores of Portugal !
In all it's red and greens!
As we saw magnified magic moments,

At the giant Fan Zone TV screens!

All the rides in the Metro!
And all rides on the bus!
Were free for all you our dearies!
It's all a gift for all of us!

Where else in world cup's history!
Would you find such a humane touch!
Where you seek and searched and couldn't complain,
On anything at all,as such!

It is a miracle! Another miracle!
Breaking the obstacles, to reach the pinnacle!
And that's the big excitement!
Between the controversies in the market place!
We all in Qatar have given our best, with perfect grace!

Don't cry oh dear Brazil!
Argentina almost welled up in tears!
As we saw some super great upsets
With underdogs fighting it's fears!

Saudia surprised Argentina!
Cameroon beat Brazil!
Tunisia overwhelmed France,
With their true grit and strong will!

While Japan surprised Germany
And also upset Spain!
Morocco came on strongly!
And beat the Iberian nations to gain !

The game goes on!
The fever is far from gone!
As heartbeats echo in the soul of our neighborhood!
As the finals approach, with our silent reproach!
Our emotions, are left to be understood!

We reached out for the flame, to ignite the sky!
As we heard Nora Fatehi sing Hayya Hayya!

And Deepika Padukone will unveil the trophy soon!
We would gaze at a sky of stars and ask for that miraculous boon!

A boon that! ..One day we will have The Indian Team!
And one day our Team will be skillful and strong within!
It won't be a joke, as now ,as it may seem!
Till we will push hard for a FIFA World Cup Dream Win !

Footnoted words:
Bon Jour- Good Day/Hello in French,
Le Blue- the French Jersey(the Blue)
Bom Dia- Good Day in Portuguese
Yellow Canarinhos jersey- Jersey of Brazil(From the The Yellow Canary Bird)
La Albiceleste- The White and Sky Blue(Jersey of Argentina)
Seleção Os Navegadores- The Selection of Navigators(the official jersey of Portugal)
Iberian Nations- Spain and Portugal.They are in the Iberian Peninsula of Europe

শিল্পী: সম্প্রীতি চৌধুরী

ভাগ্যবান

রাজা দে

Al Thumama Stadium

আমরা ভাগ্যবান, কারণ আমরা ২০২২ এ কাতার এ আছি এবং ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

আমি যেহেতু কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে আছি তাই আমার ইন্টারেস্ট এ আর একটা অতিরিক্ত ভাগ আছে, সেটা হলো ফিফা স্টেডিয়াম কনস্ট্রাকশন।
২০১৪ সালে যখন আমি কাতারে প্রথম আসি ইতিমধ্যে কাতার ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন এর জন্য নামাঙ্কিত হয়ে গেছে। তাই প্রার্থনা করছিলাম কোনো স্টডিয়াম কনস্ট্রাকশন এ যুক্ত হওয়ার জন্য।
কারণ এই সুযোগ জীবনে হয়তো একবারই আসবে। প্রথম কথা ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করার সুযোগ খুব কম দেশই পায়, তারপর যারা পায় তারা পুরোনো স্টেডিয়াম গুলোকেই সুসজ্জিত করে আয়োজন করে। একমাত্র কাতার এই প্রথম দেশ যারা ৭ টা সম্পূর্ণ নতুন স্টেডিয়াম তৈরী করে এই আয়োজন করলো।

ভগবানের ইচ্ছেয়ে সেই সুযোগ ও হলো আহমেদ-বিন-আলি স্টেডিয়াম, তৈরির দায়িত্ব পেলো যুগ্মভাবে L&T and Al-Balag কনস্ট্রাকশন। বলে রাখি ইতিহাসে L&T ই একমাত্র ইন্ডিয়াম কোম্পানি যারা বিশ্বকাপ স্টেডিয়াম তৈরি করলো। যথারীতি L&T তে যুক্ত হলাম ২০১৭ এ স্বপ্ন সত্যি করতে। ৩ বছর পরে ২০২০ Covid এর চ্যালেঞ্জ সামলেও স্টেডিয়াম এর কাজ শেষ হলো।

এর পর ২ বছর অপেক্ষা---২০২২ কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ।

১/১২/২০২২ ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম ম্যাচ ৪১ - স্ত্রী রূপাঞ্জনা এবং মেয়ে রাভ্যা কে নিয়ে নিজের বানানো স্টেডিয়াম এ বসে চল্লিশ হাজার লোকের সাথে একসাথে খেলা দেখার সে অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। স্টেডিয়াম এ পা দেওয়ার পর প্রতি পদক্ষেপ এ মনে পড়ছিলো স্মৃতিগুলো ল্যান্ডস্ক্যাপিং, স্টেডিয়াম এর চারিপাশের বাগান (যাকে প্রজেক্ট এর ভাষায় প্রেসিঙ্কট বলা হতো), এক্সটেরিয়ার এনভেলপ, ইন্টেরিয়র কংকোর্স, সিটিং, ফিল্ড সবার সাথে জড়িয়ে থাকা মুহূর্ত গুলো আবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ।

আর একটা অভিজ্ঞতা না শেয়ার করলে এ নয়, ইরান বনাম ইউ.এস.এ ম্যাচ দেখে বেরোনোর সময় সেলেব্রেশন এ অংশ গ্রহণ করেছি। এমন সময় Andrew নামক এক সহৃদয় ব্যাক্তির সাথে আলাপ হলো, আমার মেয়ের নাচ দেখে এবং আমাদের সাথে বন্ধুত্বের স্মৃতিও জন্য যিনি কিনা ফিফা হস্পিটালিলটি থেকে গিফট পাওয়া ম্যাচ উপস্থিতির অনন্য স্মারকটি আমাদের গিফট করে দেন।

এছাড়াও আমরা আরো কয়েকটা গ্রুপ স্টেজ ম্যাচ দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, ইংল্যান্ড বনাম ইউ.এস.এ, টিউনিসিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া, টিউনিসিয়া বনাম ফ্রান্স, ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল।

মাঝে একদিন মুশরিএব ডাউনটাউন এ অরিজিনাল উইনার্স ট্রফি দেখার সুযোগ ও করতে পেরেছিলাম।

এছাড়া এই মহান উৎসবের এক মাস চারিদিকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান আয়োজন যা জীবনে একবার এ আসার ছিল তা আমরা খুব ভালো ভাবে উপভোগ করেছি। এই স্মৃতি সারা জীবন মনের মনিকোঠায় অমর হয়ে রয়ে যাবে ।

Witnessing History in the Making : FIFA World Cup 2022, Qatar

Mugdha Roy

The moment is here 20NOV2022, as they rightly say, "NOW IS ALL" and as enthusiastic fans , passionate football lovers, international football icons throng the country of Qatar from all over the world, being a resident of Qatar for the last few years far from the City of Joy, Kolkata I also had the privilege to witness this magnificent and spectacular opening of FIFA World Cup.

The first World cup to be hosted in the Middle East kicked off at the Al Bayt Stadium, which is designed to resemble a Bedouin Tent. The electrifying atmosphere had music, singing , dancing, DJ, excited fans, tattoo artist, team models, light, fireworks and all the fun, frolic that one could get immersed in.

The ceremony was focussed around the theme of unity and inclusivity. As the Qatar's Emir, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani said " From Qatar, from the Arab world, I welcome everyone to World Cup 2022" the entire stadium thundered with claps and cheers from the spectators to his welcome, I truly felt that the hard work, endurance, and dedication of every individual in Qatar to make this event a grand success was recognised. What followed was a mesmerising performance of audio-visual play guided by the Hollywood star Morgan Freeman alongside Mr Ghanim Al Muftah, a 20-year-old Qatar man with a rare condition of impairment of lower spine taking us through the world of Arabian nights. The play transferred you to the Bedouin tents on the sand

dunes by the campfire under the dark blue sky lit by millions of stars. There were drums playing and the traditional sword dance of Qatari men“ Al – Ardha” added to the feel of the journey.

The show also featured the performance of the K-pop sensation Jungkook of South Korean super band BTS and Qatari singer Fahad AL Kubaisi. About 67000 spectators applauded as La’eeb , the mascot of the World cup soared high up into the sky in the presence of the earlier world cup mascots. The mascot‘s name in Arabic means super skilled and is inspired by the headdress worn by Arab men. A giant replica of the World cup trophy with fire beams was the centrepiece of the ground. The World Cup emblem was unveiled with dazzling electronic music visual display accompanied with extraordinarily amazing fireworks on top of the stadium.

To conclude, it was genuinely an experience that will be etched in our memory forever, a story that we will proudly share with our next generations. What captured my attention was that the opening ceremony was an unabashed and unique representation of the Qatari tradition and culture unified with modern music performance and technology without being intimidated by western influence. The goodie bags welcoming the spectators also contained mementos such as a piece of “Agarwood”, perfumed essential oil “Oud”, scarf and wrist band designed with typical Qatari thread work, rein-

stating the Arabic significance.

I feel immensely privileged and lucky witnessing Qatar pioneer this gala event with their heart and soul, keeping the traditions intact. This event was the " Moment of Pride" for the citizens and residents alike, from the Arab continent welcoming the World to join in making history as we begin this grand celebration of football, FIFA World Cup 2022.

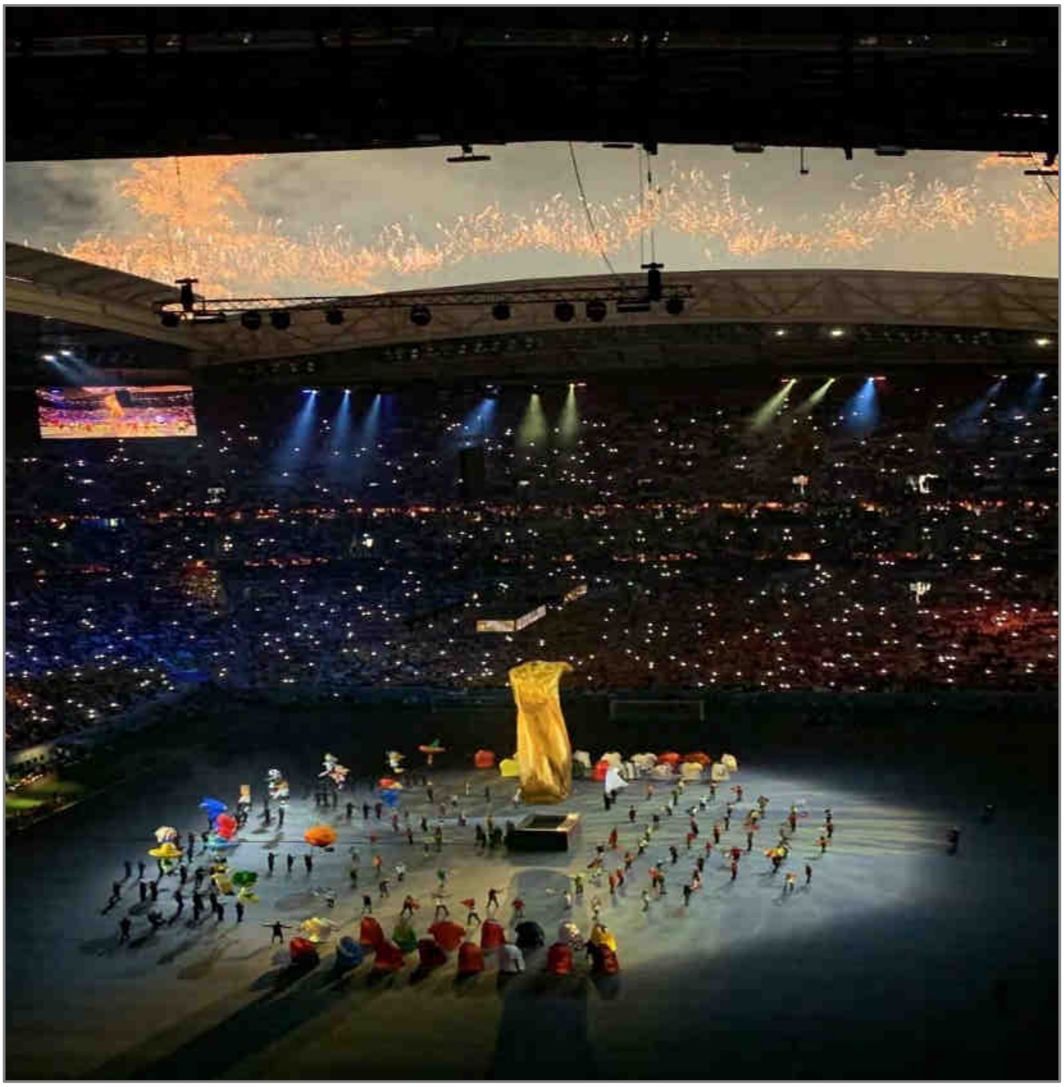

বিশ্বকাপের অনুভূতি

অরূপ কুমার চক্রবর্ত্তী

কাতারে বসে ফুটবলের বিশ্বকাপ দেখব ভাবিনি কখনো। তাও আবার পাঁচ বারের বিশ্ব চাম্পিয়ান ব্রাজিলের খেলা স্টেডিয়ামে বসে।

আজ থেকে বারো বছর আগে 02 December 2010 এ যখন ঘোষণা হলো কাতারে বিশ্বকাপ হবে 2022 তে, তখন আমি কাতারেই। সে কি উল্লাস । গাড়ির হর্ন বাজিয়ে প্যাঁ পু করতে করতে স্থানীয়রা সবাই রাস্তায় হই হই করছে। আমার পুত্র তখন পাঁচ আর কন্যা সবে তিন বছরের। ওরাও তখন আনন্দে সামিল হয়েছিল কারণটা ছিল গৌণ। আজ বারো বছর পর সপরিবারে বিশ্বকাপের আনন্দে বিহ্বল। বারো বছর আগে মনে মনে একটা স্বপ্নের জাল বুনেছিলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সব কিছু ভালো ভাবে চললে কাতারে বারো বছর পর বিশ্বকাপ দেখব নিশ্চয়ই। আজ আর স্বপ্ন না, বাস্তবের রূপ নিয়েছে। কাতারে সতেরো বছরের সব থেকে বড় প্রাপ্তি। নিজের চোখে কাতারকে একটু একটু করে সেজে উঠতে দেখলাম। কর্মসূত্রে কাতারে থেকে নিজের চোখে বিশ্বকাপ দেখতে পেরে আত্মহারা। নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করি।

তিনটে ম্যাচ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথমটা ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া, লুসেল সেটডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 24শে নভেম্বরে, যে স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 18 ই ডিসেম্বর। নেইমার নেইমার করে চিৎকার করে গলা ফাটিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম রিচার্লিসনের অনবদ্য গোল। তার আরো একটি গোলের সুবাদে ব্রাজিল ম্যাচটি জিতল দুই শূণ্য গোলে।

দ্বিতীয় ম্যাচটি দেখলাম আঠাশে নভেম্বর Education City স্টেডিয়ামে কোরিয়া বনাম ঘানা র ম্যাচ। কোরিয়াকে সাপোর্ট করেছিলাম আমরা, কিন্তু ঘানা জিতল তিন দুই গোলে। দুর্দান্ত এক ম্যাচের সাক্ষী থেকে এলাম। তৃতীয় ম্যাচটি দেখলাম পয়লা

ডিসেম্বর খালিফা স্টেডিয়ামে জাপান বনাম স্পেনের। জাপান জিতল দুই এক গোলে। কি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখলাম দুটো টিমের। অসাধারণ।

এত গেলো মাঠে দেখার অভিজ্ঞতা। কাতারে জায়গায় জায়গায় বড় বড় পর্দায় ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো Fifa Fan Festival , যাদের Hayya Card আছে তারাই শুধু এখানে ম্যাচ দেখার সুযোগ পাবে। অতি বড় screen আর পঞ্চাশ হাজার দর্শকে ঠাসা Fan Festival এ বসে ম্যাচ দেখার আলাদা আনন্দ। আর দেখলাম Round Sixteen এ আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ। দেখলাম মেসির দুর্দান্ত গোল। এই ম্যাচটি আর্জেন্টিনা জিতল দুই এক গোলে। আর সেই সুবাদে প্রবেশ করলো Quarter Final এ।

এই লেখাটা যখন লিখছি Quarter Final এর সব খেলাই শেষ। আমার প্রিয় দল ব্রাজিল বিদায় নিয়েছে ক্রোয়েশিয়ার কাছে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে।এতো মন খারাপ বোধ হয় আগে কোনদিন হয়নি। অতিরিক্ত সময়ে নেইমার এর গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে অতিরিক্ত সময়ের খেলা এক এক গোলে শেষ হয়। আর যদি পাঁচ মিনিট ডিফেন্ড করতে পারতো, আজ ব্রাজিল সেমিফাইনালে পৌঁছে যেতে পারত ।কিন্তু ঈশ্বরের বোধহয় সেই ইচ্ছা ছিল না। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ এবারও অধরা থেকে গেল। নেইমারদের চোখের জলে বিদায় নিতে হলো। পরের ম্যাচে ভাগ্যিস মেসিরা জিতল নেদারল্যান্ডস এর বিরুদ্ধে, নাহলে বিশ্বকাপের বাকি আনন্দ টুকু মাটি হয়ে যেত। যেমনই হোক সেই ছোট্ট বেলা থেকেই দেখে এসেছি বাঙ্গালীর মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলর সমর্থন । ঠিক তেমনই ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার সমর্থন। বাঙ্গালী বুঁদ হয়ে থাকে ফুটবলের মহারণে।

ইতিমধ্যে চোখের জলে রোনাল্ড ও বিদায় নিয়েছে। পর্তুগাল মরক্কোর কাছে হেরে যাবে কেউ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না! সম্ভবত রোনাল্ডর এটাই ছিল শেষ বিশ্বকাপ। তাই ম্যাচ শেষে চোখের জলেই অতি দুঃখে মাঠ ছাড়তে দেখল সারা বিশ্বের মানুষ। খুবই বেদনাদায়ক।

ডিফেন্ডিং চাম্পিয়ান ফ্রান্স এবারেও চ্যাম্পিয়ান

VLAHOVIĆ
18

এর মতোই খেলছে পুরো বিশ্বকাপ টাই। ইংল্যান্ডকে দুই এক গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে হ্যারিকেন ঝড় থামিয়ে। এমবাপের দৌরাত্ব চোখে পরার মতোই। যেন কালো ঘোড়া। কি অসম্ভব রকমের স্পিড ছেলেটার।

বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতা প্রায় শেষের দিকে। আগামীকাল আর পরশু সেমি ফাইনাল। আর 18 ডিসেম্বর, কাতার এর National Day তে ফাইনাল। আমার লেখাটি যখন প্রকাশিত হবে ততদিন আপনারা সবাই জেনে যাবেন কে হলো 2022 বিশ্বকাপের চাম্পিয়ান। কিন্তু এখনতো জানি না। কে হবে বলুন তো, কে হবে চাম্পিয়ান? যেহেতু ব্রাজিল বিদায় নিয়েছে, আমরা সবাই চাই, মেসি কাপটা জিতুক। কারণ এটা মেসিরও শেষ বিশ্বকাপ। মারাদোনার হাত ধরে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছিল 1986 এ, তখন মেসি জন্মগ্রহণও করেনি। আর সেই মেসি খেলতে চলেছে তার জীবনের শেষ বিশ্বকাপ। তাই শত কোটি অনুরাগীর হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আবেদন " যাও যাওগো এবার যাবার বেলায় রাঙিয়ে দিয়ে যাও" ।

FIFA 22 – A World without Border

Soumick Bhattacharya

As we approach the penultimate round of 22nd edition of the most viewed and colorful world cup in history of sports, the most talked about match will be between France and Morocco. The exemplary performance of the North African side, nicknamed The Atlas Lions has to some extent overshadowed the other two more established semi-finalists. The whole world may for a change be more eager if not to be equally interested to witness the lions hunting in pack over one of the greatest football magicians of our time.

Morocco will have the support of the entire Arab world and as underdogs will also be cheered by most neutral fans. However their path to semis is like history being re-written. In their five matches in the tournament so far, Morocco has faced two of its former colonizers - Spain and Portugal. Spain colonized northern parts of the country along the Mediterranean coast, while the Portuguese largely took control of strategically-placed coastal towns in the 16th/17th century. In the group stages, Morocco also brushed aside Belgium, who never formally colonized the North African kingdom but were a former co-administrator of the Tangier International Zone, which served as a 'neutral' region under several European countries' administration between 1924 and 1956.

France has deep rooted bitter sweet connection, having occupied large parts for more than four decades with Rabat gaining independence in 1956. French is spoken by more than one third of the Moroccan population with Spanish being the second and third language in the previously occupied regions.

For people from the subcontinent we may relate to the burning desire of the Moroccans and greater Arab world to succeed as we have felt in the early days of the cricketing encounter with our erstwhile rulers.

Football may have finally crossed political maps with the match being more of a contest of diaspora against players whose roots lie in the African content.

A few notable examples from Moroccan side being Spain-born

Achraf Hakimi , France-born Sofiane Boufal and Romain Saiss. Even their coach Walid Regragui was born and raised in France. As far as the French team is concerned, 13 players have strong connect to Africa – Mbapee to Cameroon & Algeria, Konate/Kante/Diaby to Mali, Tchoumanni to Cameroon among the notable ones.

It may not be very wrong to say in today's globalized world, countries exist on maps but sports is between two playing elevens. Only time will tell which country progresses, but Africa is no longer behind Latin America in producing some of the best footballers. It may not be a surprise to see Morocco taking clue from their brother country Tunisia who caught France on the wrong foot in the group stage.

শিল্পী: সম্প্রীতি চৌধুরী

জার্সি নম্বর শূন্য

সৌজন্য বিশ্বাস

না এটা কোন ফিচার ফিল্ম বা জীবন পরিবর্তনকারী উপন্যাসের শিরোনাম নয়, এটা আমার জীবনের বাস্তবতা। আমি পড়াশোনায় কখনই ভালো ছিলাম না, আমার সৃজনশীল প্রতিভা ছিল কীভাবে জিনিসগুলি করা উচিত নয় তার উদাহরণ। খেলাধুলায়, আমি কখনই বিকল্প ছিলাম না। আমি কখনই কোনো দল বা দলের সদস্য ছিলাম না।

কখনও কখনও আমার খারাপ লাগত, সমস্ত উদযাপন এবং মজা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। লোকেরা আমাকে সর্বদা এড়িয়ে চলেছিল কারণ আমার কাছে গর্ব করার মতো কিছুই নেই, কোন অ্যাডভেঞ্চার নেই, কোন রোমাঞ্চ নেই, কোন চমক নেই এবং সর্বোপরি অর্জন কম।

2018 সালে যখন আমি কাতারে স্থানান্তরিত হই তখন সবকিছু খুব অদ্‌ভুত মোড় নেয়। আমার প্রাক্তন সহকর্মী এবং বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছেদের মন্তব্য ছিল "আপনি যদি এতদিন বেঁচে থাকেন তবে বিশ্বকাপ 2022-এ দেখা হবে"।

আমি খারাপ বোধ করিনি, কারণ এটি আমার এবং কাতারের মতো একটি দেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ বলে মনে হচ্ছে। সর্বোপরি এটি দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়ার কোনো দেশ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। আমার মতোই এই দেশকে গোড়া থেকে সব কিছু গড়তে হবে।

ধীরে ধীরে সঠিক পরিকল্পনা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিষয়গুলো রূপ নিতে শুরু করে। রাস্তা উঠে এসেছে, এবং নতুন বিল্ডিং এবং টাউনশিপগুলি খালি ল্যান্ডস্কেপে উঠে এসেছে। যে জিনিসগুলি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তা কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। দেশ যেমন

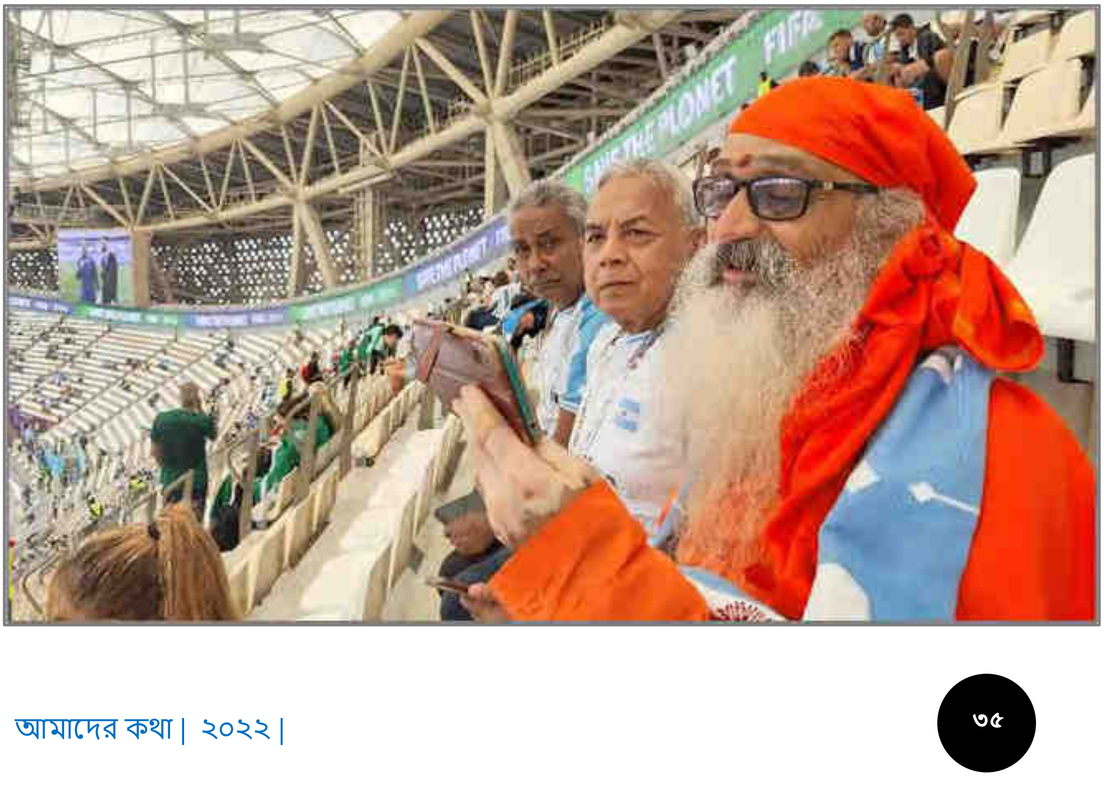

ইভেন্টের জন্য প্রস্তুত ছিল, আমিও তেমনই ছিলাম। আমার জন্যও জিনিসগুলি ঘটছিল, একের পর এক আমি যে প্রচেষ্টায় অংশ নিচ্ছিলাম তাতে সাফল্য অর্জন করছিলাম।

আমরা 2020 সালে পা রেখেছি, চ্যালেঞ্জগুলি দ্রুতগতিতে বেড়েছে, মহামারীটি তার প্রভাব ফেলেছে। প্রত্যেকেই তাদের সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে বন্দী ছিল, যোগাযোগের পদ্ধতিটি শারীরিক থেকে ভার্চুয়ালে রূপান্তরিত হয়েছিল। সবাই বিচ্ছিন্ন এবং একা থাকায় কষ্ট অসহনীয় ছিল। এই সময়টা ছিল যার জন্য আমাদের তৈরি করা হয়েছিল, আমরা প্রথম হাত থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছি এবং কীভাবে এটি কাটিয়ে উঠতে হয় তা জানতাম। আমরা কখনও থামিনি এবং আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে পাইনি, কখনও কখনও গুরুতর ঝুঁকি নিয়েছি।

সময়ের সাথে সাথে সমাধানগুলি খুঁজে পাওয়া গেছে এবং বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং মেগা ইভেন্টের জন্য

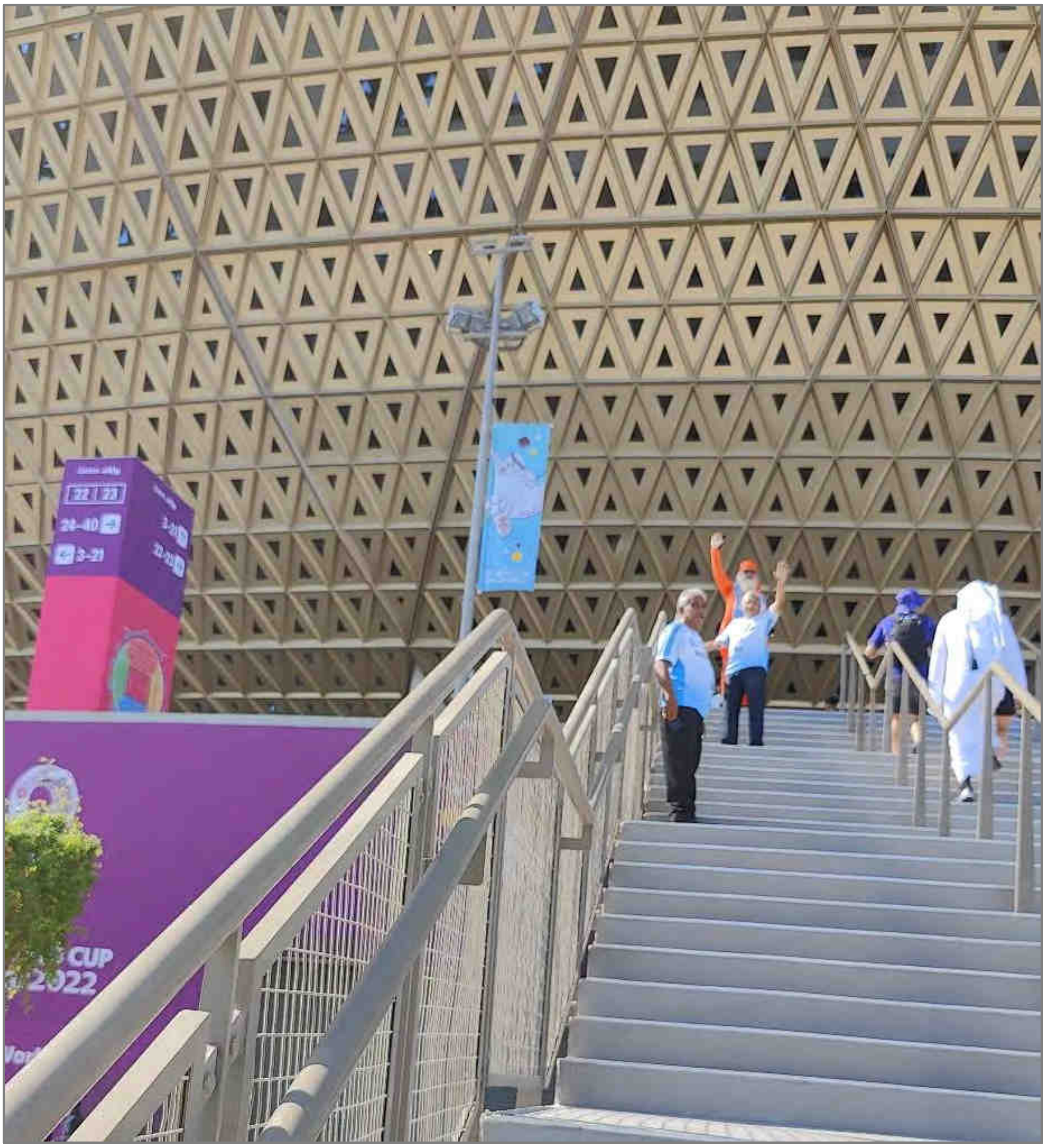

বিশ্ব প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে অগ্রগতি এখন দৃশ্যমান হয়েছে। আমিও তাই। আমার মনে পড়ল একজন হার্ড ফুটবলারের সাথে কথোপকথন, তার নিজের ভাষায়, “মানুষ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তীর্থযাত্রা করে। আমার জন্য, আমি স্টেডিয়ামে বসে বিশ্বকাপের একটি ম্যাচ লাইভ দেখতে চাই, সেখানেই আমি আমার ভাগ্য পূরণ করব।”

এই বিবৃতিটি কারো স্বপ্ন পূরণের আগুন জ্বালালো। যদি উদ্দেশ্য ভাল হয়, সবকিছু তার জায়গায় পড়ে। প্রথম লটারির ড্র চলাকালীন টিকিট পেয়ে আমি ভাগ্যবান। টিকিট হাতে নিয়ে, থাকার ব্যবস্থা এবং ফ্লাইট বুকিং সম্পন্ন হল।

19শে নভেম্বর, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। আমি আমন্ত্রিত তিনজন অতিথি এসেছিলেন। আমি তাদের আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, প্রথমে একজন হলেন আমার বাবা, যিনি ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলেছেন এবং স্কুলে এবং তারপর কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দ্বিতীয়টি আমার শ্বশুর; ভাঙা কলার হাড় এবং ছেঁড়া লিগামেন্ট নিয়ে মাঠে নামার জন্য বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি সারাজীবন মাঠে ছিলেন। তৃতীয়টি বিশেষ, তিনি সারাজীবন মাঠের বাইরে ছিলেন এবং এখন তার তার জীবন আশ্রম আর আশ্রমের বাচ্চারা,আমার কাকা বাবু, আপনাকে বিনোদন দেওয়া এবং খেলতে উপভোগ করেছেন।

প্রথম দুই দিন দোহায় সংক্ষিপ্ত সফরের পর, আমি তাদের নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের জীবনের মুহূর্ত, লুসাইল স্টেডিয়ামের ভিতরে আর্জেন্টিনা এবং সৌদি আরবের ম্যাচ দেখতে। তিনজনের অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া বৈচিত্র্যময় ছিল, আমার বাবা তার আসন গ্রহণ করলেন এবং শান্তভাবে বসলেন। অন্যদিকে, আমার শ্বশুর, স্টেডিয়ামের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবস্থার পরিপূরক স্ক্যান করেছেন। কাকা বাবু বাচ্চাদের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, যার সাথে দেখা করলেন তার সাথে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আমরা গেমটি এগিয়ে যাচ্ছি, আমি আমার এবং আমার চারপাশে প্রবাহিত শক্তি এবং কম্পন অনুভব করতে পারি। কিন্তু আমার চোখের কোণ থেকে, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার বাবা শান্তভাবে মুহূর্তটি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং শোষণ করছেন, তিনি উত্তেজনার কোনো চিহ্ন দেখাননি। তিনি সত্যিই খেলা উপভোগ করছেন কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহের অবসান ঘটে যখন সৌদি আরব তাদের দ্বিতীয় গোলটি করেছিল।

বলটি নেটে উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার ভোজ আঁকড়ে ধরে সে বাতাসে ঘুষি মেরে তার আসন থেকে লাফ দেয়। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, " একক নয় দলের প্রচেষ্টা ।" একটি বৃদ্ধ স্ট্রাইকারের আগুন তার চোখে দৃশ্যমান ছিল, এবং তার শারীরিক ভাষা থেকে সঙ্কটজনক মুহুর্তে সরবরাহ করার দৃঢ় সংকল্প বেরিয়ে এসেছে।

এই মুহূর্তটির জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম; এই আমি দেখতে চেয়েছিলাম কি তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন তা ফুটবল খেলার পাশাপাশি জীবনের উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। আপনি সেরা হতে পারেন, কিন্তু জয়ের জন্য আপনাকে সমর্থন এবং আপনার সাথে খেলতে একটি দল প্রয়োজন। একা আপনি আটকা পড়বেন এবং অবরুদ্ধ হবেন, কিন্তু একটি দলের সাথে, আপনি আপনার পদক্ষেপগুলি করতে মুক্ত। আমার বাবার এবং অন্যদের জীবনকালের স্বপ্ন পূরণের এই প্রচেষ্টাটি এক- ব্যক্তি শো ছিল না, আমার স্ত্রী যিনি একজন গোলরক্ষকের মতো আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বাড়িতে ফিরে সব নিরাপদ এবং ভালভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে। আমার প্রিয় ছেলে, যে একজন মিডফিল্ডারের মতো, সময়মতো তার কাজ করেছে এবং তার সমস্যা নিজেই সমাধান করেছে। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমি গোলের ভিতরে কল পাঞ্চ করতে পারতাম।

হ্যাঁ, আমার জার্সি নম্বর শূন্য, যাকে কেউ খেলবে বলে আশা করেনি, কিন্তু সুযোগ দিলেও আমরা কোনো সুযোগ হাতছাড়া করি না। যেহেতু এটিই একমাত্র সুযোগ হতে পারে যা আমরা পেতে পারি। ফিফা বিশ্বকাপ 2022 প্রমাণ করেছে যে আপনি যদি এটিকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস করেন তবে আপনি আপনার বোনা স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। যারা আমার মত একই জার্সি পরেন তাদের জন্য শুভকামনা………………… জার্সি নম্বর শূন্য।

Football: Truly Unites Everyone

Aeindri Ghosh

I and my family have recently shifted to Qatar from India. The news of FIFA being hosted in Qatar had made me extremely delighted, and it had given more the reason for me to pack up my things as quickly as possible.

As soon as our airplane landed, I felt the hot and humid climate surrounding me, and as I looked around, the light posts in the vicinity of the airplane pads had multiple flags hung on them, and even the shuttle buses had either FIFA posters or football related captions written on them. Upon entering the airport, there were multiple advertisements for FIFA, flags hanging off each nook and cranny,

and thousands of tourists exiting each plane and lugging their suitcases with them.

As we headed home, there weren't multiple cars on the road, as it was quite late at night, but the cars that I was able to spot, had different flags fluttering out the windows. Among those, I could recognise the flags of Qatar, Brazil and Saudi Arabia.

It wasn't long of a wait, until we went to watch our first match, Netherland vs Senegal. The day before the match, I, along with my brother, weren't able to sleep, due to our excitement at watching the match. When the time came for us to start from home, my brother and I were literally giddy with joy, as we wondered which team would prevail victory.

The match was being held at Al Thumama Stadium, and we noticed that it was quite a walk from the parking lot, so we'd set walking as fast as we could, in an attempt to avoid the crowd of the frantic football fans. We crossed over the bridge to reach the stadium, and tourists zoomed by us on their electric scooters, with the flags of Netherland and Senegal flapping in the wind as they scooted by.

I felt the stadium shake with cheers each time when Netherland scored a goal, as I watched with amazement. As the match ended, we exited with happy smiles, pleased that Netherland won, as we all were supporting Netherland.

I watched the next match at Khalifa Stadium, and it was between Japan and Spain. It was a match I was especially eager to watch. I'd always been intrigued with Japan's cultures, their food, the famous landmarks and much more about the country, so, upon hearing that my father had bought tickets for this very match, I was giddy with happiness. Being a supporter of Japan, I – naturally – bought a scarf of the Japan flag, which had their team emblem on it as well, a cap with the same emblem, and I'd received two flags from the FIFA Complimentary Flag counter, and I was ready to cheer for Japan! Unlike me, my brother was a supporter of Spain, so, all throughout the match, it was me and him quarrelling amongst each other about one topic, "who's going to win?", and I won the fight ! When Japan had made the second goal, I found myself yelling and frantically shaking the flag that was in my hand, with the other supporters of Japan as well. At the end we understood, in spite of loss, Spain also qualified to round of 16!

The next match was something I would remember forever. My grandfather, I called dada, an 80-year-old-man – had accompanied me and my father to this match. My grandfather is quite fit, so I wasn't worried about him complaining about the long walks or anything. We enjoyed the match, although, as we left the stadium, we all shared a similar mood of disappointment at Uruguay scoring only two goals. If only they'd scored one more goal, they would've remained in the top 16! But we couldn't do anything about the milk that was spilt.

Gate 5 بوابة

Watching FIFA is an amazing experience, something that I'll cherish my entire life, and I am so grateful to be going through such events. To make the deal sweeter, living in a place (called Barwa City) where both, Al Janoub and Al Thumama Stadiums are easily accessible. Moreover, I am fortunate enough to witness a quarterfinal match at Al Bayt Stadium to be played between two European rivalry France and England! I'm enjoying this entire ordeal, and I appreciate every little detail that I'm living through as of now. Football, truly unites everyone.

My FIFA World Cup Experience

Anik Ghosh

The FIFA World Cup 2022 (FWC) is happening right now in Qatar. Spectators from around the world have come down to Doha after buying tickets online to watch the matches.

2.45 million people across the world are now in Qatar to watch the FWC matches. Amongst them 55% people are tourists and the remaining 45% are Qatar nationals and residents which include Indians, Bangladeshis and other Asian nationalities.

I went to two matches in two different stadiums.

The 1st match we went to was Netherlands versus Senegal. It happened on November 21st in Al Thumama Stadium. We all were supporting Netherlands and they won by 2 goals. And we were very happy.

The 2nd match we went to was Japan versus Spain. It happened on December 1st in Khalifa International Stadium. Me and my father were supporting Spain while my sister and mother were supporting Japan. In the 1st half of the match Spain scored one goal but in the 2nd half of the match Japan was able to score 2 goals and Japan won and qualified for the semi-final. Spain also qualified because they gave a greater number of goals in total in all the matches they had played so far.

During the FIFA WORLD CUP, I used my Hayya card to take Metro and Tram rides which I really enjoyed. I went to see the Laser and fireworks show in Corniche, took a train and walked around Katara,went to Pearl

Qatar and saw the Venician show and went to Al Bidda Fan zone and saw the Argentina versus Australia round of 16 match. When Lionel Messi scored the first goal, we all cheered up for Argentina, however I was very tired that day to take back the long walk to West-bay Metro Station.

This one month seemed like a Festival Time in Qatar (because my school is closed now... 😊) which I enjoyed with my family as we moved to Doha recently and there as so many placed to visit. I hope the fun will continue as we are approaching towards the end of the FWC event and Christmas is knocking at the door!!

তোমারে সেলাম

সৌম্যা সিকদার

SHOT ON MI 10 5G
2022.12.11 00:26

যখন অসম্ভব ভালোলাগায় বিবশ হয়ে যায় শরীর-মন, তন্ত্রীতে মায়াবী সুরের মূর্চ্ছনায় যখন ধরা দেয় মালকোষের কোমল গান্ধার, একরাশ স্বপ্ন চোখে ঘোরলাগা মন নিয়ে ঘুম ভেঙে তখন যদি দেখি পৌঁছে গেছি মণিমুক্তো খচিত এক স্বপ্নের দেশে! সেই অজানা অনুভূতি আর অধরা নেই কিছু মানুষের, যারা নিজেদের কর্মভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন আরব সাগরের কোলে সদ্যোস্নাত মুক্তোর উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ সেই ছোট্ট দেশ টি, যার নাম এখন এক পৃথিবী মানুষের মুখে মুখে----কাতার-কাতার-কাতার!

প্রদীপ জ্বালবার আগে যেমন সলতে পাকাতে হয়, তেমন প্রত্যেকটি সৃষ্টিকর্মেরই একটি প্রস্তুতিপর্ব থাকে। ২০১০ এ বিশ্বকাপ এর বরাত পাবার পরে এক যুগ এর দীর্ঘ অপেক্ষা! এই উর্ধ্বগামী যাত্রাপথে মূলতঃ একটি দেশের রূপান্তর, একটি জাতির চরিত্রবদল ঘটল আমাদের দৃষ্টি সমুখেই। গড়ে উঠতে দেখলাম বিন্দু থেকে সিন্ধু!

এ লেখায় আমি কাতারের পরিকাঠামোগত পরিসংখ্যান এ যাচ্ছি না। একমাত্র রূপকথার দেশ ই পারে ইতিহাস সৃষ্টি করে নজির গড়ে প্রমান করতে যে মানুষ কায়মনোবাক্যে চাইলে কি না পারে!

বিশ্বকাপ ফুটবল তো শুধুই খেলা নয়, এ তো বিশুদ্ধ আবেগ! নানা দেশের নানা ভাষাভাষী ভাবাবেগতাড়িত জনতা, রকমারী তাদের বেশভূষা

'বিবিধের মাঝে দেখি মিলন মহান'.. ভালোবাসা কিন্তু এক--ফুটবল। সেই অদম্য, অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা নিজের দেশের সাথে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের অজানা, অচেনা কোনো এক দেশ কেও কিন্তু আপন করে নিতে শেখায়। খেলার ময়দানে সেই কাঙ্ক্ষিত দেশের সাফল্যে বাঁধভাঙা আনন্দ উচ্ছ্বাসে সে যেমন মাতোয়ারা হতে দেখছি, ঠিক তেমনই অনাহূত ব্যর্থতায় বিনিদ্র রজনী কাটছে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে সেই কখনও না দেখা অচেনা দেশটির জন্যই। এরই নাম ফুটবল।

ছোটবেলা থেকেই বিশ্বকাপ ফুটবল মানেই আমাদের কাছে ছিল উৎসবের মরশুম। পড়াশোনা ছেড়ে টেলিভিশনে খেলা দেখলেও বাবা কিছু বলত না। রাত জেগে আমরা ভাই বোনেরা ও বাবা কফি বানিয়ে খেলা দেখতাম। কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে বিশ্বকাপের সংগঠক দেশ হতে পারে আমাদের কর্মভূমি!

SHOT ON MI 10 5G
2022.12.1_ 23:04

মরুদেশ কাতারের রাজধানী দোহা কিংবা চারিপাশের অন্যান্য ছোট জায়গাগুলি- যেখানেই তাকাই, উদ্ যাপন পর্ব চলছে সর্বত্র। দেশের সমস্ত কোণ যেন সেজে উঠেছে আলোর রোশনাই এ, অসাধারণ সব স্থাপত্যের কারুকার্যে। নিঃশুল্ক অবাধ যাতায়াত ব্যবস্থা ২ মিনিট অন্তর মেট্রোরেল এ, বাসে, মূহুর্তে পৌঁছে যাওয়া কাঙ্ক্ষিত জায়গায়, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয়ে রাতের পথঘাট- এ সব কিছুই আরও মোহময়, বর্ণময় করে তুলেছে আমাদের কর্মভূমি কে।

এবারে আসি স্টেডিয়ামের অভিজ্ঞতায়। এ যাবৎ মোট ৭ টি ম্যাচ মাঠে গিয়ে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল সমেত।কিন্তু হায়, এ যে এক নেশাতুর, রোমাঞ্চকর ভ্রমণ! আশ মেটে না। আরও যদি দেখতে পারতাম মাঠে বসে! স্টেডিয়ামে উপস্থিত ৮৭৭০০ মানুষের আবেগ চিরে বেরিয়ে ২২ জন খেলোয়াড় এর পায়ে পায়ে ঘুরছে ওই গোলাকার বস্তু টি, যা এত উদ্বেল মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু! সাথে অচেনা ভাষার অজানা সুরের সাথে গেয়ে ওঠা কিংবা মানব ঢেউ এ শামিল হয়ে কোমর দোলানো। যা প্রকৃতপক্ষেই অবর্ণনীয়! পরম মমতায় যেন জীবন-স্থপতি সবার চোখে বুলিয়ে দিয়েছে মায়াকাজল। এ ঘোর কাটবার নয়!

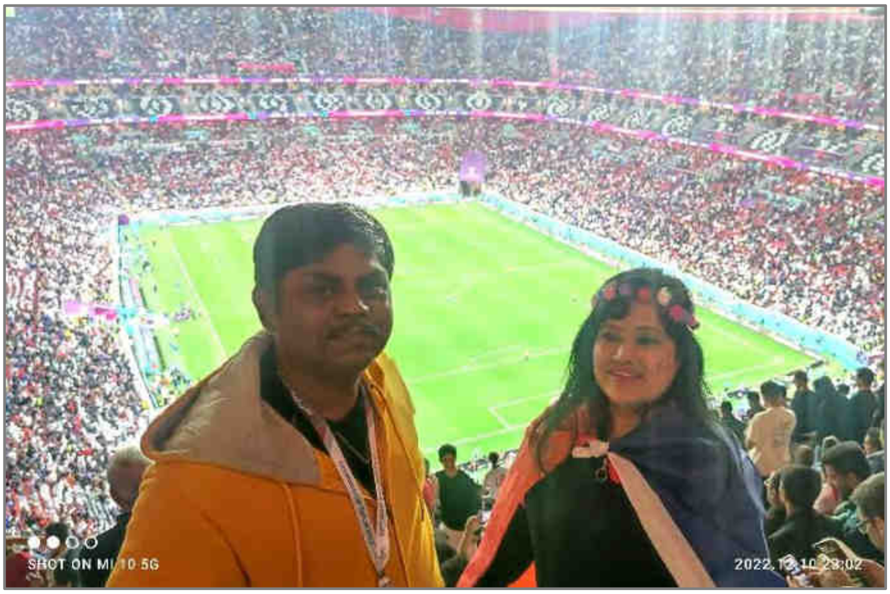

ছিটকে গেছে নেইমারের ব্রাজিল কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল লাখো মানুষের স্বপ্নভঙ্গ করে, কিন্তু তাতে কি? ভালোবাসা জোগায় আশা, আশা জোগায় প্রেরণা, সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ নতুন স্বর্গরচনার তাগিদ অনুভব করে। আপামর জনতা এখন তাকিয়ে

চারটি দেশের দিকে। মেসি-ময় আর্জেন্টিনা, গতবারের বিশ্বকাপজয়ী ফ্রান্স, আপাতত আফ্রিকার একমাত্র প্রতিনিধি মরক্কো এবং ২০১৮ বিশ্বকাপ এর দ্বিতীয় স্থান জয়ী ক্রোয়েশিয়া। সামনে শুধুই ৪ টি ম্যাচের কাহিনী। ফলাফল যাই হোক, যাত্রাপথ টিঁই আসল। এই অমোঘ মানব বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হোক ফুটবল এ কেন্দ্রীভূত হয়ে। বিশ্বের মানচিত্রে যে দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল স্বল্পসংখ্যক মানুষ, সেই দেশই এখন বিশ্ব ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের স্থায়ী জায়গা করে নিল।

মাবরুক কাতার!

💐💥

সুক্রান হে আমাদের কর্মভূমি! আমাদের জীবনে অবিস্মরণীয়, অমূল্য একটি অধ্যায় উপহারস্বরূপ প্রদান করবার জন্যে!

তোমারে সেলাম!

🙏

Qatar...we salute you! Thank you!

সর্বশেষে একটিই বার্তা দিতে চাই , যে বার্তা অনায়াসে ফিফার শ্রেষ্ঠ শ্লোগান .... Football unites the world .... বিশ্বের সেরা উৎসবে এটাই হোক আমাদের একমাত্র শিক্ষা।🙏

FOOTBALL UNITES the World
FIFA

কবিতা– পাঠ, আবৃত্তি ও মঞ্চ

তুষার কান্তি মন্ডল

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়- ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সবগুলিই কাব্য। সংস্কৃতের মতই প্রাচীন বাংলা কাব্যেরও মূল ভিত্তিই ছিল ছন্দবদ্ধতা, শ্লোক নির্ভরতা। কবিতার ছন্দের সমাহার দেখা যায় সেই মহাভারত থেকে চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে 'মেঘনাদ বধ' সর্বত্র। আমরা জানি প্রাচীনকালে- মুনি ঋষিরা বিভিন্ন ‘শ্লোক’ বার বার পাঠ করে জপ করতেন তথা আবৃত্তি করতেন। ছাপাখানা আবিস্কারের পূর্বে, সেই যুগে কাব্যকে মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষণে রাখার স্বতঃস্ফূর্ত, সহজতর এবং অনিবার্য উপায় ছিল- আবৃত্তি। কথিত আছে, গৌর বাংলার রাজ-রাজাদের সভাকবিরা রাজসভা শুরু করতেন আবৃত্তির ছন্দে। একটা সময় বাংলার ঘরে ঘরে বিভিন্ন পাঁচালী-ব্রত কথা শোনা যেত। গ্রাম বাংলার কথক-ঠাকুরদের মুখে মুখে ফিরত বাংলা ছড়া, বাংলা কবিতা। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা জোগাতে চারন কবিদের গান তথা ছন্দময় আবৃত্তিরও একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। সময় যত বদলেছে- ভারতের ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট, আকাশবানী, গণনাট্য সংস্থা এবং বাংলাদেশের আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের মত বহু অগ্রনী সংস্থার হাত ধরে বাংলা কবিতা আবৃত্তির রীতি, শৈলী ও ধারার পরিমার্জন ও সমকালীন অভিযোজন হয়েছে। শিশির কুমার ভাদুরী, শম্ভু মিত্র, প্রদীপ ঘোষ, কাজী সব্যসাচী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, গোলাম মুস্তাফা, ব্রততী বন্দোপাধ্যায়, সুমন্ত্র বসু প্রমুখ দিকপাল আবৃত্তি শিল্পীরা বাংলা আবৃত্তিকে বিশ্ব দরবারে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছেন। এছাড়াও দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা অগণিত বাচিক শিল্পী ও সংস্কৃতি যোদ্ধার- আবৃত্তির নিরলস সাধনা, চর্চা, অনুশীলন ও নিরন্তর কর্মশালার কারনেই আজ বিশ্বজুড়ে বাংলা কবিতা ও আবৃত্তির প্রচার ও প্রসার অবিসংবাদিত।

শিল্পী: সুস্মিতা দাশগুপ্ত

কিন্তু, আবৃত্তি আসলে কি? বাংলা ভাষা-সম্ভারে মূলত "আ" একটি উপসর্গ। "আ" উপসর্গটির নিগূঢ় অর্থ হল সম্যক। সম্যকভাবে বা সর্বতোভাবে যা উচ্চারিত হয়- তাই হল আবৃত্তি। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখছেন- “কোন ব্যক্তি তার পরিশীলিত কন্ঠের ওঠানামা, সুস্পষ্ট ও অর্থবহ উচ্চারণে, ছন্দের সৌন্দর্যে, কবিতা বা গদ্যের ভাব ও আনুগত্য স্বীকার করে, কবিতা বা গদ্য সম্পর্কে নিজস্ব আবেগ অনুভূতি অভিজ্ঞতা দিয়ে যে মায়াময় কন্ঠস্বর তৈরী করেন তাই আবৃত্তি।” আবৃত্তির নিয়মিত সাধনা- মানব মনকে পরিশোধিত ও পবিত্র করে। ভগ্ন স্বরকে পরিপুষ্ট করে। জিহ্বার জড়তা দূর ক'রে উচ্চারণ পরিমার্জিত করে। আবৃত্তির নিয়মিত ও নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমেই বাচিক শিল্পে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। কখনও কখনও আবৃত্তির 'পরিবেশনের মাধ্যম'ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবৃত্তি যদি শুধুমাত্র শ্রোতাকে ‘শোনানোর’ জন্য বা অডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য করা হয় তাহলে মুখের অভিব্যক্তি বা 'শারীরিক ভাষা' তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন করার সময় কবিতায় নিহিত ভাব প্রকাশের জন্য শিল্পীকে মুখের অভিব্যক্তি বা শারীরিক ভাষা- এই দুটি বিষয়েই যথেষ্ঠ যত্নবান হতে হয়। তার মানে বিশুদ্ধতার নিরিখে- মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন; কোনও 'মঞ্চাভিনয়' নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আবৃত্তি আর অভিনয় দুটো স্বতন্ত্র শিল্প। কিন্তু দেখছি অনেকে দুটোকেই অভিন্ন মনে করেন। তাই গলা কাঁপিয়ে এবং হাত-পা নেড়ে আস্ফালন করাকে তাঁরা আবৃত্তি বলে চালিয়ে দেন। আবৃত্তি বাচনিক শিল্প, অভিনয় আনুষ্ঠানিক শিল্প। আকারে সহধর্মিতা থাকলেও প্রকারভেদ রয়েছে দুটোর মধ্যে। “

এবার আসি- 'কবিতার মঞ্চায়ন' প্রসঙ্গে। সচেতনভাবে 'আবৃত্তির মঞ্চায়ন' কথাটা লিখলাম না। কবিতার মঞ্চায়ন নিয়ে কয়েকটি প্রচলিত বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই:

আমাদের গতানুগতিক ধারনা হল, মঞ্চে গদ্য বলা হলে- তাকে বলে পাঠ, কবিতা বলা হলে- আবৃত্তি! শ্রোতা বা মঞ্চের সঞ্চালক হিসাবে পাঠ বা আবৃত্তির এত সহজ, সরলীকরন বোধহয় সঠিক নয়! প্রথম মৌলিক পার্থক্যটা হল- মূলত স্ক্রিপ্ট (লিপি) দেখে দেখে বলাকে পাঠ এবং স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে ছন্দের তালে মুখস্থ বলাকে বলা হয় আবৃত্তি। গদ্য বা পদ্য যাইহোক; পাঠ বা আবৃত্তির মূল পার্থক্য কখনই প্রকৃতিতে নয়, প্রবৃত্তিতে। এক্ষেত্রে প্রকৃতি (nature) আর প্রবৃত্তি (instinct) দুটি শব্দের প্রকরণগত তফাৎ বোঝা জরুরী। এটা নির্মম সত্য যে- পাঠ হল দর্শন নির্ভর, পাঠে শিল্পী দেখে চর্ম-চক্ষে আর আবৃত্তি হল স্মৃতি নির্ভর, আবৃত্তিতে শিল্পী দেখে মর্ম-চক্ষে। তাই পরিবেশনায় 'কৌশলগত' তফাতের চেয়েও ‘ভাব প্রকাশের ভঙ্গিমা’ র তফাৎটা অনেক বেশি জরুরী। পাঠের চেয়ে আবৃত্তির ক্ষেত্রে এই তফাৎটা অনেক বেশি প্রকট।

আরো গভীরে গেলে পাঠ ও আবৃত্তির সূক্ষ্ম পার্থক্যটা বুঝতে সুবিধে হবে। গদ্য বা পদ্য, যাই পাঠ করা হোক না কেন- শ্রোতার চাহিদা কি? শ্রোতা শুনতে চায়, বক্তব্য বুঝতে চায়, ভাব অনুভব করে পরিতৃপ্ত হতে চায় এবং কেউ কেউ নিজের আবেগের সাথে কো-রিলেট করতে চায়। গদ্যের ভাষা আরো পরিমার্জিত, সংক্ষিপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয় পদ্যে বা কবিতায়। গদ্যের ভাষা, কথা বলতে বলতে চলে। কবিতায় সেই ভাষা, ছন্দের দোলায় নাচে। এই চলা আর নাচার “আঙ্গিকে” যা পার্থক্য, পাঠ ও আবৃত্তির মধ্যে মূল পার্থক্যটা ঠিক তাই। আর একটি পার্থক্য হল কবিতা আবৃত্তিকালে এমন একটা 'বাড়তি' আবেগ প্রয়োজন হয় যা পাঠ করার মাধ্যমে সতস্ফুর্ত ভাবে আসে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে- তবে তা খুব, খুবই নগণ্য। তাই মঞ্চে কেউ স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে কবিতা 'পাঠ' করলে তাকে কবিতা 'আবৃত্তি' বলে চালিয়ে দেওয়ার আগে যে কোনো মঞ্চের সংশ্লিষ্ট সঞ্চালকদের আরও যত্নবান হওয়া দরকার!

বলা হয়- আবৃত্তি নাকি বাচিক শিল্পের সর্বশেষ্ঠ এবং তুলনামূলক কঠিনতম ধারা। 'সর্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'। এর বাংলা অর্থটি হল 'সকল শাস্ত্রের মধ্যে বোধ অপেক্ষা আবৃত্তিশাস্ত্র শ্রেষ্ঠতর।’ তাই শাস্ত্রের এই ধ্রূপদী ধারার মান-মর্যাদা বজায় রাখার দায় যত না অনুষ্ঠানের আয়োজকদের তার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব এবং কর্তব্য আবৃত্তিকারের। প্রতিটি ধ্বনি সঠিক 'ভাবে' শ্রোতার কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'কবিতার বার্তাবাহক' হিসাবে আবৃত্তি শিল্পীর উচিত নিয়মিত অনুশীলন করা। কন্ঠস্বর, উচ্চারণ, ভাব, ছন্দ, যতি, গতি, দোলায় যদি ঘাটতি থাকে, তবে অতিরিক্ত আবহ সঙ্গীত বা ডিজিটাল ভিজুয়্যালস দিয়ে সবসময় সেই খামতি চাপা যায় না।

জানি, এই পরিসর স্বল্প। আবৃত্তির মত গুরুগম্ভীর, বহমান শিল্প চর্চার বিষয়ে আমার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও সীমিত - এ কথা স্বীকার করে নিয়েই আত্মপোলব্ধির আলোকে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে ‘কবিতার মঞ্চায়নের’ কয়েকটি দিকে একটু আলোকপাত করতে চাই।

মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশনের জন্য শিল্পীর কাছে যে বিষয়টা প্রথম বিচার্য তা হল-

১। কবিতা চয়ন

কোথায়- কি পরিবেশে, দর্শকের বৈশিষ্ঠ্য ও স্বাদ বুঝে, অনুষ্ঠানের মূল উপলক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গাম্ভীর্যতা ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করে, আবৃত্তিকারের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে- যথাযথ কবিতা চয়ণ হল ‘মঞ্চে’ আবৃত্তি পরিবেশনের জন্য প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। মনে রাখা দরকার, প্রাচীন হোক বা আধুনিক কিংবা পুনরাধুনিক- সব কবিতাই কিন্তু মঞ্চে আবৃত্তিযোগ্য নয়! যে কোন অনুষ্ঠানে, যে কোন কবির, যে কোন কবিতা- আবৃত্তি করা যায় না। প্রশ্ন উঠতেই পারে- সেটা ঠিক করবে কে? খুব সহজ উত্তর হল- অনুষ্ঠানের আয়োজক! মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশনের পূর্বে অডিশন বা স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ‘যথার্থতা’ যাচাই করার জন্য আয়োজক সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ!

২। সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ

প্রতিটি শব্দের সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ- আবৃত্তি পরিবেশনের প্রধান শর্ত। আবৃত্তির গুরুরা বলেন- নিজের জিভ অনুযায়ী ধ্বণি উচ্চারণ করার জন্য যথাযথ অনুশীলন করা দরকার। চর্চার মাধ্যমে জিভকে নমনীয় (flexible) রাখতে হবে। পাঁচটি বর্গের প্রত্যেকটি বর্ণের সঠিক উচ্চারণের জন্য আলাদা আলাদা অনুশীলন করতে হবে। বাংলার পঞ্চাশটি বর্ণের ‘মাত্রা-বিন্যাস’ অনন্য। এক-এক ছন্দে এক-এক অক্ষরের মাত্রা সংখ্যা এক এক রকম হয়। মূলত, এই 'মাত্রা'র ভিন্নতাই বাংলা ছন্দগুলোর মূল ভিত্তি। কবিতার ছন্দের বিশেষ প্রকারভেদ ও রীতির বিশদ আলোচনার জন্য আরো বৃহৎ পরিসর দরকার। যদিও এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় ‘বর্ণের বা ধ্বণির উচ্চারণ অনুশীলন’ এর চেয়ে ‘শব্দের উচ্চারণ এর অনুশীলন’ অনেক সহজে করা যায়। যেমন দন্ত্য-স, তালব্য-শ, মূর্ধণ্য-ষ এর সঠিক উচ্চারণ অভ্যাসের জন্য একটি কবিতার এই দুটি লাইন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য-

"কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

র, ড়, ঢ় এবং ন,ণ এছাড়া ত, থ এবং দ, ধ এর উচ্চারণ অনুশীলনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে সবার আগে নিজের কানে এই ‘প্রায় একই ধ্বনি’ সম্বলিত শব্দগুলির উচ্চারণের তফাৎ গুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আর একটা উদাহরণ দিই- বাঙালীদের মধ্যে 'অ' কে 'ও' এর মত উচ্চারণ করার প্রবণতা খুবই লক্ষণীয়। যেমন বলে- বোলে, বসল- বোসল বা বোসলো, মত-মতো, ভাল-ভালো, মণি-মোণি, জন্য-জোন্য, হলুদ-হোলুদ, পর্যন্ত-পোর্যন্ত ইত্যাদি। হাইফেনের পরের শব্দটি হল প্রচলিত ‘উচ্চারণ মাফিক’ “অশুদ্ধ বানান” । বানান গুলি ভুল হলেও ‘বানান মাফিক’ কয়েকটি উচ্চারণ কিন্তু কবিতা বিশেষে সঠিক। এই ঠিক ভুলের পার্থক্য যথাযথ ভাবে করার জন্য 'উচ্চারণ রীতি' নিয়ে চর্চা করা দরকার।

প্রাথমিকভাবে পড়াশুনা শুরু করে ধাপে ধাপে বাংলা 'ধ্বনি তত্ত্বের' নিবিড় অনুশীলন করতে হবে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে শুধু ইঙ্গিতটা দিলাম, বাংলা ধ্বণিতত্ত্বের যা বিপুল ব্যাপ্তি এই ছোট্ট নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া 'ধ্বনিতত্ত্ব'এর বিশদ আলোচনা এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যও নয়।

'কবিতার মঞ্চায়ন' এর জন্য তৃতীয় যে শর্তটি আসে-

৩। শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যথাযথ কন্ঠ

একটু ছন্দ করে, কথা বলার ঢঙ্গে বা চিৎকার করে- এক টানে মুখস্থ বলে গেলেই কিন্তু আবৃত্তি হয় না। আবৃত্তি পরিবেশনের সময় অনেকেই বাক্যের শেষ শব্দটি 'খেয়ে' ফেলে। কবিতার ভাব বুঝে, ছন্দ বুঝে, রস বুঝে মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে। মানুষের কন্ঠ ও টোন ঈশ্বরপ্রদত্ত। কিন্তু কন্ঠের প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রন আবৃত্তিকারের নিজের হাতে। কন্ঠের প্রয়োগ যেন শ্রোতার কাছে শ্রুতিমধুর হয়।

লয় (Tempo) কে নিয়ন্ত্রন করা দরকার, অহেতুক তাড়াহুড়োয়; কোন ভাবেই একটি শব্দ আর একটি শব্দের ঘাড়ে চেপে গিয়ে যেন 'শব্দজট' তৈরী না হয়। লাইনের মাঝে ‘শ্বাস-প্রশ্বাস সঠিক ভাবে ধরা-ছাড়া’ নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস ধরা-ছাড়া যেন আবৃত্তি পরিবেশনের সময় মাইক্রোফোনে ধরা না পড়ে। এক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রচলিত পদ্ধতি হল- বন্ধ ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ধরা-ছাড়া অভ্যাস করা। নিঃশ্বাস নিলে বা ছাড়লে যদি মোমবাতির শিখাটি কেঁপে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে আরো অনুশীলন দরকার। আবৃত্তি জগতের বহু মানুষ এই উপদেশটি দিয়ে থাকেন এবং খুবই ফলপ্রসূ।

কবিতার মঞ্চায়নের চতুর্থ শর্তটি হল-

৪। কবিতার বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য ও ভাব উপভোগ করানোর জন্য- স্বর নিয়ন্ত্রণ

কবিতায় কবির ব্যবহার করা যতিচিহ্ন অনুযায়ী আবৃত্তি করলেই যে সর্বদা আবৃত্তি শ্রুতিনন্দন হয়- এমনটা কিন্তু নয়। কবিতার মঞ্চায়নের সময় শ্রোতার কান পর্যন্ত কবিতার ভাবকে ‘যথাযথ ভাবে’ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আবৃত্তিকারের, কবির নয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি লাইন ধরার আর ছাড়ার সঠিক অনুশীলনের জন্য স্ক্রিপ্টে নিজের মত করে stroke (/) বা বিশেষ যতি চিহ্ন ব্যবহার দরকার। সঠিক ভাবে 'স্বরবিন্যাস' করতে পারাটা আবৃত্তির যথাযথ প্রশিক্ষণ, আবৃত্তিকারের একান্ত নিজস্বতা, অভিজ্ঞতা ও নিবিড় অনুশীলন লব্ধ ফসল। আবৃত্তির স্বর নিয়ন্ত্রন যে কন্ঠের অর্থহীন উত্থান-পতন নয় বা শ্রুতি বিলম্বন নয়, তা যে কবিতার ভাবানুসারে অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ- এটা বুঝতে হবে। আবৃত্তির সৌন্দর্য পরিস্‌ফুটনের জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর টান ও ঘাতের (স্ট্রেস) মাধ্যমে স্বরনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বরক্ষেপণের প্রশিক্ষণ যথাযথ হওয়া দরকার। Modulation, Emphasis, Pause সম্বন্ধে সম্যক ধারনা রেখে যথাযথ প্রয়োগ জরুরী। শব্দের এবং বাক্যের সঠিক অর্থটিকে শ্রোতার কানে পৌঁছানোর জন্য স্বরক্ষেপণের পারফেকশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পারফেকশন না থাকলে একটি কবিতার একই বাক্য বা একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও অর্থ বহন করে শ্রোতার কানে পৌঁছায়। শ্রোতার সবচেয়ে কানে লাগে স্বরক্ষেপণের এই বিচ্যুতি।

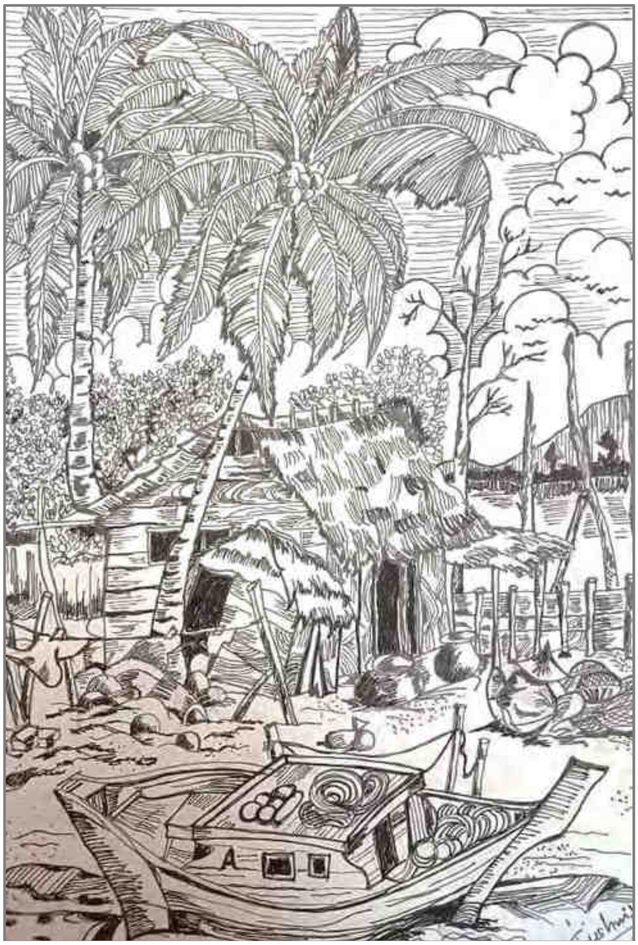

শিল্পী: সুস্মিতা দাশগুপ্ত

কবিতার মঞ্চায়নের পঞ্চম শর্তটি হল-

৫। কবিতার ভাব, অর্থ ও সৌন্দর্য পরিস্‌ফুরণে- আবেগ সঞ্চারণ

কবিতা আবৃত্তির বেশ কয়েকটি স্তর আছে- উদাত্ত, অনুদ্দাত্ত, সবরিত ও কম্পিত। আবৃত্তির মূলত ছয়টি অলংকার- উচ্চ, দীপ্ত, মন্ত্র, নিচ, দ্রুত এবং

বিলম্বিত। শব্দের অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই স্বর ও অলংকারগুলির নাম তাই অর্থ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই স্বর ও অলংকারগুলির সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রেখে কবিতায় যথাযথ আবেগ সঞ্চারিত করে কবিতার ভাব, অর্থ ও সৌন্দর্য- শ্রোতার মনে উদ্ঘাটনের মাধ্যমে আবৃত্তির সার্থকতা। হর্ষ, বিষাদ, আতঙ্ক, ভয়, প্রতিবাদ, উৎকন্ঠা ইত্যাদি ভাব অনুসারে কন্ঠস্বরে পরিবর্তনের মাধ্যমে আবৃত্তিতে আবেগ সঞ্চারিত হয়। শিল্পীর মুখের অভিব্যক্তি ও শরীরের ভাষায় কবিতার ভাব ফুটে ওঠে। কন্ঠের জাদুতে স্বরক্ষেপণ আর যথাযথ আবেগ সঞ্চারণের মাধ্যমে বিমূর্ত 'কবিতা' প্রাণ পায়, শব্দরা চরিত্র হয়ে ওঠে। কবিতার বক্তব্য ছবি হয়ে দর্শকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মনের গভীরে প্রবেশ করে। এই স্কিল বা দক্ষতা একমাত্র আবৃত্তির নিয়মিত চর্চা আর নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমেই রপ্ত করা সম্ভব। একান্তই শিক্ষানবীশ হলে, YouTube এ কোনো বিখ্যাত শিল্পীর পরিবেশন দেখে আবৃত্তির সঠিক ব্যকরণ ও শৈলী জানা খুবই কঠিন। এতে নিজেকে ভুল-ভাল প্রয়োগের মাধ্যমে নকলের প্রবনতা বাড়ে। কথায় আছে, বাজনার বোল মুখস্থ করা যতটা সহজ, হাতে করে বাজানো (প্রয়োগ করা) ততটাই কঠিন। তাই আবৃত্তির প্রাথমিক ব্যকরণ না জেনে, না বুঝে, অনুধাবন না করে নকলের চেষ্টা করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৌলিক ত্রূটিগুলো কদর্যভাবে ধরা পড়ে।

কবিতার মঞ্চায়নের সর্বশেষ শর্তটি হল-

৬। নান্দনিক পরিবেশন

কার্লাইল বলেছিলেন- কবিতা হল "musical thoughts." কবিতার প্রতিটি শব্দের একদিকে থাকে ধ্বনি সুষমা, অন্যদিকে থাকে তীব্র অর্থবহ বার্তা। এই দুটি দিকের সাথে নান্দনিক পরিবেশনের সুষম ও সুসমঞ্জস সম্মিলনেই আবৃত্তি সার্থক হয়ে ওঠে। কবিতা আবৃত্তি করতে গেলে ছন্দ বিশারদ হতে হবে এমনটাও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না। কিন্তু পাড়ার ক্লাবের সরস্বতী পুজো বা হাউসিং কমপ্লেক্সের ঘরোয়া অনুষ্ঠান ছাড়িয়ে কোন বড় মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন করতে গেলে বাংলা কবিতার "ছন্দ" সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারনা অবশ্যই থাকা দরকার। যে কোনো ভাষার ব্যকরণ জানলে যেমন সেই ভাষায় লিখতে, কথা বলতে বা ভাব প্রকাশ করতে মানুষের সুবিধা হয়; সুষমা, লালিত্য ও ব্যাপ্তি আসে, ঠিক তেমনি ছন্দের সম্যক জ্ঞান, সুশৃঙ্খল ধ্বণি বিন্যাসের মাধ্যমে আবৃত্তির প্রকাশকে- শ্রুতিমধুর ও অর্থবহ করে তোলে। যে কোনো কবিতার নিজস্ব অলংকার তো থাকেই কিন্তু কবিতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কখনও কখনও যথাযথ আবহ সঙ্গীত ও যন্ত্রানুসঙ্গের ব্যবহার আবৃত্তি পরিবেশনে অলংকারের কাজ করে। তবে এই আবহ সঙ্গীত বা যন্ত্রানুসঙ্গের ব্যবহার কখনই আবশ্যিক নয়। মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন তখনই সর্বাঙ্গীন নান্দনিক হয় যখন শ্রোতাও সমানতালে মঞ্চের শিল্পীর সাথে মনোযোগী থাকে ও মিথোস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আবৃত্তিকে সমানতালে উপভোগ করে।

আপামর আবৃত্তি প্রেমী আমার সঙ্গে একমত হবে যে বাচিক শিল্পের এই সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গান বা নাচের অনুষ্ঠানের মাঝে 'ফিলার' হিসাবে শুধু নয়, আরো আবৃত্তি নির্ভর অনুষ্ঠান দরকার। অন্য দিকে গতানুগতিকতার বাইরে এসে আবৃত্তির পরিবেশনায় আরো নতুনত্ব, অভিনবত্ব দরকার। আবৃত্তির মঞ্চে দরকার আরো সিরিয়াস ও কমিটেড শিল্পী, মঞ্চের সামনে আরো 'শৃঙ্খলা-পরায়ণ' ও উৎসাহী শ্রোতা। আবৃত্তি শিল্পীর কাছে শ্রোতাই হলো সবচেয়ে বড় বিচারক। শ্রোতাই এই শিল্পের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই 'ভিড়ের মাঝে সবাই অত বোঝে না !'- শ্রোতার এই অবমূল্যায়ন করাটা একজন 'পারফর্মার' এর সবচেয়ে বড় ভুল। এই মনোভাব, এই মানসিক স্থিতি যে কোনও 'পারফর্মিং আর্ট' এর চরম ক্ষতি করে। মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন - হঠাৎ শখের বস্তু নয়। নিয়মিত সাধনা ছাড়া, মহড়া ছাড়া, চর্চা ছাড়া, অনুশীলন ছাড়া কবিতার মঞ্চায়নে- কবিতা এতটুকুও এগোয় না, বিমূর্ত কবিতার বাঙ্ময় রূপ দানে ওই আবৃত্তিও শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছায় না, আর কবিতার বার্তাবাহক- আবৃত্তি শিল্পীও বছরের পর বছর সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।।

The Economic Effects: FIFA World Cup on Qatar

Shreyas Ghosh

On the 20th of November, Qatar will make history by bringing the world's most watched athletic event to the Middle East for the first time. For Qatar, hosting the FIFA World Cup is a strategic move to advance the country's infrastructure development and foreign policy objectives. Hosting the World Cup serves as a vehicle to achieve the Qatar National Vision 2030 (QNV 2030), a government initiative to transform Qatar into a global society and provide a higher standard of living. The national development plans associated with QNV 2030 include projects directly tied to the World Cup and are intended to promote post-tournament sustainability. Qatar has been building up the necessary infrastructure to accommodate an estimated 1.2 million visitors during the month-long event, a figure that amounts to nearly half of the country's current population. In addition to building state-of-the-art stadiums, Qatar has introduced a modern metro system, expanded its airport, and constructed new districts within the capital city, Doha. While estimates vary, Qatar will spend roughly 200 billion dollars on these projects.

Despite the potential benefits of the World Cup, hosting major international sporting events are notorious for their poor return on investment. Forecasts indicate that Qatar's economy will grow by 3.4 percent in 2022 and 2023, thanks to the World Cup boost, but then slow down to 1.7 percent by 2024. The challenge is to capitalize on the substantial infrastructure investments made thus far to sustain strong GDP growth.

In order to combat these problems, Qatar intends to scale down the 40,000 capacity stadiums, and convert them into 20,000 ones so that they could provide the facilities to the local football teams. Furthermore, it also looks forward to convert the smaller stadiums into mixed-use educational, medical, and commercial facilities. Qatar's continued investment in modernizing its infrastructure is likely to expand transportation, commercial, and economic opportunities.

Through its Supreme Committee for Delivery and Legacy, which oversees and centralizes the country’s tournament planning and operations, Qatar has avoided the bureaucratic coordination problems faced by other hosts of the World Cup. Qatar's national government has funded World Cup preparations since the night the country won the bid, thus giving the Supreme Committee 12 years to plan and execute a long-term, integrated

শিল্পী: সুমিতালী বসু ঘোষ

approach to the event.

The World Cup is likely to have differential impacts on Qatar. The seminal event promises to provide short- and long-term economic benefits and the potential for soft-power gains. However, doubt arises over the country's ability to effectively utilize the infrastructure it has built after the event. Qatar’s ability to leverage the World Cup to support steady GDP growth and a high degree of security is now contingent on the government following through on its strategic plans and commitments. If these measures are successful, Qatar could avoid the trap of short-lived gains experienced by past mega-sporting event hosts. Moving forward, the State will likely continue to host sporting events and implement migration reforms, positioning itself to leave a lasting legacy as sport and political-economic epicentre in the Middle East.

শিল্পী: রাভ্যা দে

Back to *RAAGAS*

Suddhosattwa Banerjee

Meet the New Guru

Miles apart from Kolkata, my life took a RIGHT turn, as I conferred with Shri Debdeep Misra in Qatar. I was a student of Pandit Santosh Kulkarni at Skills Development Centre, and was learning the basics of playing *Tabla*. I still remember the evening of 21st June 2019 when Pandit Ji, introduced me to this young music teacher- Debdeep. He was delivering a practice performance on *Raag Kedar*. The familiarly unfamiliar name and that *Raag Kedar* kept voyaging my mind across the week, when finally, I googled him to see him in various Indian Platforms, establishing in the field of Hindustani Classical Music. Let me introduce him very formally as my present Guru in Hindustani Classical Music.

Shri Debdeep Misra, a GOLD medalist in M.Sc. Physics, is from West Bengal, Kolkata, the grandson of legendary vocalist Pandit Bishnu Sebal Misra of *Beneras Gharana*. He started his training under the learned parents and further formally under Pandit Tushar Dutta, and later with Pandit Aniruddha Bhattacharya.

He travelled to many parts of India, showcasing his classical music presentation, like *Golpark Ramakrishna Mission- Kolkata, Indian Habitat Centre & Indian International Centre - New Delhi, Swar Sadhana Smriti Concert at Lucknow, Subah-e-Beneras at Varanasi etc. He was awarded with Giridhari Ratna Samman & Sangeet Kanakamani Samman in 2017 & 2018 respectively by Puravai Sanskreetikala Vikaskendra, Kolkata. His, Kala Aparanji Award from Kala Vikash Parishat, Karnataka in 2018 is a special one. He was also awarded with Pandit Trimbakro Janorikar Shahtriya Gayan by Gaanwardhan, Pune in 2018. Same year he also received Sangeet Pratibha Samman from Kairali Kala Kshetram, New Delhi.*

FFM, UK has recognized and honored him as an International Ambassador

of Indian Classical Music from India.

The Introduction

I started my music training in the capable hands of my mother, Srimati Mala Banerjee, Masters in Classical Music from Rabindra Bharati University, and disciple of various eminent music maestros in Kolkata in different phases of her life like Pandit Amiya Ranjan Bandyopadhyay, Vid. Mandira Lahiri, Smt. Purabi Dutta, Smt. Purabi Mukherjee, Smt. Kalyani Kazi etc. She has been a dedicated Classical Music & Voice Training Teacher, who served 4 music schools in South Kolkata and apart from her own music temple, training countless students developing their musical base under Maa. She was also associated with few charitable schools teaching patriotic and prayer songs to the underprivileged students.

I still remember my first Raaga was *Khamaj*, which took its gradual way with *Bhupali*, *Bhairav*, *Bhairavi*, *Tori* etc. etc. I was studying in Nava Nalanda High School and hence was focused with *Rabindra Sangeet* to a great extent as well.

The Diverted Track

As I grew up, I was attracted with *Pollygeeti* and *Bhatiyali* and later at the end of school I entered a branch of Calcutta Youth Choir. *Jibon Mukhi Gaan* was also creeping around me as I was seeing the multitude appreciation holding hands of *"Poulomi"* or *"Nilanjana".* All these took a back seat during the Board Exams.

A RESTART happened as I joined engineering at Jawaharlal Nehru National College of Engineering, Karnataka.

Lost The Track

First Year, Electrical Engineering: I participated in the intra college music competition with my performance of Rabindrasangeet – '*'Moha Bishwe Mohakashe, Moha Kaal-O Majhe,'*'and imagined the popularity of Gurudev Rabindranath Tagore, outside Bengal. On the other hand, I was enthralled by the performance of other singers at the forum, their skills in Carnatic Classical Music had an overall defined different edge. '*'This is not my stage"* – I had to say to myself. However, the inside inferiority feelings got wiped up by the teen factor when I was offered to sing in a band by our 3rd year seniors. I entered a zone of light music, Hindi film songs for the first time and was rocking every public show in the University. I earned a nickname of '*'Dooba Dooba"* as I impressed my audience, several times with this famous number of Silk Route – Mohit Chauhan.

Rock On!

Rishi was my roommate, denied to play GUITAR with me any further on the stage. *"Tui, gaan geye Hero hoye jabi, aar Ami pechhone guitar niye tung tang kore jabo, hobe naa ! bajabo naa … … !! "*

It was 3rd year when I started playing guitar, for myself, Rishi always had said *"Guitar has nothing to learn, it's all about playing with the strings"*. Rishi introduced me to *Rock music and Rock 'n' Rolls*. Time was flying well with *Green day, Guns 'n' Roses, Nirvana, Ozzy Ousburn, Aerosmith, Eagles and many, Rupam Islam and Fossils* has its special mention. Rishi played with me for the last time, as we performed '*'Chakrabuha"* by Fossils on stage during Techzone 2005, and propagated the massage *"Banglaaye Rock Hoy !!"*

Flying Away & Out

Eventually there was no recognized output in this above-mentioned musical journey. I moved to dramatics in the college team; Acting, directing; also became University Blue representing University in the National Level. *With end of University days, the keyboard lost all its black keys and a guitar demanded new strings, replacing the rusty ones.* I entered the corporate dreams and travelled various parts of India in course of time holding hands of different Organizations and comprehended myself as a bathroom singer only. I still like to sing alone and along at the Plant Control Rooms, as the echo fulfills the heart.

Kirana Gharana

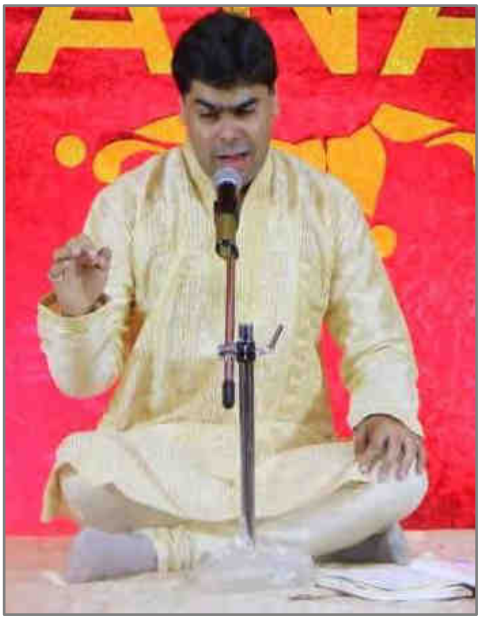

I was missing a lot of my alma matters, my plan to learn more music, missing the concerts that I use to visit at Madhusudan Mancha, Nazrul Mancha, Science City etc., Debdeep and the music class became my reason to stay back in Doha in this imitated Indian Culture. We started with history, theories and *Paltas*.

It was a difficult RE-START, but the teacher's techniques had helped me to move ahead. It was slow in the beginning, moreover the invasion of COVID19 played its own destined game. When the *Paltas* were going on fine, we moved to the next phase of the course of '*'Raag Pehchaan''*. Many of my favorite Raagas like *Hamsadhwani, Kedar, Malkauns, Megh* are now mine, gifted by my teacher. The concentration and target was how to perform and hence I was inducted with different forms of complex *Taans*, worked on the speed, Level II *Bandeees & Taranas*. *Ghazals, Bhajan and Thumris* to culminate a show.

It was the end of September 2022 when Debdeep and Santosh Ji, proposed and permitted me for a solo public performance. Presenting *Raag Jog* was a challenge and we started our sessions with Tabla. We worked on the complete production & delivery to triumph the show with the Bandees '*'Sajan More Ghar Aye.''*

Appreciation

Evening of 29th October 2022, *Sangeet Kanan* (at Skills Development Centre, Doha), will stay as an important day perhaps in my life, just next to 1st December 2014, which is my daughter birthday. It was around 8:15 PM when I captured the stage. I was nervous and seek all blessings of *Maa Saraswati*. I was in a different world in the next 15 minutes, starting with *Alaap, Bandees, Taans and Tarana* to travel along the *Chhota Khayal*. The appreciation from the 200 audience of *Sangeet Kanan* was huge and most cherishing That's because the appreciation came form the real music loving and learned personnel.

I will stay forever grateful to Shri Debdeep Misra for bringing this transformation in me. I am gratified to Pandit Santosh Kulkarni Sir, to stay by my side.

Constant moral support from my wife Shilpi and daughter Shridatri cannot be denied. *Maa* was there from remote, thanks to IMO. I also like to mention the name of 2 of my elderly friend and sister, Smt. Saumya Sikdar and Smt. Suklasree who stayed associated as a team and also gave fabulous performances, that day.

Believe me! It's not only Hindustani Classical Music that we discuss in the training sessions, we discuss Physics, we also speak about Opera music, Raaga & Bollywood, Western Classical forms, YouTube performances and of coarse Football.

For BPQ, with BPQ

Classical music, vocal or instrument is the base of all kind of music and every budding singer/ musician must taste. It's the responsibility of us, as parents to induct our children to the same, mandatorily. In later phases they will find their own choice of music.

What we lack here, is "benchmarking" in this field. We should insist and take our kids to classical musical concerts and performances, whenever possible, which sets an example to them about the level to be achieved and the quality appreciation that one can accomplish.

Most important is the development of a strong base which shall facilitate him/her to grow in any field of music in life.

শিল্পী: সুস্মিতা দাশগুপ্ত

Very senior, respected and admiring personnel of BPQ sent his blessings to my daughter on her last birthday saying her to grow up and sing like the father – was the most heart-warming comment ever to me.

Below I give a small brief of different *Khayal Gharanas* of Hindustani Vocal Classical Music, for our in hand information only. Different instruments have different *Gharanas*, and are different from the Vocal types. Even there are exclusive *Gharanas* for *Dhrupad* and *Thumri*.

Khayal Gharanas	Features
Qawwal Bacchon ka Gharana	Founded by: Abu'l Hasan Yamīn Uddīn Khusrau & His 12 Student's in 13th Century The Qawwal Bacchon Ka Gharana is the oldest Khayal Gharana of the Hindustani Classical Music tradition. Members of this Gharana approach Raagdari with more freedom than the Dhrupad-Informed Gharanas. In addition to extensive Khayal compositions, the Gharana is known for its Qawwals.
Dilli Gharana	Founded by: Hazrat Amir Khusrau, Miyan Samtiin 13th Century Oldest Khayal Gharana, wide range of Taans,Bol Baant,Bol Taan,fast Taan pattern, Gamak Taan, emphasis on melody and laykari, structured badhat of Raaga
Gwalior Gharana	Founded by: Nathan Pir Baksh, Hassu Khan, Haddu Khan, Nathu Khan in 16th Century The most noticeable trait of this Gharana is overemphasis on Gamaks in Taans, as well as use of Bol-Baant, Bol-Taan, no use of Sargam, wide range in Taans, Alankarik Taans, descending Sapaat Taans, roughly similar emphasis on melody and rhythm, preference for simple Raagas, repertoire of Bandishes, variety of Taans.
Agra Gharana	Founded by: Ghagge Khudabaksh in 19th Century Closer to Dhrupad with nom-tom type Alaap and other elements, rhythmic play, frequent use of Teesra Jati in Teentaal, emphasis on voice culture to achieve wide range and powerful throw of voice, Bol-Baant, Bol-Taan, rare use of Sargam, slower Taans, use of Jabda Taan, repertoire of traditional and self-composed Bandishes.
Kirana Gharana- The Flag Bearer	Founded by: Abdul Karim Khan, Abdul Wahid Khan in 17th Century Foremost intention of this Gharana is perfect intonation of notes and emphasis on melody. Slow-tempo Raaga development, long and sustained pitches, usually traditional Raagas, use of Sargam, very little Bol-Baant, clarity of text pronunciation, use of some Carnatic Raagas and Raaga features, emphasis on vocal as opposed to instrumental form. Highly decorative and complex Taans.
Bhendi Bazaar Gharana	Founded by: Chhajju Khan, Nazeer Khan, Khadim Hussain Khan in 19th Century Emphasis on breath control to be able to sing long passages in a single breath, use of Merukhand for extended Alaaps, use of Gamak Taan and Sargam, use of some Carnatic Raagas
Jaipur-Atrauli Gharana	Founded by: Alladiya Khan in 19th Century Repertoire of rare and complex Raagas, based on Agra Gharana, use of Aakaar for Badhat, heavy use of Teentaal, Rupak, Jhaptaal and Adha- Chautaal, rhythmic play, use of Bol-Baant and Bol-Taan, rippling Taans, heavy emphasis on Taans

Khayal Gharanas	Features
Patiala Gharana	Founded by: Bade Fateh Ali Khan, Ali Baksh Khan in 19th Century Patiala is often considered to be the amalgamate of few pre-existing Gharanas, like Delhi Gharana, Gwalior Gharana and Jaipur-Atrauli Gharana. This Gharana is known for its versatility in Khayal singing and for venturing into other forms of classical music. Emphasis on voice development, roughly similar emphasis on melody and rhythm, Bol-Baant-like Sargam with occasional tonic transpositions, occasional use of Bol-Taan, variety of Taans, fast Sargam and Taan patterns, may or may not include Antara, influence of Tappa style
Rampur- Sahaswan Gharana	Founded by: Inayat Hussain Khan in 19th Century Emphasis on melody, Bol-Taans, Sargam Taans, highly varied Aakar Taans and good hold over Laykari, along with strong command over Tarana.
Indore Gharana	Founded by: Amir Khan in 20th Century Slow-tempo and leisurely Raaga development, improvisation mostly in lower and middle octaves, tendency towards serious and expansive Raagas, emphasis on melody, judicious use of pause between improvisations, Bol Alaap and Sargam using Merukhand patterns, sparing application of Murki, use of Kan Swaras in all parts of performance, controlled use of embellishments to preserve introspective quality, rare use of Tihai, careful enunciation of text, may or may not include Antara, multiple Laya Jatis in a single Taan, mixture of Taan types in a single Taan, known for Rubaidar Tarana.
Mewati Gharana	Founded by: Ghagge Nazir Khan in 19th Century Emphasis on melody, known for Bhajans, Sapaat Taans and Gamak Taans, use of Sargam
Sham Chaurasia Gharana	Founded by: Miyan Chand Khan, Miyan Suraj Khan in 16th Century Emphasis on Layakari using Bol-Taan and Tihai, fast Sargam and Taan patterns
Kunwar Shyam Gharana	Founded by: Goswami Lalji Maharaj in 19th Century Meend-based Alaap, Intracate Taan patterns and Laykari

What Lessons Can We Learn from a Dictator?

Soumyajit Ghosh

I can nearly see the movement of the frontalis muscles on the reader's forehead while reading the title of the text. The reader will surely ask him/herself that what lesson is to be taken from a dictator, or more precisely, Hitler, a mass killer, a brutal arrogant dictator. But being a Bengali, I would prefer one to be like ***Ramakrishna PARAMHANSA dev*** , who used to have the capability to point out the better part of an evil person just like a Goose ('hansa' in Sanskrit) picks up snails to eat from the mud , hence called as 'Paramhansa'. And at the end of the text I am sure that the reader will go away with a positive vibe.

Early Life: Indomitable will to pursue (1889 – 1914)

In a rented apartment at Sulzberger Vorstadt 15 ,5280 Braunau am inn, Austria , Alois Schicklgruber (later changed his name as Alois Hitler) had his fourth of six children born to his third wife, Klara Pölzl. Over his Mid-level Custom service's job and daily middle class trifles, Alois couldn't have nearly imagined the fate of his little child, born on the evening of that Saturday on April 20, 1889. It could be the curse of that dark chilling Saturday evening or the deeds of his grandfather that Adolf Hitler's luck was like that of a wet coal for the next twenty five long years.

Bugatti Chiron
Bugatti Chiron
New Delih
Bugatti chiron
New Delhi

শিল্পী: অগস্ত্য নন্দী

শিল্পী: শ্রীদাত্রী ব্যানার্জী

But his struggle made the water evaporate from that coal and burned furiously to set ablaze the entire of Europe. In the upcoming years the super powers of Europe were about to kneel down in front of a person with whom the Almighty, Himself, made a mockery by blessing physical deformities.

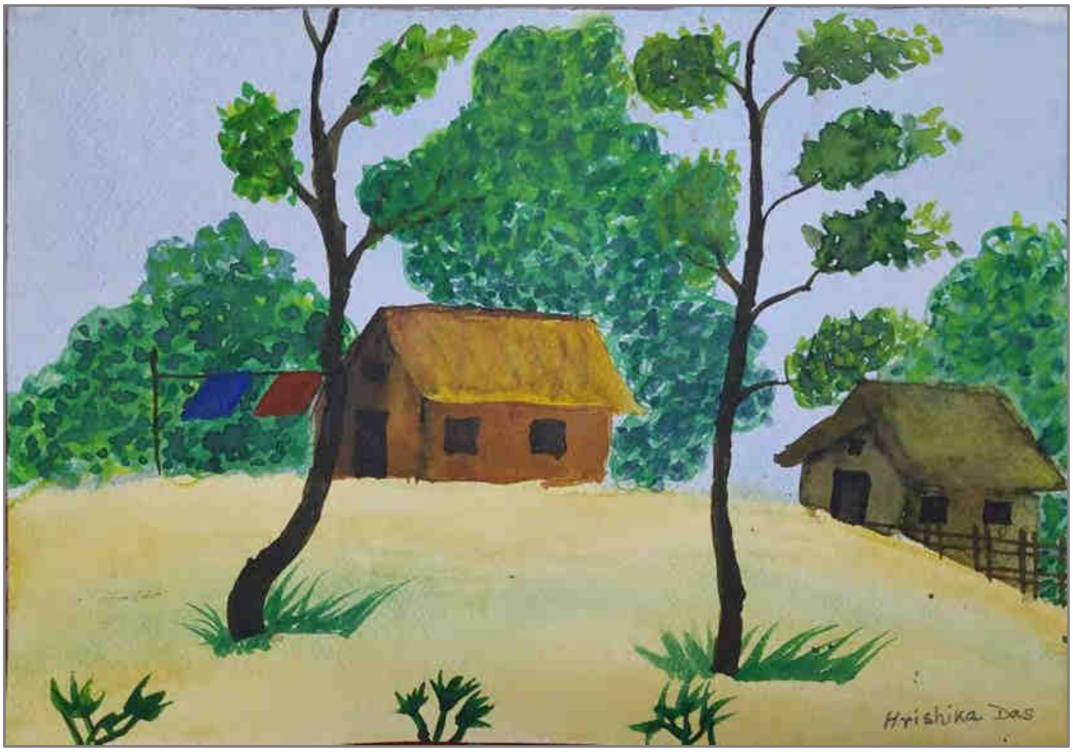

শিল্পী: ঋষিকা দাস

They say it correctly that if you want to grow and do something good in future you must know yourself, you must know what you are capable of and you should know your strengths as well as your weaknesses. While delivering this outstanding lecture on one's future strategies, one dialogue from a well-known Bollywood movie 'Lakhshya' spontaneously comes to my mind, as it says something like this: *Tum scientist bana; lekin agar acha scientist nahi bana to kya faida? Tum ghaas kaatne waala bano lekin acha ghaas kaato, to kuch matlab hay.* (Being a good gardener is far better than being a bad scientist). This is where exactly you will need that ability to know yourself whether you are good in growing roses or in making rockets.

Mr. Adolf Hitler was a normal human being. He struggled twenty five years to find a job where he could excel well. In 1914 he got a job in Bavarian Reserve Infantry Regiment, a part of German army, after getting rejected from Austrian Army on the same year. The selection was also due to the urgency and requirement of huge manpower during World War 1. My point is to let you know that it was a WAR which brought success in his life after get

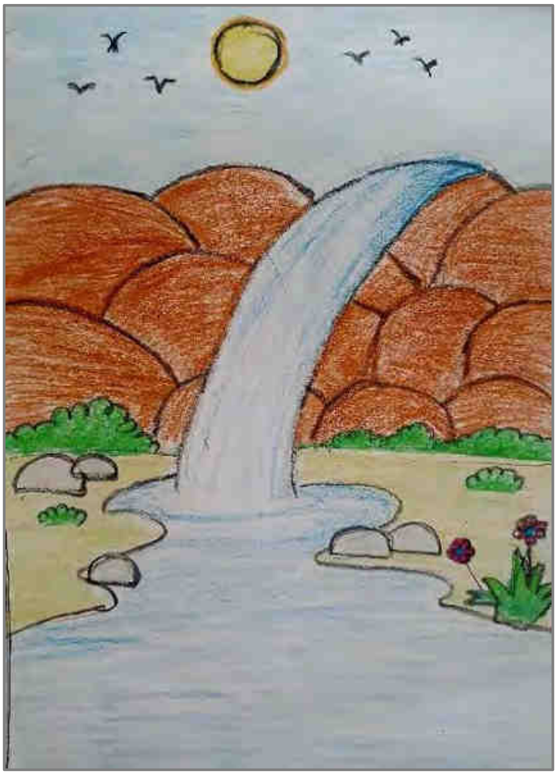

শিল্পী: আর্থিত ঘোষ

ting several rejections and failures in his early life. The List of his failures was pretty much long. Before this job during World War 1, Adolf failed in each and every aspect of his professional as well as educational life. He couldn't even complete his Secondary Education (Yes! He was a drop out). Then he tried his luck in Art and got no chance for admission in fine arts school twice. Drawing post cards was the means of his living for several years. But here is that snail from the mud... NEVER EVER STOP TRYING. As they say *"Koshish karne walo ki kabhi haar nahi hoti"*(One ,who tries, can never be the looser).

Mid Life: Hard work and courage ensures good luck (1914 – 1939)

Gefreiter Adolf Hitler was posted in Ypres, Belgium as a messenger from head office to the front lines but not as a front line soldier and it was enough for a furious man like him to prove his worth. He was rewarded with Iron cross twice (second class in 1914 and first class in 1918), yes you read it correct, being a messenger he proved his worth to achieve two high level military awards and later that year in 1918 he was awarded with the black Wound badge as well. Now that coal was losing moisture with more and more diligence, achievements and well deserved rewards. It was those failures, in his early life, which were providing him this enormous energy and will to prove his worth in society. From this point of time Hitler neither looked back nor his luck made him do so.

World war 1 ended with the Treaty of Versailles which was harsh and too brutal for Germany as the treaty was meant to cripple Germany forever with $31.4 billion (roughly equivalent to US$442 billion in 2022) as reparation, all the colonies were taken back from Germany and also Germany had to sacrifice some of its own territory and German army had to be limited up to one hundred thousand men only. This humiliation was more than enough for the proud German race to wish to go for another war.

At the same time, a political instability was rising inside Germany and a new political party was founded by Anton Drexler and was named as German Workers' Party (Later named as National Socialist German Workers' Party or infamously the NAZI party). In the early stages Drexler used to have the party meetings in secrecy unlike other political parties. Hitler was assigned as an intelligence officer to influence other soldiers and to infiltrate German Social Workers' party, by the head of the Education and Propaganda department, Captain Mayer. Mayer's action was similar to throw that coal into an oven which would become a furnace very soon.

It took Hitler a few days to understand his oratory and propaganda skills during a debate where he silenced his opponent by his overwhelming vocal delivery power. Anton Drexler didn't ignore this extra ordinary event and offered Adolf Hitler membership of the party. This was the oxygen required for that coal to burn. In a calendar year Hitler appeared in public, as a speaker for thirty one times and each time with increased number of audience. In a year of time the membership of the party increased from 555 to 2000 and the reason was the speeches of Hitler which emphasized to oppose the Treaty of Versailles and exercising Extremist Nationalism for pure German bloods. Hitler knew that the hidden talent, he had found in himself, had to be nourished and thus Hitler used to take photographers with him who would capture him in action. He used to start his speeches in a slow and timid way and gradually increased the intensity and the flow. At the end he used to gather support of millions of Germans.

Anton Drexler couldn't have realised that this ordinary looking man whom he wanted to use for his party propaganda, could be the cause of his fall from the post of the party chairman (with a vote 533: 1 against him) until Hitler resigned the party and on request, Hitler was ready to be back but only as the chairman. This was the first time Hitler used his political shrewdness to uplift his career otherwise up to this point of time the upward graph of his career was based on his diligence, talent and courage. He made a platform for himself to go forward with trickery. My point is to convey that trickery must not be the foundation of one's success but one can use it to decorate the structure, made up on a solid foundation.

As the time passed by, Hitler's NAZI party, saw many ups and downs until the Great Depression (Severe worldwide economic breakdown from 1929 to 1939). German lower middle class and Small scale businessmen suffered

শিল্পী: আর্থিত ঘোষ

শিল্পী: সানভি শ

the most. Hitler's promise to remove communism and Jews large scale businessmen and moreover to overrule Versailles treaty gained the attention of the sufferers. Hitler became the Chancellor of Germany and Hitler's SA and SS divisions eliminated all the opponents and the suspected traitors inside the NAZI party. Hitler became the dictator of NAZI Germany with no one to stand against him. Without that worldwide financial crisis, Hitler couldn't have achieved this much. Here's where the section title becomes significant "Hard work and courage ensures good luck".

That little Adolf of Austria started running from his father's beating and after becoming the Chancellor of Germany also he didn't want to stop. He had to regain the lost German ego, there was a whole nation looking at him.

End of an Era: Over speeding is safe if you know when to pull the break (1939 – 1945)

Rhineland was one of the German territories, which was taken by the allied force as per Versailles Treaty. Hitler started his territorial advancement through Rhineland. Allied forces didn't oppose. Before invading Rhineland Hitler neglected the demilitarization of Germany and made mandatory military service for each citizen. Allied forces kept quiet. Austria self willingly joined Germany. Allied forces couldn't do much in this case. Allied forces neglected the threat, which was growing very fast, for another war. Fuhrer Hitler was not going to stop and made a treaty with Soviet Union to divide Poland in between them. Hitler invaded Poland. This is the time when United Kingdom and France declared war against Germany. Hitler diminished Polish defences within 20 days. Belgium, Holland, Norway, Denmark, Luxemburg came into Hitler's territory within a few months.

It was the time for Hitler to move far more into the east. Opposition was the most powerful and well trained military power of Europe, France. Here France was to set examples of utter carelessness and as a result France had no answer to the famous Blitzkrieg by German forces. French Leaders decided to leave Paris and moved back to save its historical monuments and legacies from furious German bombing. France signed an armistice with Germany. This was the point Hitler actually avenged the insult and sufferings of WW1. Hitler fetched the same Wagon, where the Armistice was signed in 1918, to sign the armistice again in 1940 with France. Everything was the same only the winners and losers were interchanged.

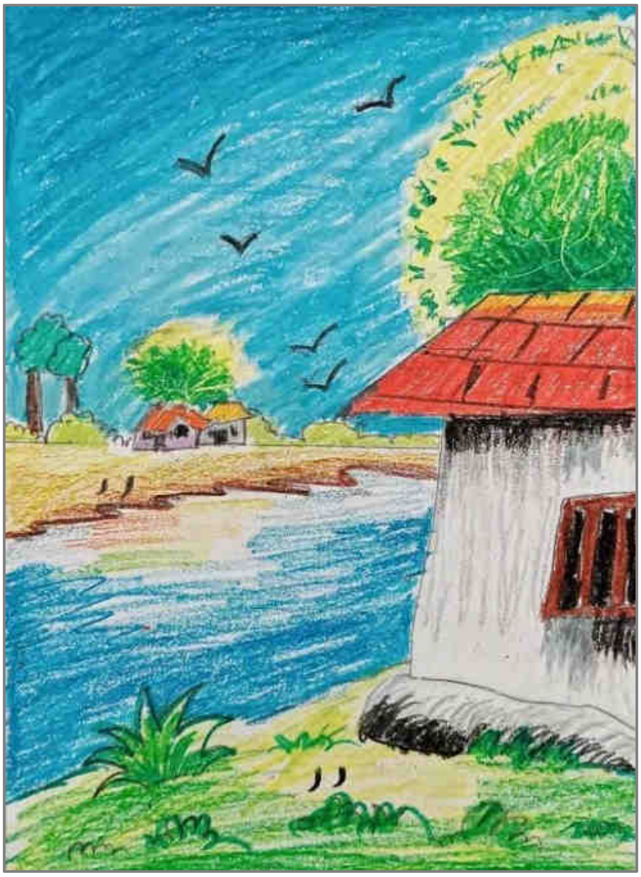
শিল্পী: শ্রীদাত্রী ব্যানার্জী

For me it might have been the perfect time for Hitler to quit the war. He had his revenge, he proved in front of the World that Germans can turn the things other way round. This was the time Hitler had to pull that break. He failed and carried on with extreme ego, over confidence and indiscipline. Up to this time the qualities that made Hitler rise, were now going against him. Appetite for more power had made him blind. One after another wrong decisions made him loose the war in 1945. His ego was so severe that he refused to believe that he could make mistakes also. This downfall teaches us a very basic lesson that self-pride exceeding a certain limit can destroy someone. It doesn’t take much time for the almighty to make you the mouse again (If you can remember the story where ***the monk cursed the tiger as “punar mushika bhava”***).

This article is based on purly my opinions and feelings. I believe rather than just exclaiming Hitler as a rude dictator, we can take lessons from his journey of life, on what to do to become successful and what not to do to ruin your success.

রক্তমুখে ওরা @ মিকুমি

শিল্পী চক্রবর্তী

তাঞ্জানিয়া দেশে - জাঞ্জিবার, দার -এ-সালাম ও মিকুমি ন্যাশনাল পার্ক, ৫ থেকে ৭ দিনের ট্যুরে আমাদের সঙ্গে সবসময় ছিল ... ...

ওয়েস্ট ওয়ে সাফারি | যোগাযোগ : মিস্টার ক্রিস্টিয়ান আও (দূরাভাষ: +২৫৫ ৭৮৭ ০৯0 ৪৮২)

সমগ্র আফ্রিকা টুর - সেরেঙ্গেটি, কিলিমাঞ্জারো, গোরোঙগোরো, আরুশা ওরা করায় এবং সুপারিশযোগ্য।

জাঞ্জিবার পর্ব সেরে সেদিন সকাল সকাল পৌছালাম জাঞ্জিবার পোর্ট, লক্ষ্য ৪০ মিনিট সমুদ্র যাত্রার পরে দার-এ-সালাম, আর সেখান থেকে সোজা আফ্রিকার জঙ্গলে, মিকুমি ন্যাশনাল পার্ক। দার-এ-সালাম এ দেখা হলো আমাদের ফরেস্ট গাইড কাম রেঞ্জার জাকারিয়ার সাথে।

আগামী দু দিন আমরা আফ্রিকার জঙ্গলে - মিকুমি ন্যাশনাল পার্কে। দার -এ-সালাম শহরের ট্রাফিক পেড়িয়ে, চম্যাকুইজা, মোরোগোরো, কিকিবোগা প্রভৃতি ছোটো ছোটো শহর বা অঞ্চল ছুঁয়ে মিকুমি ন্যাশনাল পার্ক বা জঙ্গলের একদম অন্তর্বর্তী টেন্ট হোটেল - ভূমা হিলস পৌঁছাতে আমাদের লাগলো প্রায় ৬ ঘন্টা। মনোরম দৃশ্য, সুন্দর রাস্তা দিয়ে জেগে - ঘুমিয়ে - খেয়ে দেয়ে দিব্বো পৌঁছে গেলাম।

সদর রাস্তা থেকে ২ কি:মি: ভিতরে, অন্ধকার ছমছমে জঙ্গল কেটে ভূমা হিলস পৌছালাম | হোটেল টেন্টে থাকার আলাদা অনুভূতি ছিল সেই রাত্রে | চারিদিক খোলা ডাইনিং এরিয়া, রেস্তোরার সুপারভিসর এসে বলে গেলেন " সাবধানে থাকবেন, আজ বুশ বেবিদের হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব হওয়ার সম্ভবনা যাচ্ছে, উত্তেজিত হবেন না !!" বুশ বেবি, মানে টিমনদের (আফ্রিকার জঙ্গল বলতে,

হলিউড চলচিত্র "লায়ন কিং" ছাড়া, যেন আর কিছুই মনে আসে না) কথা বলছে ভেবে, দারুন লাগলো !!

বাকি রাতের অনুভূতি সম্পূর্ণ অন্যরকম ॥ কত রকমের যে পারিপার্শিক জন্তু জানোয়ারদের গলার আওয়াজ, খুবিই রোমাঞ্চকর, তবে পথের ক্লান্তি আর পরের দিন খুব ভোর বেলা উঠে জঙ্গলে প্রবেশ করার স্পৃহা আমাদের নিদ্রা দেশে মগ্ন হতে সাহায্য করলো ॥

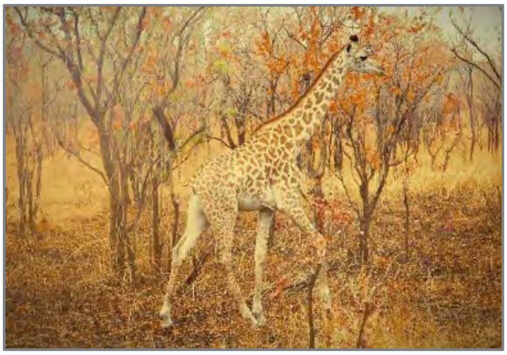

ভোর ৪টে, চা পর্ব সেরে, হাথে জলখাবার আর দুপুরের খাবারের প্যাকেট নিয়ে, আমরা প্রবেশ করলাম সিম্বা, নালা, রাফিকি, টিমন, পুম্বা, যাজু -দের রাজত্বে । আমাদের সদর সম্ভাষণ জানালো এক লম্বু জিরাফ - পথের ধারে শান্ত ভাবে, এক দৃষ্টে, যেন সহাস্যে আমাদের জঙ্গল গহ্বরে প্রবেশের অনুমতি দিলো |

অসংখ জেবরা, হাতির পাল, জলহস্তী, কুমির, অজানা অচেনা পাখিদের দেখতে দেখতে এসে পৌছালাম এক চাঞ্চল্যকর জায়গাতে, যেখানে জমায়েত হয়েছে আরো ২ টা হুড তোলা জীপ্ গাড়ি, রেঞ্জার আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলো "সবাই চুপ।"

ক্ষনিকের মধ্যে একটা নিম্নভূমি থেকে উঠে এলো এক ঝাঁক সিংহীর দোল, ওরা রক্তমুখে মত্ত আনন্দে এগিয়ে আসছিলো আমাদের গাড়িটার দিকে ! ওদের অনুসরণ করে চলেছে সন্তান সন্তনিরা। এক হরিণ শাবকের ভবলীলা সাঙ্গ করে, তাকে ছিড়ে ফুড়ে ভোজ বানিয়ে, রানীর দল, সঙ্গে রাজকন্যা আর যুবরাজ, ফিরে যাচ্ছে ওদের প্রাসাদে , অদূরের ওই ছোট্ট টিলাটার নিচে। কি জানি হয়তো ওখানেই থাকে বুড়ো মুফাসার তেজি ছেলে সিম্বা ||

এ দৃশ্য বিরল .. ..

হোটেল টেন্ট আর জঙ্গলে তোলা কিছু ফটোগ্রাফ থাকলো তোমাদের জন্য, আশাকরি সবার ভালো লাগবে ॥ মিকুমি জঙ্গলের স্মৃতি রোমন্থন, এখানেই শেষ করছি। জঙ্গলের গল্প, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা যেন বলে শেষ করা যায় না, দেখা হলে সাক্ষাতে হবে বাকিটা, অবশিষ্ট যা থেকে গেলো মনের মধ্যে ॥

গোরোনগোরো ক্রেটার

আদৃতা চক্রবর্তী

তাঞ্জানিয়া অপূর্ব সুন্দর জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল গোরোনগোরো আগ্নেয়গহ্বর (crater)। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুত্পাতের ফলে তৈরী হওয়া এই গহ্বর, চারিপাশে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। কালের নিয়মে এখানে সৃষ্টি হয় তৃণভূমি, গাছপালা ও স্বচ্ছ জলাশয়। এই আগ্নেয়গহ্বরই পরিণত হয় আজকের নৈসর্গিক ধামে, যা গোরোনগোরো ক্রেটার বা Ngorongoro conservation area নামে পরিচিত।

আমি, অরিন্দম ও আমাদের কন্যা অগ্নিআভা এখন সাফারি জিপে, আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ছুটে চলেছি Ngorongoro Oldeani Mountain Lodge এর উদ্দেশে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে ,আরেকটু পর সূর্যি ডোবার পালা। পৌছালাম গন্তব্যস্থলে, আমাদেরকে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক এবং মাসাইপ্রজাতি দ্বারা পরিবেশিত নৃত্য সহযোগে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল। হোটেলের ম্যানেজার অগ্নিআভাকে সঙ্গে নিয়ে মাসাইনৃত্যে অংশগ্রহণ করলেন। এই নৃত্য পরিবেশনার সময় ওদের হাতে লম্বা লাঠি থাকে, লাঠিকে অবলম্বন করে অনেকটা উচচতায় লাফায় ওরা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে একজন এসে আমাদেরকে ওদের হাতে বানানো মাসাই নকশার গলার হার পরিয়ে দিল।

এখানকার থাকার ব্যবস্থা একটু অন্যরকম। একেকটা ছোট্ট ছোট্ট ভিলা Lion King এর একেক চরিত্রের নামে, যেমন সিমবা, নালা, পুম্বা। আমাদের ভিলার নাম টেম্বো, Swahili ভাষায় হাতির নাম। ঘরটা ভীষণ সুন্দর। চারপাশে মাসাইদের হস্তশিল্পের ছোঁওয়া। গেলাসের ঢাকনা থেকে শুরু করে ইন্টারকমের ঢাকা, টেবিলম্যাট সবকিছুতেই পুতি দিয়ে তৈরি মাসাইদের হাতের কাজ। সাদা পালঙ্ক আর তাতে উঁচু থেকে নেমে আসা মশারি দেখে অগ্নিআভা তো বেজায় খুশী।

"মা খাটটা একদম রাজকন্যার পালঙ্কের মত। মা আমিতো এই প্রথম জঙ্গলের মধ্যে থাকছি।" আমি বললাম, " শুধু তুই কেন? আমিও তো তাই, আমার জন্যে এটা প্রথম jungle lodge এ থাকা"। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূর অবধি চোখ গেল গভীর জঙ্গল দেখতে পেলাম।

সন্ধ্যে সাতটায় এরা ডিনার ওপেন করে দেয়। কাল ভোরবেলা ক্রেটারের উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়বো, তাই দেরি না করে পৌছালাম ডাইনিং এ। নানান দেশের নানান খাবারের মধ্যে আফ্রিকান ডিস উগালিও ছিল। উগালি আফ্রিকার প্রধান খাদ্যগুলির মধ্যে অন্যতম,ভুট্টাদানার পরেজ। বেশ লাগল। আমাদেরকে রিসেপশন থেকে বলা হল মাঝরাতে দরজা ঠকঠক করার আওয়াজ পেলে যাতে ভয় না পাই। দরজা খুলতেও মানা করল। Love birds রা নাকি roof এ ঠোঁট দিয়ে ঠোকরায় আর তাতে এমন আওয়াজ হয় যে মনে হয় কেউ দরজা ঠকঠক করছে। রাতে love birds দের ঠুকঠুক ঠোকরানোর শব্দ কানে এল। কিন্তু তাতে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটল না। এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে ঘুমের দেশে গভীরভাবে পৌছে গেলাম।

ভোর হল, পাহাড়ী জঙ্গলে ভোরবেলাটা সত্যি অন্যরকম। পাখির কলকাকলি, জন্তু জানোয়ারের ডাকে ঘুম ভাঙল। প্রকৃতির এই রূপকে এত কাছ থেকে দেখতে বড্ড ভালো লাগছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজে মোড়া পাহাড়গুলো দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট করতে বেশ লাগছিল।

এখন জুলাই মাস, কিন্তু পাহাড়ী এলাকা বলে বেশ ঠান্ডা এখানে। গায়ে লেদার জ্যাকেট চাপিয়ে খানিকটা মনোরম লাগছে। Hot chocolate এ চুমুক দিতে দিতে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে উপভোগ করছি, এমন সময় সিলাসের ফোন

এল,ও রেডি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সিলাস ট্রিপ কোয়েস্টের প্রতিনিধি আমাদের টুর গাইড। ওই আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে সেই নৈসর্গিক ধামে, যার নাম Ngorongoro Crater।

আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলেছি তার চারপাশটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ নামতে লাগলাম। ক্রেটারে নামতেই একপাল জেব্রা দেখতে পেলাম। সিলাস গাড়ি থামাল। জেব্রাগুলো সারি দিয়ে আমাদের জিপের সামনে দিয়ে যেতে লাগল। ওদের এভাবে লাইন দিয়ে যেতে দেখে তো আমরা অবাক, একটা জেব্রাকেও লাইন ভাঙতে দেখা গেল না।

কিছুদূর যাওয়ার পর সিংহবাহিনীর দেখা পেলাম,একটা সিংহ ও চারটে সিংহী রাজকীয় চলনে এগিয়ে চলেছে। অনেকগুলো গাড়ি দাড়িয়ে গেছে, সবার কৌতূহল ওরা কি করতে যাচ্ছে তা দেখা। একপাল জেব্রা ছুটে পালিয়ে গেল। উইল্ডবিস্টরা দিশাহীন ভাবে এদিক ওদিক ছুটে চলেছে। কারোর আবার ভয় পেয়ে এমন মতিভ্রম হল যে সিংহের দিকেই ধেয়ে গেল। সিংহ কিন্তু রাজকীয় ভঙ্গিতে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে চলল, wildebeest এর দিকে ফিরেও তাকাল না। বুঝলাম সিংহ এবং তার পরিবার এখন ক্ষুধার্ত নয়।

Zebra রা রাস্তা চিনে এগিয়ে চলতে বেশ দক্ষ। এ ব্যাপারে ওদের স্মরণশক্তি প্রশংসনীয়। অন্যদিকে wildebeest রা রাস্তা মনে রাখতে পারে না। তাই Great Migration এর সময় Zebra রা wildebeest দেরকে পথ দেখায়। Wildebeest রা ওদেরকে অনুসরণ করে। Wildebeest দের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ওরা খুব ভালো weather sense করতে পারে। কোন দিকে বৃষ্টি নামতে পারে বা ঝড় উঠতে পারে আগে থেকে বুঝতে পারে ওরা। তাই তানজানিয়া থেকে মাসাইমারার দিকে পরিযান করার সময় এই দুই জীব একে অন্যের সাথে দুর্দান্ত teamwork করে এগিয়ে চলে Great Migration এর পথে।

কত রকম যে পাখি দেখলাম এই অঞ্চলে ফ্লেমিংগো,উগান্ডার জাতীয় পাখি,ব্লুহেরন,কোরি বাসটার্ড,ম্যারিবুস্টর্ক আরও কত কি? বইতে পড়েছিলাম উটপাখী হল বৃহত্তম পাখি। টিভিতে দেখেছিলাম ঠিকই তবে জীবনে প্রথমবার সামনে থেকে দেখলাম। বেশিরভাগ সময় এরা জোড়ায় জোড়ায় চোখে পড়ল ।

এরপর Silas গাড়ি থামাল এক পরিষ্কার স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে। লাঞ্চটাইম, প্রচুর টুরিস্ট।সব্বাই সবুজ নরম ঘাসে বসে দ্বিপ্রহরের ভোজের সাথে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যকে উপভোগ করছে। আমরা সবুজ সমতলে আর তাকে চারিদিক থেকে পর্বতমালা আলিঙ্গন করে রয়েছে। একটা সাত বছরের বাচ্চার সমান লম্বা বিশালাকার স্টর্ক হেঁটে বেড়াচ্ছে। টুরিস্টরা ভালবেসে খাবার দিচ্ছে, সেও খাচ্ছে। সবমিলিয়ে পরিবেশটা বেশ স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ অরিন্দম পশুপাখিদের ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ আমাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমিও সুযোগ পেয়ে সাফারি জিপের উপর উঠে খুব পোজ দিলাম।

প্রকৃতি এখানে প্রাণীজগতের বিপুল সম্ভার নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে, কতরকম জীবজন্তু দেখতে পাচ্ছি। আমি প্রাণীবিদ্যার ছাত্রী, প্রাণীজগতের নানান বিষয়বস্তু বইতে পড়েছি, কিন্তু এত কাছ থেকে এদেরকে দেখতে পাব সেটা কখনো ভাবিনি।

একদল ইম্পালা ছুটে চলেছে, সবকটার মধ্যে খালি একটার মাথায় শিং। সিলাস বলল ওই দলের নেতা এবং এ দলের একমাত্র পুরুষ সদস্য। আফ্রিকান বাফেলো, চিতাবাঘ (leopard), হায়না, warthog আরও কত কি দেখলাম এই কদিনে। গাড়ি ছুটে চলেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝেই নানান প্রাণীরা দেখা দিচ্ছে ।

গাড়ি থামল,পাশেও কয়েকটা সাফারি জিপ দাড়িয়ে গেছে। বুঝলাম কোনো এক বিশেষ জন্তর দেখা পেতে চলেছি। সিলাস ওর বাইনোকুলার নিয়ে সন্ধান করছে সেই অমূল্য রত্নের। হ্যাঁ অমূল্য রতনই বটে। এতক্ষণ পর্যন্ত big 5 এর পাঁচটার চারটেই আমরা দেখে ফেলেছি। সিংহ, বাফেলো, লেপার্ড, হাতি দেখে ফেলেছি। বাকি রইল Black Rhino। Silas কে জিজ্ঞাস করলাম, "Is anything spotted there?" অগ্নিআভা চিৎকার করে উঠলো Black Rhino। আমি তো হেসেই ফেললাম।" আরে নারে শুনলি না Black Rhino খুব রেয়ার আনিমাল"। Silas বলে উঠল , " I think there is a Black Rhino"।

দূরবীন দিয়ে দেখলাম তাকে। অনেএএএএক দূরে। খালি চোখে দেখাই যাচ্ছিলনা তাকে। অরিন্দম তো বেজায় খুশী big 5 এর পাঁচটা জন্তুই দেখতে পাওয়া গেল। আফ্রিকা অভিযান সার্থক হল আমাদের। এবার আরুশা ফেরার পালা। আকাশটা রঙিন হয়ে এসেছে সূর্যি ডোবার পালা। গাড়িটা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। দিবালোক থাকাকালীনই বেড়িয়ে পড়তে হবে এই প্রাণীজগতের বাসস্থান থেকে, অনেকটা পথ যেতে হবে।

কাল ভোরবেলা ফ্লাইট। এই কদিন প্রাণীজগতকে বড় কাছ থেকে দেখলাম। নানান ধরনের জীব তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণ সবকিছু দেখে একটা কথা খুব মনে হল। এই সমস্ত জীবজন্তরা শুধুমাত্র তাদের মৌলিকচাহিদা পূরণের জন্যে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেচে থাকে। এই মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারলেই এরা বেজায় খুশি। আমাদের মনুষ্যজাতির মত উপরি আর কোনো চাওয়া এদের নেই।

সমাজের-কল্যাণে...

ক্রীড়াঙ্গনে...

সংস্কৃতির-বন্ধনে...

WORKERS SUPPORT AND INSURANCE FUND

INDIAN CULTURAL CENTRE

INDIAN CULTURAL CENTRE
Under the aegis of the Embassy of India
বঙ্গীয় পরিষদ কাতা

শিরোনামে...

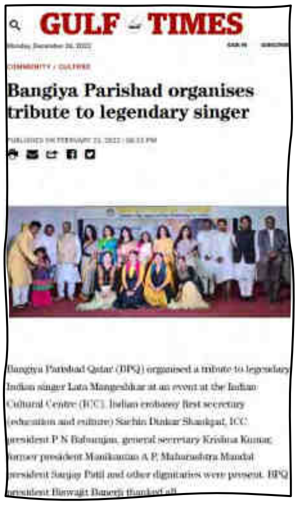

GULF TIMES

COMMUNITY / CULTURE

Bangiya Parishad organises tribute to legendary singer

Bangiya Parishad Qatar (BPQ) organised a tribute to legendary Indian singer Lata Mangeshkar at an event at the Indian Cultural Centre (ICC). Indian embassy first secretary (education and culture) Sachin Dinkar Shankpal, ICC president P N Baburajan, general secretary Krishna Kumar, former president Manikantan A P, Maharashtra Mandal president Sanjay Patil and other dignitaries were present. BPQ president Biswajit Banerji thanked all.

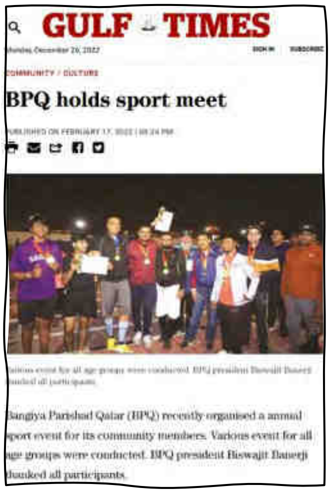

GULF TIMES

Monday, December 26, 2022

COMMUNITY / CULTURE

BPQ holds sport meet

PUBLISHED ON FEBRUARY 17, 2022 | 09:24 PM

Various event for all age groups were conducted. BPQ president Biswajit Banerji thanked all participants.

Bangiya Parishad Qatar (BPQ) recently organised a annual sport event for its community members. Various event for all age groups were conducted. BPQ president Biswajit Banerji thanked all participants.

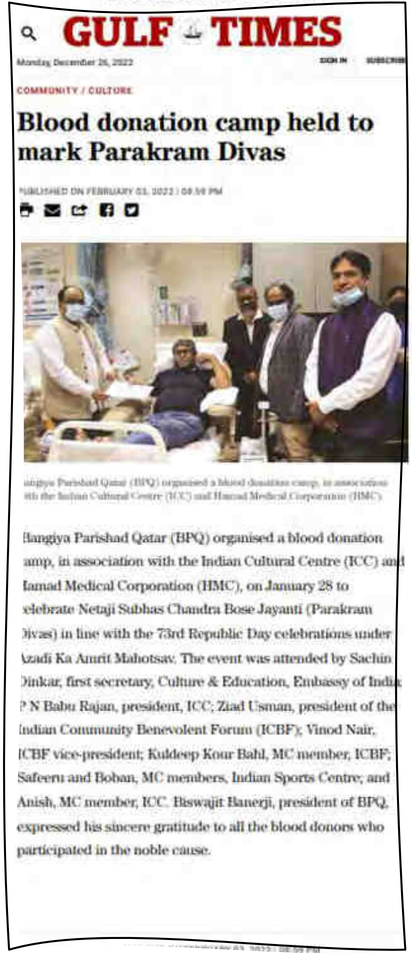

GULF TIMES

Monday, December 26, 2022

COMMUNITY / CULTURE

Blood donation camp held to mark Parakram Divas

PUBLISHED ON FEBRUARY 03, 2022 | 08:59 PM

angiya Parishad Qatar (BPQ) organised a blood donation camp, in association with the Indian Cultural Centre (ICC) and Hamad Medical Corporation (HMC).

Bangiya Parishad Qatar (BPQ) organised a blood donation amp, in association with the Indian Cultural Centre (ICC) and Hamad Medical Corporation (HMC), on January 28 to elebrate Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti (Parakram Divas) in line with the 73rd Republic Day celebrations under Azadi Ka Amrit Mahotsav. The event was attended by Sachin Dinkar, first secretary, Culture & Education, Embassy of India; P N Babu Rajan, president, ICC; Ziad Usman, president of the Indian Community Benevolent Forum (ICBF); Vinod Nair, ICBF vice-president; Kuldeep Kour Bahl, MC member, ICBF; Safeeru and Boban, MC members, Indian Sports Centre; and Anish, MC member, ICC. Biswajit Banerji, president of BPQ, expressed his sincere gratitude to all the blood donors who participated in the noble cause.

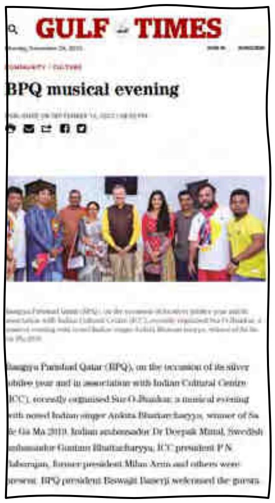

GULF TIMES

COMMUNITY / CULTURE

BPQ musical evening

Bangiya Parishad Qatar (BPQ), on the occasion of its silver jubilee year and in association with Indian Cultural Centre (ICC), recently organised Sur O Jhankar, a musical evening with noted Indian singer Ankita Bhattacharyya, winner of Sa Re Ga Ma 2010. Indian ambassador Dr Deepak Mittal, Swedish ambassador Gautam Bhattacharyya, ICC president P N Baburajan, former president Milan Arun and others were present. BPQ president Biswajit Banerji welcomed the guests.

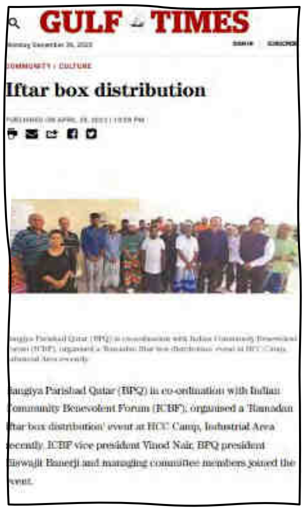

GULF TIMES

COMMUNITY / CULTURE

Iftar box distribution

Bangiya Parishad Qatar (BPQ) in co-ordination with Indian Community Benevolent Forum (ICBF), organised a 'Ramadan Iftar box distribution' event at HCC Camp, Industrial Area recently. ICBF vice president Vinod Nair, BPQ president Biswajit Banerji and managing committee members joined the event.

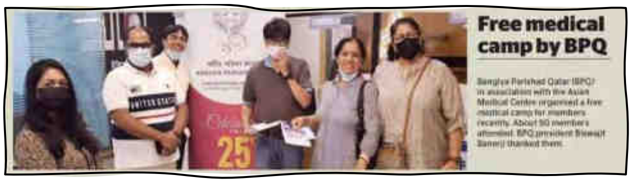

Free medical camp by BPQ

Bangiya Parishad Qatar (BPQ) in association with the Asian Medical Centre organised a free medical camp for members recently. About 50 members attended. BPQ president Biswajit Banerji thanked them.

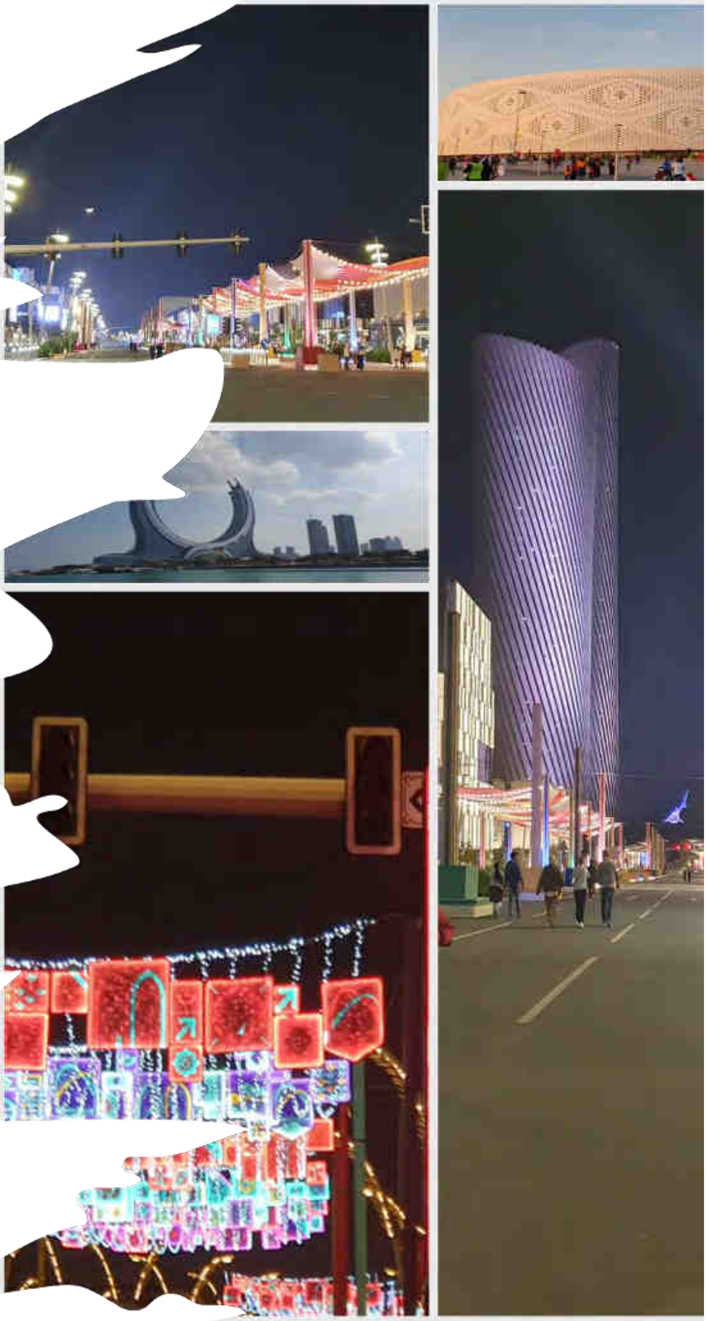

Copyright © 2022 Bangiya Parishad Qatar - All Rights Reserved

https://bangiyaparishad.com/ facebook YouTube